পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 245 Sunday, 4 August, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৪৫ সংখ্যা ❋ ১৯ শ্রাবণ ১৪৩১, রবিবার, ৪ আগস্ট, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বিপর্যস্ত কেরলের পাশে আছে বাংলা

ওয়ানড়ে গিয়ে মমতার বার্তা দিলেন ২ তৃণমূল সাংসদ

ওয়ানড়, ৩ আগস্ট ঃ ভূমিধসে মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে কেরলের ওয়ানড়। সরকারি হিসেবে মৃত ১৭৭ হলেও বেসরকারি মতে ৩৫০ ডিঙিয়েছে মৃতের সংখ্যা। জোরকদমে চলছে উদ্ধারকাজ। তার মধ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে ওয়ানড় পৌঁছলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেব এবং সাকেত গোখলে। শনিবার ভূমিধসে বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করে দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলার বিষয়টি এক্স হ্যান্ডেলে জানান দুই নেতা। সোশাল মিডিয়ায় সাকেত এবং সুস্মিতার পোস্ট থেকে জানা যায়, ওয়েনড়ে ভূমিধসে বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন তাঁরা। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মেপ্পাডিতেও যান দুই তৃণমূল সাংসদ। মেপ্পাডির মেডিক্যাল ক্যাম্প এবং স্থানীয় সরকারি হাসপাতালে গিয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আহতদের সঙ্গে দেখা করেন তাঁরা। কথা বলেন দুর্গত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। সুস্মিতা দেব এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ওয়ানড়ের ভয়ংকর বিপর্যয়ের সঙ্গে লড়ার জন্য বিশাল শক্তির প্রয়োজন। আমরা জেলাশাসকের সঙ্গে কথা বলেছি। আমাদের নেতার পাশে থাকার বার্তা দিয়েছি ভুক্তভোগীদের। সংক্ষিপ্ত পোস্টে সাকেত গোখলে জানান, তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সুস্মিতা দেব এবং তিনি কেরলের ওয়ানড়ে পৌঁছে গিয়েছেন। লেখেন, ওয়ানড় ট্র্যাজেডি বিধ্বংসী এবং হৃদয়বিদারক। আমরা এখানে

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করতে এবং তাদের জানাতে এসেছি যে আমরা এবং বাংলা তাঁদের পাশে আছে।প্রসঙ্গত, ১ আগস্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, মানবিক কারণে আমরা ২ সাংসদকে ওয়ানড়ে পাঠাচ্ছি। তাঁরা দুদিন থাকবেন। মৃত এবং আহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন তাঁরা। বিপর্যয়ে নিহতদের পরিবার প্রতি শোকপ্রকাশও করেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতার নির্দেশ মতো বিপর্যয়ের ওয়ানড়ে পৌঁছে গেলেন দুই তৃণমূল সাংসদ। ওয়ানড়ে ভূমিধসে জীবিত কাউকেই আর উদ্ধার করা বাকি নেই। এখন কাজ কেবলই দেহ উদ্ধার। এমনই কথা বলতে শোনা গিয়েছে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নকে। কিন্তু সত্যিই কি সেখানে আর নেই কোনও প্রাণের স্পন্দন? এবার সেটাই খতিয়ে দেখতে ব্যবহার করা হচ্ছে ডিপ সার্চ রাডার। দেখা হচ্ছে ঘরবাড়ির ধ্বংসস্তূপের তলায় কোথায় কোনও জীবিত এখনও আটকে রয়েছেন কিনা। কেরল সরকার কেন্দ্রের কাছে রাডার পাঠানোর আর্জি জানিয়েছিল। এর পরই নর্দার্ন কমান্ডের তরফে একটি জেভিয়ার রাডার ও দিল্লির তিরঙ্গা মাউন্টেন রেসকিউ অর্গানাইজেশনের তরফে চারটি রিকো রাডার পাঠানো হয়। তাছাড়া শনিবার দিল্লি থেকে ওয়ানড়ে একটি বায়ুসেনার বিমানও পাঠানো হয়েছে ওয়ানড়ে। এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা সরকারি হিসেবে ১৭৭। নিখোঁজ প্রায় ২০০। যদিও সংবাদ সংস্থা পিটিআই অসমর্থিত সূত্র উল্লেখ করে দাবি করেছে মৃতের প্রকৃত সংখ্যা ২৭৬। চালিয়ার নদী থেকে এখনও পর্যন্ত ৯২টি দেহাংশ উদ্ধারের খবর মিলেছে।

ভারতের কৃষি ঐতিহ্যে বিজ্ঞান ও যুক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয় ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট ঃ ভারতের কৃষি ঐতিহ্যে বিজ্ঞান ও যুক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার ৩২-তম ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ এগ্রিকালচারাল ইকোনমিস্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, খাদ্য ও কৃষি সম্পর্কে আমাদের ঐতিহ্য এবং অভিজ্ঞতা আমাদের দেশের মতোই প্রাচীন। ভারতের কৃষি ঐতিহ্যে বিজ্ঞান ও যুক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। আমাদের কাছে ঔষধি প্রভাবসহ খাদ্য গ্রহণের আয়ুর্বেদিক বিজ্ঞান রয়েছে... প্রায় ২০০০ বছর আগে 'কৃষি পরাশর' নামে একটি গ্রন্থ লেখা হয়েছিল, এটি মানব ইতিহাসের ঐতিহ্য। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ৬৫ বছর পর ভারতে এই ধরনের সম্মেলন আয়োজন করা হচ্ছে এ জন্য আমি খুশি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আপনারা সবাই এখানে এসেছেন। আমি আপনাদের স্বাগত জানাই-ভারতের ১২০ মিলিয়ন কৃষক, ভারতের ৩০ মিলিয়নেরও বেশি মহিলা কৃষক, দেশের ৩০ মিলিয়ন মৎস্যজীবী.. এখন আপনারা এমন একটি দেশে আছেন যেখানে ৫৫০ মিলিয়ন প্রাণী বাস করে। কৃষিপ্রধান এবং পশুপ্রেমী এই দেশে আপনাদের সকলকে স্বাগত। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, ভারতে এখনও আমরা ৬টি ঋতুর কথা মাথায় রেখে পরিকল্পনা করি। আমাদের ১৫টি কৃষি জলবায়ু অঞ্চল রয়েছে- সকলের নিজস্ব বিশেষত্ব রয়েছে। আপনি যদি এখানে প্রায় ১০০ কিলোমিটার ভ্রমণ করেন, তাহলে কৃষি চর্চা বদলে যায়। এই বৈচিত্র্য ভারতকে বিশ্বের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য একটি আশার রশ্মি করে তোলে... এখন ভারত একটি খাদ্য উদ্বৃত্ত দেশ যা দুধ, মশলা এবং মসুর ডালের বৃহত্তম উৎপাদক... একটি সময়ে ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা ছিল বৈশ্বিক উদ্বেগ, এখন ভারত বিশ্বব্যাপী খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার সমাধান খুঁজছে।

ফের ছাত্র বিক্ষোভে রক্তাক্ত বাংলাদেশ, গুলিবিদ্ধ ৫

ঢাকা, ৩ আগস্ট ঃ আবার রক্তাক্ত বাংলাদেশ। কিছুদিন আগেই সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে ছাত্র আন্দোলন রক্তাক্ত হয়েছিল বাংলাদেশ। হিংসাত্মক ছাত্র বিক্ষোভের পরে কোটা সংস্কার করেছে সুপ্রিম কোর্ট। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছিল বাংলাদেশ, এর মধ্যেই নতুন করে অশান্তি ছড়াচ্ছে নানা প্রান্তে। পড়ুয়াদের পূর্বঘোষিত কর্মসূচির জেরে কার্যত অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে জামালপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাই, কুমিল্লা সহ দেশের একাধিক একালা। পুলিশের সঙ্গে কয়েকদফায় সংঘর্ষ হয়েছে শিক্ষার্থীদের।

ছাত্রদের মিছিলে কয়েকজন দুস্কৃতী গুলি চালিয়েছে বলেও অভিযোগ। আহতদের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে। এদিকে, আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বৈঠকে বসার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই আন্দোলনে উসকানি দেওয়ার অভিযোগ উঠছে বিএনপি ও জামাত শিবিরের বিরুদ্ধে। শাসকদল আওয়ামি লিগের দাবি, এই ছাত্র আন্দোলন এখন বিএনপি-জামাতের নেতৃত্বে চলে গিয়েছে। তারা মৃত্যুমিছিল জারি রেখে সরকারের পতন ঘটানোর ষড়যন্ত্র করছে। শুক্রবার বিকালের দিকে খুলনায় ছাত্র-জনতার গণমিছিল কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। ঢাকার উত্তরাতেও আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের বচসা হয়। এর পর আজ, শনিবার কুমিল্লা শহরে পড়ুয়াদের মিছিলে গুলি চালায় দুস্কৃতীরা। ওই ঘটনায় অন্তত ৫০ জন জখম হয়েছেন। গুলিবিদ্ধ ৫। এর মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁকে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। আওয়ামি লিগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলিগ এই হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ। গুলিবিদ্ধদের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে। জানা গিয়েছে, রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন স্থানেও পুলিশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ হয়। আন্দোলনের কো-অর্ডিনেটর ঘোষণা করেছেন, তাদের নয় দফা দাবি আদায়ের জন্য রবিবার থেকে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করা হবে। নয় দফার মধ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী হাসিনার ক্ষমা চাওয়া এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলি আরাফাত এবং ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের পদত্যাগও র্য়েছে বলে জানতে পরা গিয়েছে।

তাজপুরে উচ্ছেদ অভিযান নিয়ে মন্ত্রী-রেঞ্জার তর্কে জড়ালেন

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ৩ আগস্ট ঃ তাজপুরে সমুদ্রের ধারে বনদপ্তরের জায়গায় অবৈধভাবে দোকানঘর গজিয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ ওঠে। তা সরাতে গিয়ে রাজ্যের কারামন্ত্রী তথা রামনগরের বিধায়ক অখিল গিরির বাধার মুখে পড়লেন দপ্তরের আধিকারিকরা। মন্ত্রীর সঙ্গে তর্কে জড়ালেন বনদপ্তরের আধিকারিক তথা কাঁথির রেঞ্জার মৌমিতা সাউ। মন্ত্রী তাঁকে হুমকি দিয়েছেন বলেও অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার দুপুরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পূর্ব মেদিনীপুরের তাজপুর। বনদপ্তরের অভিযোগ, বনদপ্তরের জায়গায় আগে থেকেই কয়েকটি দোকান ছিল। তবে সমুদ্রের জলে সেই দোকান তলিয়ে যায়। শুক্রবার রাতে নতুন করে বনদপ্তরের জায়গায় দোকান করেন ওই ব্যবসায়ীরা। বনদপ্তর বাধা দিতে গেলে ঘটনাস্থলে আসেন রামনগরে বিধায়ক অখিল গিরি। বনদপ্তরের আধিকারিকের অভিযোগ, ওখানে অবৈধ নির্মাণ হয়েছিল। বনদপ্তরের আধিকারিকরা যখন বাধা দেন তখন তাঁদের হুমকির মুখে পড়তে হয় বলে দাবি। এদিকে মন্ত্রীর কথায়, সমুদ্রের ধারে ছিল দোকানগুলি। প্রাকৃতিক দুর্যোগে জেরে সমুদ্রের বাঁধ ভেঙে যায়। যার জেরে সমুদ্রের গর্ভে চলে যায় দোকাগুলি। বাঁধ মেরামত হওয়ার কথা। সেই সময়টুকুর জন্য এই দোকানগুলি নতুন করে বানানো হয়েছে। অখিল গিরির অভিযোগ, শুক্রবার রাতেই দোকানের বাঁশের খুঁটি কেটে দেয় বনদপ্তরের আধিকারিকরা। বনদপ্তরের জমিতে অনেক নির্মাণ হয়েছে। তাঁদের কিছু বলতে পারে না। গরিব মানুষ পেয়ে তাঁদের পেটে লাথি মারছে বনদপ্তর। উচ্ছেদ হলে প্রতিবাদ হবে বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। কাঁথির রেঞ্জার মৌমিতা সাউ ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, অবৈধভাবে দোকান বসেছিল। তাদের বাধা দেওয়া হয়। কিন্তু মন্ত্রীর হুমকি প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করতে চাননি তিনি।

বাংলার সড়ক ব্যবস্থা নিয়ে বিরাট সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট ঃ সংসদে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশের দিন থেকেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিরোধী দলগুলি, যার মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও। বাংলার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজ্যের সরকার কেন্দ্রীয় বাজেটকে শুধুমাত্র দুটি রাজ্যের বাজেট হিসেবে কটাক্ষ করেছে। তবে এই কটাক্ষের মাঝেই বাংলার জন্য রীতিমতো উন্নয়নের ঝুলি খুলে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে বাংলার সড়ক ব্যবস্থা নিয়ে বিরাট বড় সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ৪ লেনের খড়গপুর-মোরেগ্রাম জাতীয় উচ্চগতিসম্পন্ন করিডর অনুমোদন করেছে। খড়গপুর ও মোরেগ্রামের মধ্যে ২৩১ কিলোমিটার দীর্ঘ চার লেনের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত হাই-স্পিড করিডরটি হাইব্রিড অ্যানুইটি মোডে (এইচএএম) তৈরি করা হবে। এই রাস্তার জন্য কেন্দ্র বরাদ্দ করেছে ১০,২৪৭ কোটি টাকা বলে জানতে পারা গিয়েছে। এর মাধ্যমে শুধু অর্থনীতি নয়, বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্মগুলি সারা দেশে আটটি উচ্চগতির সড়ক প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে খড়্গাপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে মুর্শিদাবাদের মোরগ্রামের মধ্যে ২৩১ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রকল্প। এই করিডর নির্মাণের সঙ্গে, খড়গপুর এবং মোরগ্রামের মধ্যে মালবাহী যানবাহনের ভ্রমণের সময় বর্তমান ১০ ঘন্টা থেকে ৫ ঘন্টায় নেমে আসবে। নতুন করিডোরটি বিদ্যমান ২ লেনের জাতীয় মহাসড়কের পরিপূরক হবে, খড়গপুর ও মোরগ্রামের মধ্যে ট্র্যাফিক ক্ষমতা প্রায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি করবে। এই মর্মে শুভেন্দু বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে অগ্নিমিত্রা পল একটি টুইট বার্তায় বড় দাবি করেছেন। আজ শনিবার শুভেন্দু অধিকারী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানান, 'আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং মাননীয় কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নিতীন গডকরিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই ১০,২৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৩১ কিলোমিটার দীর্ঘ, চার লেনের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত খড়গপুর-মোরগ্রাম জাতীয় উচ্চগতির করিডর নির্মাণের অনুমোদন দেওয়ার জন্য। এই রাস্তা তৈরী হলে মালবাহী যানবাহনের ভ্রমণের সময় ৯-১০ ঘন্টা থেকে কমিয়ে ৩-৫ ঘন্টা করবে এবং মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম সহ ছয়টি জেলার মধ্যে যোগাযোগ বাড়াবে।

অখিল গিরিকে গ্রেপ্তারের দাবি করল বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ বনদপ্তরের আধিকারিককে 'হুমকি' নিয়ে বিতর্কে উঠে এলেন রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিল গিরি। তাঁর মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। মন্ত্রীর গ্রেপ্তারি দাবিতে সরব হয়েছে বিজেপি। তাদের প্রশ্ন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দেবেন? জেলে পাঠাবেন? দলীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রীর আচরণে ক্ষুব্ধ তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষও। সোশাল মিডিয়ায় নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। কুণাল ঘোষের কথায়, মন্ত্রী অখিল গিরির কথা এবং আচরণের বিরোধিতা করছি। এটা অবাঞ্ছিত। বনদপ্তরের জমিতে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা দোকানে উচ্ছেদ করতে গিয়েছিলেন কাঁথির রেঞ্জার মণীষা শাউ সহ বনদপ্তরের কর্মীরা। অভিযোগ, উচ্ছেদে বাধা দেন রামনগরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী অখিল গিরি। রেঞ্জারকে হুমকি দিতেও শোনা যায় তাঁকে। তাঁদের কথোপকথন সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছে বিজেপি। দলের মুখপাত্র তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের কথায়, এটাই তৃণমূলের প্রকৃত ভাষা ও সংস্কৃতি। দলীয় বিধায়কের আচরণে ক্ষুব্ধ কুণাল ঘোষ। নিন্দায় সরব হয়েছেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ। তিনি লেখেন, মন্ত্রী অখিল গিরির কথা এবং আচরণের বিরোধিতা করছি। এটা অবাঞ্ছিত। বনদপ্তর নিয়ে কিছু বলার থাকলে মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদাকে বলতে পারতেন। তার বদলে মহিলা অফিসারের সঙ্গে দুর্ব্যবহার দুর্ভাগ্যজনক। পরিশেষে তাঁর সংযোজন, তবে সিপিএম, বিজেপির এনিয়ে বলার অধিকার নেই। ওরা এর থেকেও অনেক কুৎসিত কাজ বারবার করেছে। যদিও পুরো বিষয়টি নিয়ে অযথা জলঘোলা হচ্ছে বলে দাবি করেছেন মন্ত্রী অখিল গিরি। এদিকে গোটা বিষয়টি নিয়ে উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট দিচ্ছেন পূর্ব মেদিনীপুরের ডিএফও সত্যজিৎ কর। দপ্তরের রিপোর্ট পেলে বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীকে জানাতেন পারেন 'ক্ষুব্ধ' বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, এমনই খবর সূত্রের।

মোদী-শাহদের নয়া চিন্তা শরিক আটওয়াল

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট ঃ ঘরের ভেতরেই চাপ বেড়ে চলেছে নরেন্দ্র মোদী সরকারের। সংরক্ষণ ইস্যুতে জোট ছাড়ার হুঙ্কার এনডিএর পুরনো সঙ্গী রামদাস আটওয়ালের। তফশিলি উপজাতিদের সংরক্ষণ নীতিতে সংশোধনী আনতে চেয়েছে ঘরের ভেতর চাপ বাড়ছে নরেন্দ্র মোদীর। সংরক্ষণ ইস্যুতে জোট ছাড়ার হুঙ্কার এনডিএর পুরনো সঙ্গী রামদাস আটওয়ালের। তফশিলি উপজাতিদের সংরক্ষণ নীতিতে সংশোধনী আনতে চেয়েছে কেন্দ্র। তা নিয়ে ইতিমধ্যেই শোরগোল শুরু হয়েছে জাতীয় রাজনীতিতে। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের সাত বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ সংরক্ষণ নিয়ে তফসিলি জাতি উপজাতির মধ্যেও শ্রেণি বিভাজনকে (সাব ক্লাসিফিকেশন) মান্যতা দিয়েছে। ভারতের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ ৬১ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে এই রায় দিয়েছে। একমাত্র বিচারপতি বেলা ত্রিবেদী বাকিদের সঙ্গে একমত হননি। বৃহস্পতিবার এক শীর্ষ আদালতের নির্দেশ, তফসিলি জাতি, উপজাতিদের মধ্যেও

সংরক্ষণের জন্য পৃথক শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজন রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, তফসিলি জাতিভুক্তদের মধ্যেও অনেক উপশ্রেণি রয়েছে, তাঁদের মধ্যেও কিছু কিছু শ্রেণি আবার তুলনায় বেশি পিছিয়ে পড়া। সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও এই সমস্ত সম্প্রদায়ের বিশেষ উন্নতি হয়নি। সুতরাং তফসিলি সম্প্রদায়ের মধ্যেও পিছিয়ে পড়া শ্রেনীদের সংরক্ষণের আওতায় আনার পক্ষেই রায় দেয় আদালত। তফশিলি ও উপজাতিদের মধ্যে বিশেষ সংরক্ষণ হতে পারে, তাহলে সাধারণ ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেনীর জন্য সংরক্ষণ কেন হবে না? আমাদের দাবি তফশিলি সম্প্রদায়ের মতো ওবিসি বা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেনীর ক্ষেত্রেও উপশ্রেনী চালু করা হোক, তা না হলে আগামীদিনে কেন্দ্রের বিরোধিতা করতে পিছুপা হব না আমরা। বর্তমানে এনডিএ সরকারের সামাজিক ন্যায় মন্ত্রকের দ্বায়িত্বে রয়েছেন রামদাস আটওয়ালে। দীর্ঘদিন ধরেই এনডিএর জোট সঙ্গী আটওয়ালের দল আরপিআই। তিনি বলেন, ভারতে ১২০০ তফশিলি সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছে, যারমধ্যে মহারাষ্ট্রেই রয়েছে ৫৯ টি সম্প্রদায়। মহারাষ্ট্র সরকারের উচিত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশানুসারে একটি কমিটি গঠন করা। এবং তফশিলি সম্প্রদায়ের মধ্যে এ,বি, সি, ডি করে শ্রেনীবিভাগ করা। যাতে প্রতিটি শ্রেনীর উন্নয়ণ হয়। জোট নিয়ে ইতিমধ্যেই চাপে রয়েছে মোদী সরকার। একদিকে শুরু থেকেই বিজেপিকে চাপে রেখে এসেছে নীতীশ-নাইডুর দল। স্পেশাল স্ট্যাটাস থেকে আর্থিক অনুদান নানান ইস্যুতে ইতিমধ্যেই চাপে রয়েছে মোদী-শাহেরা। তারমধ্যে এবার যদি ঘরের ভেতর থেকে আওয়াজ উঠতে থাকে তাহলে কিন্তু বেজায় মুশকিলে পড়তে হবে এনডিএ জোটকে। এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

না জানিয়ে জল ছাড়ছে ডিভিসি, ৫ জেলায় প্লাবনের আশঙ্কা নবান্নের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ একটানা বৃষ্টিতে বিভিন্ন বাঁধের জল বৃদ্ধি পাওয়ায় ডিভিসি কতৃপক্ষ রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোন আলোচনা না করেই আরও এক লক্ষ কিউসেক জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে লাগাতার বৃষ্টি, ডিভিসির জল ছাড়া ও ভরা কোটালের জেরে দক্ষিণবঙ্গের ৫ জেলায় প্লাবনের আশঙ্কা করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। জেলায় জেলায় ভারী বৃষ্টি চলছে। এর মধ্যে শনিবার থেকে জল ছাড়ছে ডিভিসি। আরও ১ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়বে তারা। এমন পরিস্থিতিতে নবান্নের বার্তা, আতঙ্কিত হবেন না। সতর্ক থাকুন। মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় আজ নবান্নে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, এই জল ছাড়লে দক্ষিনবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়ে বিপদের আশংকা রয়েছে। একতরফা ভাবে সিদ্ধান্ত না নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করেই জল ছাড়ার জন্যে রাজ্য সরকারের তরফে দামোদর ভ্যালি রিভার রেগুলেটরি কমিটিকে আবেদন জানানো হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। দুর্যোগের সঙ্গে অমাবস্যার ভরা কোটালের কারনে আগামী সোম ও মঙ্গলবার নদী ও সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে প্রশাসনকে সেই এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। শুধু দক্ষিণবঙ্গ নয়, উত্তরের আলিপুরদুয়ারেও রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। আগামী চার পাঁচদিন কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার সহ একাধিক এলাকায় হড়পা বান, জলস্ফিতীর আশঙ্কা থাকছে। পুরো বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি গোটা পরিস্থিতির উপরে নজরদারির জন্যে মুখ্যসচিব ভগবতীপ্রসাদ গোপালিকা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগ ও জেলাপ্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। এইদিকে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করতে মুখ্যসচিব আজ নবান্ন থেকে বিভিন্ন জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। সেচ, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা সহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মীদের ছুটি বাতিল করে তিনি সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

নতুন সংসদ ভবনের ভিডিও শেয়ার করে তোপ ডেরেকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ হু হু করে ঢুকছে জল। গোড়ালি ডোবা জলে যাচ্ছে তাই অবস্থা। এ দৃশ্য দেখা গেল নতুন সংসদ ভবনে। বছর পার হতে না হতেই প্রবল বর্ষণে বেহাল দশা। ইনস্টাগ্রামে ভিডিও শেয়ার করে পুরনো সংসদ ভবন ফেরানোর দাবি রাজ্যসভায় তৃণমূলের দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েনের। এর আগে গত ১ আগস্ট আরও একটি ভিডিও শেয়ার করে কংগ্রেস। যে ভিডিওটিতে দেখা গিয়েছিল, সংসদের লবিতে ছাদ চুঁইয়ে পড়ছে জল। নিচে বালতি পাতা। সংসদের লবির বেশ কিছুটা জায়গা জল পড়ে ভিজে রয়েছে। এমনকী ছাদ থেকে জল পড়তেও দেখা গিয়েছে ওই ভিডিওতে। খোদ রাষ্ট্রপতি সংসদে যাওয়ার সময় এই লবি ব্যবহার করেন। সেদিনও কেন্দ্র সরকারকে জোরাল আক্রমণ করেছিলেন ডেরেক। তিনি বলেন, নতুন মোদি সরকারের সবেতেই লিক। পেপার লিক, ওয়াটার লিক, সিস্টেম লিক। এমনকী জনতার রায়ও লিক। নতুন এই সংসদ ভবন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বপ্নের প্রকল্প। হাজার বিরোধিতা সত্ত্বেও হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে দিল্লিতে সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্প তৈরি করেছে কেন্দ্রের মোদি সরকার। নতুন সংসদ ভবন সেই সেন্ট্রাল ভিস্তারই অংশ। সংসদের প্রতিটি কোণে ভারতীয় শিল্পকলার নিদর্শন তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একের পর এক ভিডিও সত্যি হলে নতুন সংসদ নির্মাণের গোড়াতেই রয়েছে গলদ। সামান্য বর্ষণ প্রতিরোধ ক্ষমতাও নেই। গণতন্ত্রের মন্দিরের এই অবস্থা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলছে বিরোধী শিবির। এর আগে প্রধানমন্ত্রীর সাধের আরেক জায়গা রামমন্দিরের ছাদ চুঁইয়ে জল পড়ার ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছিল। সেটাও কেন্দ্রের শাসকদলের জন্য অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অযোধ্যা মন্দিরে রাম লালা খুঁজে বেড়াচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী ঃ কুনাল

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩ আগস্ট ঃ শনিবার হাওড়া যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাস মিশ্র আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের সম্মাননা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুনাল ঘোষ। অনুষ্ঠানে কুনাল ঘোষের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অরূপ রায়, মনোজ তিওয়ারি ও ডক্টর শান্তনু সেন। মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কুনাল ঘোষ বলেন, অযোধ্যা মন্দিরের রাম লালা খুঁজে বেড়াচ্ছেন নরেন্দ্র মোদি, কারণ মন্দিরের ছাদ ফুটো হয়ে গেছে এবং রাম লালাকে সেই বৃষ্টির জলে ভিজতে হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, সাংসদরা বাটি হাতে করে নতুন সংসদ ভবনে বসতে বাধ্য হচ্ছেন, কারণ সংসদ ভবনের ছাদও ফুটো। এই অনুষ্ঠানে দুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে দাঁড়ানো এবং বয়জ্যেষ্ঠদের মাসিক ৫০০ টাকা করে সাহায্য প্রদান করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন প্রশংসিত হয়।

ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধ লাগল বলে!

মধ্যপ্রাচ্য, ৩ আগস্ট ঃ গাজায় হামাস বনাম ইজরায়েল যুদ্ধ কবে থামবে তার উত্তর এখনও অধরা। এর মাঝে আগুনে ঘি ঢেলেছে ইরানের বুকে হামাসের রাজনৈতিক প্রধান ইসমাইল হানিয়েহর মৃত্যু। যার বদলা নিতে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তেহরান! যেকোনও সময় ইহুদি দেশটির উপর আঘাত হানতে পারে ইরান। তাই তড়িঘড়ি মধ্যপ্রাচ্যে বিশাল সেনা মোতায়েন করছে আমেরিকা! অতিরিক্ত রণতরী ও যুদ্ধবিমান পাঠাচ্ছে ওয়াশিংটন।গত ৩০ জুলাই, মঙ্গলবার, ইরানের নতুন প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেস্কিয়ানের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন প্যালেস্টাইনের জঙ্গি সংগঠন হামাসের রাজনৈতিক প্রধান হানিয়েহ। এর কয়েক ঘণ্টা পরই খুন করা হয় তাঁকে। হানিয়েহর হত্যার বদলা নিতে ইজরায়েলের উপর আক্রমণের নির্দেশ দিয়েছেন ইরানের 'সর্বশক্তিমান' সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা আলি খামেনেই।

পিঙ্গালি ভেঙ্কাইয়ার জন্মবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধার্ঘ্য

নয়াদিল্লি, (পিআইবি)৩ অগাস্টঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্রদ্র মোদী পিঙ্গালি ভেঙ্কাইয়ার জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এবং দেশকে তিরঙ্গা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর প্রয়াসের কথা স্মরণ করেছেন। শ্রী মোদী ৯ - ১৫ অগাস্টের মধ্যে প্রতিটি বা।তিতে তিরঙ্গা উত্তোলন করে হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানকে সমর্থন জানানোর জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন করেছেন এবং তাঁদের সেলফি harghartiranga.com-তে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে বলেছেন।সামাজিক মাধ্যম এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, পিঙ্গালি ভেঙ্কাইয়াজিকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে স্মরণ করছি। আমাদের তিরঙ্গা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর প্রয়াস সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানকে সমর্থন জানান এবং ৯ - ১৫ অগাস্টের মধ্যে প্রত্যেক বাড়িতে তিরঙ্গা উত্তোলন করুন! আপনার সেলফি harg hartiranga.com - এ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ভুলবেন না।

পৃথিবী ও মাটির স্বাস্থ্যের জন্য ভারত জৈব চাষের উপর জোর দিচ্ছেঃ শিবরাজ সিং চৌহান

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট ঃ পৃথিবী ও মাটির স্বাস্থ্যের জন্য ভারত জৈব চাষের উপর জোর দিচ্ছে। বললেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। শনিবার ৩২-তম ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব এগ্রিকালচারাল ইকোনমিস্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতার সময় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে কৃষিক্ষেত্রে ভারতের বৃদ্ধির হার বিশ্বে শীর্ষে রয়েছে। উৎপাদন অবশ্যই বাড়াতে হবে, কিন্তু ভারত সবসময়ই নিরাপদ উপাদন নিয়ে উদ্বিগ্ন - মানবদেহের জন্য এবং পৃথিবী ও মাটির স্বাস্থ্যের জন্য ভারত জৈব চাষের উপর জোর দিচ্ছে।শিবরাজ সিং চৌহান আরও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এখন ভারতের কৃষি বৃদ্ধির হার বিশ্বে সর্বোচ্চ। উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি, ভারত মানবদেহ ও মাটির স্বাস্থ্যের জন্য উৎপাদন নিরাপদ হওয়ার বিষয়েও উদ্বিগ্ন, তাই ভারত এখন প্রাকৃতিক চাষের ওপর জোর দিচ্ছে।

কার্গিলে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বহুতল, আহত কমপক্ষে ১২ জন

কার্গিল, ৩ আগস্ট ঃ কার্গিলে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল একটি তিন-তলা বহুতল। শনিবার ভোরে কার্গিল জেলার কাবাডি নুল্লাহ এলাকায়. একটি বহুতল ভেঙে পড়ে। সেই ঘটনায় অন্তত ১২ জন আহত হয়েছেন। ১২ জনকে উদ্ধার করার পর কার্গিল জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।কার্গিলের এসএসপি শ্রী রাম বলেছেন, শনিবার ভোরে কার্গিল জেলার কাবাডি নুল্লাহ এলাকায় একটি তিনতলা বহুতল ভেঙে পড়ে। ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা হয় ১২ জনকে, তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কী কারণে ভবনটি ভেঙে পড়ল তা খতিয়ে হচ্ছে।

উত্তরাখণ্ডে বৃষ্টির সতর্কতা বাড়লো ৮ আগস্ট পর্যন্ত

দেহরাদূন, ৩ আগস্ট ঃ উত্তরখণ্ডে বৃষ্টির সতর্কতা বাড়লো আগামী ৮ আগস্ট পর্যন্ত। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, আগামী ৮ আগস্ট পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত চলবে উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন জেলায়। আর এই বৃষ্টির দুর্যোগের মধ্যেই কেদারনাথে চলছে উদ্ধারকাজ। আটকে পড়া পুণ্যার্থীদের নিরাপদে উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে।ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, উত্তরাখণ্ডের দেহরাদূন, চম্পাওয়াত, হরিদ্বার, নৈনিতাল, পাউরি গাড়ওয়াল, তেহরি গাড়ওয়াল এবং উধম সিং নগর জেলায় আগামী ৮ আগস্ট পর্যন্ত অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজ্যপাল সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন রাষ্ট্রপতি

নতুন দিল্লি,(পিআইবি) ৩ আগস্টঃ রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু নতুন দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে আজ রাজ্যপাল সম্মেলনের উদ্বোধন করেছেন। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের বিন্যাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয় সহ সাধারণ মানুষের জন্য কল্যাণকর কর্মসূচির প্রসারেও এই সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উদ্বোধনী ভাষণে রাষ্ট্রপতি বলেন, এই সম্মেলনের আলোচ্যসূচির নির্বাচিত বিষয়গুলি জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। উপরাষ্ট্রপতি শ্রী জগদীপ ধনখড়, রাজ্যপালদের শপথের উল্লেখ করেন। সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পগুলি সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করতে রাজ্যপালদের সাংবিধানিক দায়িত্বের দিকও তুলে ধরেন তিনি। তার পাশাপাশি গত এক দশকে দেশে যে অসাধারণ উন্নয়ন ঘটেছে সে সম্পর্কেও জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করার উপরেও তিনি গুরুত্ব দেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্র-রাজ্যের মধ্যে কার্যকরী সেতুবন্ধ গড়ায় রাজ্যপালদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের কথা বলেন। সেইসঙ্গে জনসাধারণ এবং সামাজিক সংগঠনগুলিকেও অনগ্রসরশ্রেণী মানুষের কল্যাণে যুক্ত হতে বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজ্যপালের পদ একটা গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদ, যা রাজ্যের মানুষের বিশেষত আদিবাসী এলাকায় কল্যাণকর্মে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ দু'দিনের এই আলোচনাচক্রের গুরুত্বপূর্ণ দিককে তুলে ধরে রাজ্যপালদের উজ্জীবিত গ্রাম এবং উচ্চাকাঙ্খী জেলাগুলি নিয়মিত সফর করার আহ্বান জানান। সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থাবোধ গড়ে তোলার পাশাপাশি উন্নয়নমূলক কাজকর্মে শক্তিযোগানোর স্বার্থে তা জরুরি।রাষ্ট্রপতি সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করে বলেন, ফৌজদারি ন্যায় বিচার সংক্রান্ত তিনটি নতুন আইনের রূপায়ণ দেশের বিচার ব্যবস্থায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম - আইনের এই নতুন নামকরণের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় আমাদের চিন্তাধারায় পরিবর্তন এসেছে। রাষ্ট্রপতি বলেন, সুষ্ঠু গণতন্ত্রের স্বার্থে রাজ্যগুলির সঙ্গে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির ভালো সমন্বয় রক্ষা করা দরকার। তিনি বলেন, রাজ্যপালদেরও ভেবে দেখা উচিত, রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে এই সমন্বয়কে কিভাবে তারা আরও বেশি প্রসারিত করতে পারেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, ব্যক্তির বিকাশ এবং সামাজিক পরিবর্তনের পাশাপাশি উদ্ভাবন এবং আর্থিক প্রগতির লক্ষ্যে গুণগত উচ্চ শিক্ষাকে এক অভিন্ন সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে রাজ্যপালদের উচিত তাঁদের নিজের ক্ষমতাবলে এই সংস্কার প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা।রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারত সরকার দরিদ্রদের উন্নয়নের পাশাপাশি সীমান্ত এলাকা, অনগ্রসর সম্প্রদায় ও এলাকা এবং দেশের উন্নয়নের যাত্রাপথে যেসব মানুষ পিছিয়ে রয়েছেন তাদেরকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। তিনি বলেন, আদিবাসী এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসী জনসংখ্যার বিপুল অংশের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্যকে কিভাবে আরও বেশি করে অর্জন করা যায়, তা নিয়ে রাজ্যপালদের নতুন পন্থা পদ্ধতির নির্দেশ দেওয়া উচিত। রাষ্ট্রপতি বলেন, যুব উন্নয়ন এবং যুবদের দ্বারা উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হতে পারে যদি তাদের শক্তিকে সদর্থক এবং গঠনমূলক কাজের দিকে উৎসাহিত করা যায়। ' মাই ভারত' প্রচারাভিযানকে এই লক্ষ্যে একটি সুচিন্তিত ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেন তিনি। আরও বেশি করে যুব সম্প্রদায় যাতে এতে উপকৃত হন, সেজন্য রাজ্যপালদের উচিত তাদেরকে এ'ব্যাপারে উৎসাহিত করা।' এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' প্রচারাভিযানের উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, এর ফলে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মানুষরা একে অন্যকে আরও বেশি করে বুঝতে পারছেন। তিনি জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় আরও উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলেন। ' এক পেড় মা কে নাম' এই প্রচারাভিযানে সাধারণ মানুষকে আরও বেশি করে যুক্ত করতে রাজ্যপালদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে তিনি জানান। রাষ্ট্রপতি বলেন, প্রাকৃতিক উপায়ে চাষবাসে উৎসাহ দিয়ে আমরা মাটির উর্বরাশক্তি এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করতে পারি। জনকল্যাণে এবং মানুষের পরিষেবায় রাজ্যপালরা কাজ করলে তাঁদের শপথের সাথে ন্যায় বিচার করা হয় বলে রাষ্ট্রপতি জানান।এই সম্মেলনে রাজ্যপালরা আলাদা আলাদা ভাগে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে তাঁদের বক্তব্য জানাবেন। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা ছাড়াও মন্ত্রকের আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। রাজ্যপালদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রস্তাবসমূহ ৩ অগাস্ট, সমাপ্তি অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়া হবে।

কোটা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে শেখ হাসিনাকে এক হাত নিলেন তসলিমা

কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ বাংলাদেশের কোটা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এক হাত নিলেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন।তসলিমা লিখেছেন, যে লোক ফ্রাংকেস্টাইন নামের দৈত্য তৈরি করেছিল, সে লোককেই দৈত্যটি খায় সবার আগে। হাসিনা যখন ধর্মনিরপেক্ষতাকে জবাই করে কয়েক হাজার ' মাদ্রাসা' তৈরি করে ' মাতা' খেতাব অর্জন করে খুশিতে নাচছিলেন, তখনই বলেছিলাম তাঁর কওমি সন্তানেরাই তাঁর মুণ্ডু চিবিয়ে খাবে একদিন।আসছে কওমি সন্তানেরা বায়তুল মোকাররম থেকে তাদের মাতাকে খেতে। বিশাল মিছিল নিয়ে। ' কাম এই ভবিষ্যতের কথা আমি একটা সাধারণ মানুষ জানতাম, কিন্তু বিরাট রাজনীতিক ' মাতা' জানতেন না!এই পোস্ট আসার ১৬ ঘন্টা বাদে, শনিবার বেলা ১২টায় লাইক, মন্তব্য ও শেয়ারের সংখ্যাহয়েছে ৮৯৯, ১৩ ও ৪১। দীপঙ্কর বিশ্বাস লিখেছেন, ...আসলে বাংলাদেশের সংস্কৃতির অধঃপতন হয়েছে ! মন, মানসিকতা, বিবেক, চৈতন্য কিছুই নেই! খানিকটা আফগানিস্তানের তালিবান অথবা আইসিস অথবা পাকিস্তানি জেহাদিদের মত হয়ে উঠেছে। নিজস্বতা একেবারেই বিলুপ্ত হয়েছে। সেই সততা, নম্রতা ভদ্র আচরণ আর নেই! উগ্রবাদী মানুষের আধিক্য বেশি! মৌলবাদ ও মাদ্রাসার প্রাচীন ধর্মিয় শিক্ষা এর মূল কারণ! আমি প্রতিদিন আশাহত হই বাংলাদেশের মানুষ দেখে! আমি প্রতিদিন নিরাশ হই!নিগৃ। এম মারাক লিখেছেন, তো কওমি মাতা আর কই শিক্ষা নিলো! ' মাতা' পদবীতে খুবই খুশিতে আত্মহারা। আদৌ বুঝবে কি?মহম্মদ জাহাঙ্গীর আলম লিখেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হুজুরদের খুশি করতে ৫৬০ টা মডেল মসজিদ নির্মাণ ও মাদ্রাসা ছাত্রদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চান্স দেওয়া এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া এবং ভন্ড পীর মাওলানাদের কাছে ডেকে অনেক সময় তাঁদের সুযোগ বৃদ্ধি ও তাঁদের কথা শোনা ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। তাঁরাই আজ তাঁর বাবা, আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য জ্বালাচ্ছে, পোড়াচ্ছে এবং শেখ হাসিনাকে গদি থেকে নামাতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করছে।দীপাংশু শেখর দাস লিখেছেন, বাংলাদেশ আফগানিস্তান হতে খুব বেশি বাকি নেই বোধহয়? মানবতা পদে পদে ভূলুণ্ঠিত হবে।সুকান্ত চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, যেমন কর্ম তেমন ফল।সুজন কুমার লিখেছেন, ছোট বেলায় সিনেমায় দেখতাম, সাপু।য়িকে তার পালিত সাপই ছোবল দিতো। হাসু ফুফু, হয়তো ভুলে গেছে যে সাপ কখনো, দুধ, কলা খায় না।কাওমীদের যা দিয়েছেন, তা তারা মগজে ধারণ করলেও অন্তরে ধারন করে না। আওয়ামী লীগ তাদের যা কিছুই দিক কেন, সব তাদের কাছে বিষ।

ভারত বিশ্বব্যাপী খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার জন্য সমাধান খুঁজছেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্টঃএকটি সময়ে ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা ছিল বৈশ্বিক উদ্বেগ, কিন্তু এখন ভারত বিশ্বব্যাপী খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার সমাধান খুঁজছে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার ৩২-তম ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ এগ্রিকালচারাল ইকোনমিস্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, আমি আশা করছি, এই সম্মেলনের মাধ্যমে, আমরা একটি সুস্থায়ী কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থার সঙ্গে বিশ্বকে সংযুক্ত করার উপায় খুঁজে পাব, একে অপরের কাছ থেকে শিখব এবং একে অপরকে শেখাতে পারব। পৃথিবীতে কোনও কৃষকের মূর্তি আছে কিনা জানি না। আমরা বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু মূর্তি স্ট্যাচু অফ লিবার্টির কথা শুনেছি, কিন্তু ভারতে আমাদের কাছে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের একটি মূর্তি রয়েছে, যিনি কৃষকদের শক্তিকে জাগিয়েছিলেন, কৃষকদের মূলধারার স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, ভারতে আমরা কৃষিতে ব্যাপকভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করছি। পিএম কিষাণ-এর মাধ্যমে, আমরা মাত্র এক ক্লিকে ১০ কোটি কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থ স্থানান্তর করতে পারি এবং ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে অর্থ স্থানান্তরিত হয়। মোদী বলেছেন, আমরা ডিজিটাল ফসল সার্ভের জন্য ডিজিটাল পাবলিক অবকাঠামো তৈরি করছি। আমাদের কৃষকরা রিয়েল-টাইম তথ্য পাবেন, তাদের ডেটা-চালিত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করে। আমাদের উদ্যোগ কোটি কোটি কৃষককে উপকৃত করবে, তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি করবে।

বিজেপি ও কংগ্রেসকে তোপ মায়াবতীর, দোষারোপ করা নিয়েও নিয়েও বিঁধলেন

লখনউ, ৩ আগস্ট ঃ বিজেপি ও কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী। একইসঙ্গে একে-অপরকে দোষারোপ করা নিয়েও বিঁধলেন মায়াবতী। শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে মায়াবতী লিখেছেন, বিপর্যয়ের কারণে সমাগত দেশে জীবন ও সম্পদের ক্ষতির মধ্যে যেভাবে বিজেপি এবং কংগ্রেস সংসদের ভিতরে ও বাইরে রাজনীতি করছে এবং জনসাধারণ ও জাতীয় স্বার্থকে ঝুঁকির মধ্যে রেখে প্রত্যেককে ভুল দেখানোর সুযোগ খুঁজছে, তা অনুপযুক্ত, দুঃখজনক এবং উদ্বেগজনক। এখন যা প্রয়োজন তা হল, গম্ভীর হয়ে পরিকল্পিতভাবে কাজ করা।বিজেপি ও কংগ্রেসের সমালোচনা করে মায়াবতীর পরামর্শ, 'ব্লেম গেম'-এর পরিবর্তে, দেশের চিন্তা হল জলবায়ুপরিবেশকে উপেক্ষা করে জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদির নামে যে ভারসাম্যহীন উন্নয়ন ঘটছে, তার জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কংগ্রেস এবং বিজেপি সরকারই দায়ী, কিন্তু এখন পরিকল্পিতভাবে কাজ করতে হবে।

ভারতের নারী শিক্ষার পথপ্রদর্শক-সাবিত্রীবাই ফুলে ছিলেন -একজন আইকনিক সংস্কারক

মধুসূদন দে (প্রধান শিক্ষক) (মদনমোহনপুর প্রাথমিক),বাঁকুড়াঃ বিদ্যালয় ভারতের প্রথম মহিলা শিক্ষিকা, সমাজ সংস্কারক ও কবি হলেন সাবিত্রীবাই ফুলে।১৮৩১ সালের ৩ রা জানুয়ারী ব্রিটিশ ভারতে জন্ম। সেই সময়ে মেয়েদের পড়াশোনার অধিকার ছিল না। সে মারাঠি। ৯ বছর বয়সেই বিবাহ হয় ১২ বছরের জ্যোতিরাও এর সাথে। সে বুঝেছিল-মেয়েদের জন্য শিক্ষা জরুরী।আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের অনেক আগে। বয়স ১৭ কি ১৮। পুণের কাছে বিদেওয়াড়া তে ভারতীয় মহিলাদের নিয়ে গড়ে তুললেন প্রথম মহিলা বিদ্যালয়। সময়টা ১৮৪৮ সাল। সাবিত্রীবাই সেই বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষিকা। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রায় শতবর্ষ আগে। এই বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা ছিল দলিত ও মুসলিম ঘরের মেয়েরা। পরাধীন ভারতে তখন দলিত ছেলেদেরই পড়াশোনার সুযোগ ছিল না।বিদ্যালয়ে দলিত ও মুসলিম মেয়েদের পড়াশোনা। সমাজ মেনে নিল না। বাবা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে. দিলেন। সাবিত্রীবাই ফুলে ও স্বামী জ্যোতিরাও ফুলে অন্যত্র ঘর নিয়ে শিক্ষাদানের প্রস্তুতি নিতে থাকলেন। ১৮৫১ সালে শুরু হল মেয়েদের স্কুল। সাবিত্রীবাই ফুলে প্রধান শিক্ষিকা। মালির জাত। মালি হয়ে. হেড দিদিমণি।১৮ বছরের হেড দিদিমণি বাড়ি থেকে স্কুলে যাবার সময় ব্যাগে বাড়তি একটা শাড়ি নিতেন। রাস্তায় লোকেরা এত কাদা আর গোবর ছুঁড়তো যে স্কুলে এসে শাড়ি পাল্টাতে হত। কেউ এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন, তোমাদের কাছে যা গোবর, আমার কাছে তা ফুল। দু বছর বাদে পুণের কাগজ লিখছে-সরকারি স্কুলের চাইতে-মেয়েরা ভালো শিখছে। উসাহিত হয়ে এই দম্পতি ১৮ টি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।সাবিত্রী বাই ফুলে লক্ষ্য করেছিলেন -এটা সতী সাবিত্রীর ভারতবর্ষ। সর্বত্র চলছে মনুবাদের শাসন। তিনি গর্জে উঠলেন। ১৮৫২ তে গঠন করলেন-মহিলা সেবা দল। তিনি স্লোগান তুললেন-হাম ভারত কী নারী হ্যায়,ফুল নাহি চিঙ্গারী হ্যায়।। ১৮৭৩ সালের মনুবাদী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে গঠন করলেন-সত্য শোধক সমাজবিধবাদের প্রতি অনাচারের বিরুদ্ধেও তিনি কাজ করেছিলেন। তখন প্রথা ছিল বিধবাদের মাথা কামাতে হবে। সাবিত্রীবাই তা মেনে নিতে পারেন নি। বিধবাদের তিনি নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিতে লাগলেন। বিধবারা সন্তানের জন্মদিলে জন্মের পর সমাজের ভয়ে গলা কেটে শিশুকে মেরে ফেলতেন। তিনি তখন সারা শহরে পোস্টার সেঁটে প্রচার করেন-শিশু হত্যা না করে আমাদের আশ্রমে আসুন। আশ্রমের নাম দিলেন-বাল হত্যা প্রতিবন্ধক গৃহ।নারী সমাজ কে জাগ্রত করতে প্রায় শুনাতেন-একটি রূপক কাহিনী-সিংহের ভেড়ামি। একদা এক সিংহী গর্ভবতী ছিল। কয়েকদিন খাবার না খেতে পেয়ে সিংহী খুব দুর্বল ছিল। একদিন ভেড়ার পাল দেখে ক্ষুধার্ত সিংহী ভেড়ার পালের ওপর দিল এক লাফ। কিন্তু বিফল হল। ফসকালো শিকার। সিংহী না খেতে পেয়ে মারাই গেল। ভেড়াগুলো তা দেখে তো অবাক। কাছে এল একটু একটু করে। দেখল সিংহীর পেটে কিছু একটা নড়ছে। ভাবল তাদের শাবক আছে সিংহীর পেটে। এই ভেবে সিংহীর পেট ফাঁসিয়ে বাচ্চাটাকে বের করে। দেখল সেটা সিংহ শাবক। কি আর করে, পালতে লাগলো নিজের বাচ্চাদের সাথে। বড় হয়ে সিংহ শাবক ভেড়ার মতো ম্যা ম্যা করে।বেশ কিছুদিন পর বনের এক সিংহ শাবক আগের সিংহের ভেড়ামি দেখে তো অবাক। তাকে বোঝালো-সে সিংহ, ভেড়া নয়। ভেড়ামি তার শোভা পায় না। একদিন তাকে পুকুরের জলে ছায়া দেখিয়ে বোঝালো তারা দুজনেই সিংহ। শিখালো সিংহের গর্জন। অবশেষে সে বুঝল-ভেড়ার মতো ম্যা ম্যা করলে কিছু পাওয়া যায় না। ভেড়ামি ছেড়ে সে হল সত্যিকারের সিংহ। সে সিংহের মত গর্জন করতে লাগল। আর নিজের অধিকারের জন্য লড়াই শুরু করে দিল। দলিত, নিপীড়িত ও শোষিতদের কাছে মাঝেমধ্যেই এই কাহিনী সাবিত্রীবাই ফুলে শুনাতেন। নারী শক্তির জাগরণের জন্য।১৮৯৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠা করলেন বেলুড় মঠ। প্লেগ রোগ তখন সারা ভারতে মহামারীর আকার ধারণ করেছে। মহারাষ্ট্রে সাবিত্রীবাই ফুলে লক্ষ্য করলেন সকলে যথাযথ চিকিসা পাচ্ছে না। পালিত পুত্র যশবন্ত রাও কে উসাহ দিলেন প্লেগের ক্লিনিক খুলতে। সাবিত্রীবাই শহরের বাইরের রোগী নিজেই নিয়ে আসতেন। একদিন প্লেগ রোগে আক্রান্ত এক বালককে ক্লিনিকে পিঠে করে নিয়ে এলেন। অবশেষে তিনি নিজেই প্লেগ রোগে আক্রান্ত হলেন। মারা গেলেন সাবিত্রীবাই ফুলে১৮৯৭ সালের ১০ই মার্চ।সাবিত্রী বাই ফুলের ঘোষণা -শিক্ষা নিপীড়িত শ্রেণীর হাতিয়ার। তাই তিনি নারীর অধিকার ও শিক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। সমাজের বৈষম্য দূরীকরণে এবং নারীর উন্নয়নে তাঁর অবদান কখনো ভোলার নয়।

ওয়ানাডের দুর্যোগ-প্রবণ এলাকায় উদ্ধার অভিযান চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছেঃপিনারাই বিজয়ন

তিরুবনন্তপুরম, ৩ আগস্টঃওয়ানাডের দুর্যোগ-প্রবণ এলাকায় উদ্ধার অভিযান চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। শনিবার এমনটাই জানিয়েছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। তিনি বলেছেন, প্রাথমিক পর্যায়ে সবাইকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসার বিষয়ে জোর দেওয়া হচ্ছে। উদ্ধারকারীরা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন, আমরা এখনও পর্যন্ত ১৪৮টি মৃতদেহ হস্তান্তর করেছি। মোট ১০,০৪২ জন মানুষ ৯৩টি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। দুর্যোগ এলাকায় এবং চালিয়ার নদীর তীরে অনুসন্ধান অভিযান অব্যাহত রয়েছে। মোট ১,৪১৯ জন কর্মী নিযুক্ত রয়েছেন।মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন আরও বলেছেন, ৬৭টি অজ্ঞাত দেহ পাওয়া গিয়েছে। দাহ করার দাযিত্ব পঞ্চায়েতের। আন্ত ঃ ধর্মীয় প্রার্থনার মাধ্যমে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে। পিনারাই বিজয়ন বলেছেন, পুনর্বাসন কার্যকরভাবে সম্পন্ন করতে হবে, একটি সম্পূর্ণ জনপদ তৈরির লক্ষ্য নিয়ে। পুনর্বাসন প্রকল্প দ্রুত সম্পন্ন হবে। ভেল্লারমালা স্কুলের জন্য, আমরা নিশ্চিত করব যে শিশুদের শিক্ষা ব্যাহত না হয় এবং বিকল্প সুবিধার ব্যবস্থা করব।

কংগ্রেসের ডিএনএ-তেই দুর্নীতি রয়েছেঃপ্রহ্লাদ জোশী

বেঙ্গালুরু, ৩ আগস্ট ঃকংগ্রেস তথা কর্ণাটকের সিদ্দারামাইয়া সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র অক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা প্রহ্লাদ জোশী। কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে তিনি বলেছেন, কংগ্রেসের ডিএনএ-তেই দুর্নীতি রয়েছে। এমইউডিএ ও বাল্মীকি কর্পোরেশন দুর্নীতি ইস্যুতে কর্ণাটক বিজেপির পদযাত্রায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী বলেছেন, কংগ্রেস দলের ডিএনএতে কেলেঙ্কারি ও দুর্নীতি রযেছে। ১৯৫২ সাল থেকে যখনই কেন্দ্রে কংগ্রেসের সরকার ছিল, সেখানে বিশাল কেলেঙ্কারি হয়েছে - নেহেরুজি থেকে মনমোহন সিং... সিদ্দারামাহয়া তা চালিয়ে গিয়েছেন।এমইউডিএ ও বাল্মীকি কর্পোরেশন দুর্নীতি প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শোভা করন্দদলাজে বলেছেন, এই দু'টি ক্ষেত্রেই সিদ্দারামাইয়া অভিযুক্ত। কংগ্রেস গরিবদের টাকা হায়দরাবাদে স্থানান্তর করেছে। কারা এটা করেছে? কংগ্রেস হাইকমান্ড সিদ্দারামাইয়াকে নির্বাচনের জন্য তেলেঙ্গানায় টাকা পাঠাতে বলেছে... ন্যায়বিচারের জয়ের জন্য, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত, আমরা সরকারকে পতন করতে যাচ্ছি না, তবে আমরা ন্যায়বিচার এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করব।

ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের বাইরে অবস্থান বিক্ষোভ বরখাস্ত বিজেপি বিধায়কদের

রাঁচি, ৩ আগস্ট ঃ শুক্রবার ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের বাইরে অবস্থান বিক্ষোভ করলেন বরখাস্ত হওয়া ১৮ জন বিজেপি বিধায়ক। গত বৃহস্পতিবার বিধানসভার স্পিকার ২ আগস্ট দুপুর ২টো পর্যন্ত এই বিজেপি বিধায়কদের বরখাস্ত করেছিলেন। শুক্রবার তাঁরা বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের বাইরে বসে বিক্ষোভ দেখিয়ে বলেন, মুখ্যমন্ত্রীকে জবাব দিতে হবে।জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন তাঁদের প্রশ্নের জবাব না দেওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় বিজেপি বিধায়করা। তার জন্য ৩১ জুলাই মার্শাল ডেকে তাঁদের বের করে দেওয়া হয়। তাঁদের কয়েকজন বিধানসভার লবিতেই রাত কাটান। ১ আগস্ট বিধানসভার কার্যক্রম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদী বিজেপি বিধায়করা মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে আবার ওয়েলে ঢুকে পড়ে

সামাজিক মাধ্যমে সরব পশ্চিমবঙ্গের সংরক্ষণ-বিরোধী গোষ্ঠী

কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ বাংলাদেশের কোটা আন্দোলনের পর পশ্চিমবঙ্গেও সামাজিক মাধ্যমে সংরক্ষণ নিয়ে সরব হয়েছে সংরক্ষণ-বিরোধী গোষ্ঠী। শনিবার তাদের পোস্ট আসার দু ঘন্টার মধ্যে, বেলা ১১টায় লাইক, মন্তব্য ও শেয়ারের সংখ্যা ১২৯, ১৬ ও ১৫।' ফ্রি ইন্ডিয়া' গ্রুপে শৈবাল মণ্ডল ব। হরফে লিখেছেন, সকলেই সব দলের কাছে জানতে চান যে, তারা মেধা চান নাকি কোটা চান? সব দলের ফানুস চুপসে যাবে! এই বিষয়ে কোন দলের কোন প্রেস মিট নেই। কারণ তারা শাসনের নামে শোষণ করে।চিত্রা মুখার্জি লিখেছেন, তারা ঘুরিয়ে উত্তর দেবে। সোজা সাপটা কথা বলবেই না। মণীষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, পরের লোকসভা নির্বাচনে বলুন যে দল রিজার্ভেশন শুধু গরিবের জন্য দেবে তাকেই ভোট দেব।অভিষেক মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, দলের কাছে জানবার কি আছে? সব দল নোংরা ভোটের রাজনীতি করছে। আমাদের দবি আদায় আর জন্য পথে নামতে হবে। স্বাধীনতার আন্দোলন যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা ব্রিটিশ দালালদের জিজ্ঞাসা করে করেন নি।সব্যসাচী গাঙ্গুলি লিখেছেন, দলগুলি খুব ভালোই জানে যে উত্তরটা ঠিক কি হওয়া উচি অথচ বাস্তবে কি হচ্ছে! তারা কোটাধারীদের কাছে একটাই বার্তা দিয়ে রেখেছে যে হাজার বছর ধরে অবিচার হয়েছে, তাই আজ নাকি তার প্রতিকার চলছে! এই অসম ব্যবস্থা নিয়ে কেউ কিছু বললে সুবিধাপ্রাপ্তদের কেউ কেউ আবার বিদ্রুপ করছে, ব্যঙ্গ করছে, কারন তারা নিজেরাও জানে যে এটা কতবড় অন্যায় চলছে! একটা এত ব। গনতান্ত্রিক দেশে এভাবে সমাজকে বিভাজন করাটা কতটা যুক্তিসংগত?সৌম্যকিরণ চৌধুরী লিখেছেন, তাঁরা মেধা বা কোটা কোনওটা চান না। কেবল চেয়ারে থাকতে চান। তার জন্য যেটা দরকার। মানসী সেন লিখেছেন, সংরক্ষণ সম্পূর্ণ ভাবে উঠে যাক।শুভেন্দু সাঁই লিখেছেন, কোনও দলকে ভোট না দিয়ে. জেনারেলদের একটা দল হওয়া দরকার। আমাদের তো বিধানসভা, লোকসভা, রাজ্যসভায় কোনও প্রতিনিধি নেই। নেতাদের ছেলে মেয়েরা নেতা হবে। লোকদেখানো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হবে কোটায়। যে দলই হোক তোষনের রাজনীতি করছে আর আমরা ওদের হয়ে ফোকটে সংসার চালাই। ধিক। প্রণব আইচ লিখেছেন, ভোট হাতানোতে ডান, বাম, গেরুয়া সব এক ও অদ্বিতীয়। পারলে সংরক্ষণ দ্বিগুণ করে দেয়।এর আগে অপর পোস্টে চিন্ময় সাহা কালো চাদরে বড় হরফে লিখেছেন, সংরক্ষণ চালু হয়েছিল দলিত দের জন্য। কোথায় উন্নতি করবে সে কি না এখন ওরা হয়ে গেছে মহা দলিত। শীর্ষেন্দু রায় বড় হরফে লিখেছেন, সরকারি কাজ ও শিক্ষায় ১০ বছরে সাধারণদের সুযোগ কমেছে ৬০। শনিবার বেলা ১১টা পর্যন্ত এই পোস্টে লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ১৩৫, ১৭ ও ৬।রবীন্দ্রনাথ প্রামাণিক ব। হরফে লিখেছেন, ভাগ্যিস ভারতীয় ক্রিকেট টিম ও ইসরো-তে কোটা নেই। ও সব জায়গায় সব যোগ্যতার! তাই বুঝি দুটোই পৃথিবীর শিখরে, শিরোনামে থাকে। শনিবার বেলা ১১টা পর্যন্ত এই পোস্টে লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ৯২৭, ১১৯ ও ৯৩।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১৮ শ্রাবন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার, ইংরেজীঃ৩ আগষ্ট ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১৯ শ্রাবন, চান্দ্রঃ ২৯ শ্রীধর মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৯ শ্রাবন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১২ শ্রাবন ১৯৪৬, মৈতৈঃ২৯ ইঙেন, আসামঃ ১৮ শাওন, মুসলিমঃ২৭-মুহররম-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ১১ঃ৪৭ এবং অস্তঃবিকাল ০৬ঃ ১২ঃ৫৬।চন্দ্র উদয়ঃশেষ রাত্রি ০৪ঃ ৪৩ঃ৩৬(৩) এবং অস্তঃবিকাল ০৬ঃ ২৬ঃ৫০(৪)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃ চতুর্দশী (রিক্তা) বিকাল ঘ ০৩ঃ১৪ঃ ২২ দং ২৫৬১৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃপুনর্বসু দুপুর ঘ ০১ঃ৩০ঃ১২ দং ১৮১৫৫০ পর্যন্ত পরে পুষ্যাকরণঃশকুনি বিকাল ঘ ০৩ঃ১৪ঃ২২ দং ২৫৬১৫ পর্যন্ত পরে চতুস্পাদযোগঃবজ্র দুপুর ঘ ০০ঃ ২৬ঃ৫৯ দং ১৮৭৪৭.৫ পর্যন্ত পরে সিদ্ধিঅমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩২ঃ১৫ থেকে - ০১ঃ০০ঃ৩৪ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ২৪ঃ৪৭ থেকে - ১০ঃ৩৬ঃ ৩৪ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৪ঃ২৪ থেকে - ০১ঃ৩২ঃ১৫ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ১৬ঃ১১ থেকে - ০৩ঃ৪৪ঃ০১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ০৩ঃ৫৭ থেকে - ০৬ঃ৫৬ঃ০১ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০৬ঃ১৩ঃ০১ থেকে - ০৬ঃ৫৬ঃ৫৭ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০১ঃ২০ঃ০৫ থেকে - ০২ঃ৫৭ঃ৪৪ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০৫ঃ১১ঃ৫২ থেকে - ০৬ঃ৪৯ঃ৩১ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ৩৫ঃ২৩ থেকে - ০৬ঃ১৩ঃ০১ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৬ঃ১৩ঃ০১ থেকে - ০৭ঃ৩৫ঃ২৩ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ ৪৯ঃ৩১ থেকে - ০৫ঃ১১ঃ৫২ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৩১৭১৫৫৪ (৯) ১ পদচন্দ্রঃ ৩১০৫৮৫২ (৮) ৩ পদমঙ্গলঃ ১১২৪৮১৫ (৪) ১ পদবুধঃ ৪২৩৬৪৭ (১০) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১২১৩০৪৪ (৪) ৪ পদশুক্রঃ ৪৪৮২২ (১০) ২ পদশনিঃ ১০২১১৭১৭ (২৫) ১ পদরাহুঃ ১১১৭৩২০ (২৭) ১ পদকেতুঃ ৫১৭৩২০ (১৩) ৩ পদবুধ বক্রিশনি বক্রি।লগ্নঃকর্কট রাশি সকাল ০৬ঃ ০৭ঃ১৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সকাল ০৮ঃ১৮ঃ৩৫ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ১০ঃ২৮ঃ৪৬ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ১২ঃ৪২ঃ৫৬ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি দুপুর ০২ঃ৫৮ঃ৪০ পর্যন্ত। ধনু রাশি বিকাল ০৫ঃ০৩ঃ৫৯ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৬ঃ৫০ঃ৫২ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ২৪ঃ ১৭ পর্যন্ত। মীন রাশি রাত্র ০৯ঃ ৫৫ঃ২০ পর্যন্ত। মেষ রাশি রাত্র ১১ঃ৩৫ঃ৫৩ পর্যন্ত। বৃষ রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ৩৪ঃ১৭ পর্যন্ত। মিথুন রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ৪৭ঃ৩৫ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে।। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৬ শতকরা এবং ৭৯ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৭ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ৯টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ৩টা ৫০ মিনিট এবং রাত ২ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় হবে ৫টা ০৯ মিনিট এবং অস্ত যাবে ৬ টা ১৯মিনিট।

রাশিফল

মেষ রাশিঃ ব্যবসা বাড়ানোর জন্য অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন। পরিবারে ছোটখাটো কারণে মাথা গরম করবেন না। আর্থিক উন্নতি।

বৃষ রাশিঃবসায়ীরা আর্থিক লেনদেন নিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন।

মিথুন রাশিঃকর্মপ্রার্থীরা সপ্তাহের প্রথমে ভালো খবর পাবেন। শ্বশুরকুল থেকে হঠাৎ কোনও সম্পত্তি হাতে আসতে পারে।

কর্কট রাশি ঃব্যয় কম হওয়ার ফলে সঞ্চয়ে মন দিন। পারিবারিক বিবাদের জন্য ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করবেন না।

সিংহ রাশিচাকরিজীবীদের জন্য দিনটি শুভ। এই সময় ব্যবসায় বড় ধরনের বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়।

কন্যা রাশিঃঅর্থ উপার্জনের জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করবেন না।

তুলারাশিঃ বড় লগ্নি করবেন না। ব্যবসায় সফলতা না পেলেও ভেঙে পড়বেন না।

বৃশ্চিক রাশিঃ শুরুতে অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিযোগ। কর্মক্ষেত্রে বন্ধুর সহযোগিতায় উন্নতির যোগ।

ধনু রাশি ঃ আর্থিক দিক থেকে এই সপ্তাহটি বিনিয়োগ ও সম্পদ বৃদ্ধির জন্য শুভ। পড়াশোনায় উন্নতি।

মকর রাশিঃ সম্পত্তি কেনাবেচার জন্য সপ্তাহটি শুভ। কাজের সুযোগ

কুম্ভ রাশি ঃউত্থানপতনের মধ্য দিয়ে চলবে। ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক সংস্থা থেকে ঋণ নিতে পারেন। বিবাহেরর যোগ হবে।

মীন রাশিঃ কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। সংসারে শান্তি ফিরতে আজকে।

কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের রোডে বন্ধ হাইড্রেনের কাজ তদারকি করছেন প্রধান

ব্যারাকপুর, ৩ আগস্টঃ ব্যারাকপুর ২ ব্লকের তেঘরিয়া মৌজার কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের রোড রাস্তা সম্প্রসারণে হাইড্রেন বন্ধ ছিল। গত শুক্রবার ভারী বৃষ্টিতে এলাকায় জলমগ্ন হতেই। কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের রোডে হাইড্রেনের নিকাশি সংস্কার কাজ জোরকদমে শুরু শনিবার সকাল থেকেই। তেঘরিয়া শশীভূষণ হাই স্কুলে সংলগ্ন কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের রোডে দুটি জেসিপি দিয়ে নিকাশির কাজ তদারকি করেন প্রধান দীপা পাইক সহ পঞ্চায়েত সদস্যরা। প্রধান দীপা পাইক জানান ব্যারাকপুর ২ ব্লকের কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের রোডে রাস্তা সম্প্রসারণে হাইড্রেন দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। শুক্রবার অতি ভারী বৃষ্টিতে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের রোডে সংলগ্ন তেঘরিয়া মৌজার সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় জলমগ্ন হতেই গ্রামবাসীদের বিপত্তি হয়। খবর পেয়েই জেসিপি দিয়ে ড্রেনে ময়লা আবর্জনা তুলে ফেলার কাজ সহ নিকাশি সংস্কার চলছে জোরকদমে।গ্রামবাসীরা ও পাশে দাঁড়িয়েছেন। প্রধানের সাথে রয়েছেন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা ও এলাকাবাসীরা।

আগামী এক সপ্তাহ দুই বঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনায় সিলমোহর

কলকাতা, ৩ আগস্টঃ আগামী সাত দিন উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে। চাপের প্রভাব সরে যাওয়ায় রবিবার ও সোমবার দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। তবে মঙ্গলবার পশ্চিমের জেলাগুলিতে ফের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে আগামী বুধবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি থেকে অতি ভারী বৃষ্টি চলবে। রবিবার থেকে মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বিরাজ করবে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে একটি গভীর নিম্নচাপ অবস্থান করছে, যা উত্তর ঝাড়খণ্ডে শক্তিশালী হয়ে অবস্থান করছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় এটি পুরোপুরি ঝাড়খণ্ড হয়ে বিহারে সরে যাবে। নিম্নচাপটি ক্রমশ পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে, যার অভিমুখ মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ। মৌসুমী অক্ষরেখা আজমের, গোয়ালিয়র, সিধির পর নিম্নচাপ এলাকার উপর দিয়ে বাংলার বাঁকুড়া ও ক্যানিং হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব হয়ে উত্তর পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব-পশ্চিম অক্ষরেখা উত্তর রাজস্থান থেকে দক্ষিণ আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত, যা ঝাড়খণ্ড এবং নিম্নচাপ এলাকার পর উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে গেছে। দক্ষিণবঙ্গে শনিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং নদিয়া জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হবে কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, বীরভূম এবং পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে।

ট্রাফিক গার্ডের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদঘাটনে প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩ আগস্টঃ হাওড়া সিটি পুলিশের শিবপুর সাব ট্রাফিক গার্ডের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদঘাটন করলেন হাওড়ার নগরপাল প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী। শনিবার সকালে ওই অনুষ্ঠানে জয়েন্ট সিপি, ডিসি হেড কোয়ার্টার, ডিসি সেন্ট্রাল, ডিসি ট্রাফিক সহ পুলিশের পদস্থ কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এদিন এর পাশাপাশি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নগরপাল প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী বলেন, শিবপুর সাব ট্রাফিক গার্ডের নবনির্মিত ভবন তৈরি হওয়ায় ট্রাফিক কর্মীদের কাজের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হবে। এটা একটা টিম ওয়ার্ক। টিম ওয়ার্ক না থাকলে এই কাজ করা সম্ভব ছিলনা।

নবান্নের আশেপাশে ব্যাঙের ছাতার মতন গজিয়ে উঠেছে হোটেল

কলকাতা, ৩ আগস্টঃ রাজ্যের প্রশাসনিক ভবন নবান্নের আশেপাশে ব্যাঙের ছাতার মতন গজিয়ে উঠেছে হোটেল । আর সেই হোটেল গুলোতেই অবাধে চলছে মধুচক্রের ব্যবসা। যেখানে স্কুল কলেজ থেকে ছেলে-মেয়েরা দিনে দুপুর রাত্রে অবাধে, প্রবেশ করে শুধু তাই নয় অবৈধ পরিচয়পত্র বিনা পরিচয় পত্র ছাড়াই তারা ঘন্টা বিশেষে হোটেলে রুম ভাড়া করে। এবং সেখানেই চলে অবৈধ কাজকর্ম। শুধু এখানেই থেমে থাকেননি, এদের নেই ফায়ার লাইসেন্স নেই হোটেল লাইসেন্স নেই। একেবারে নবান্নের পেছনে যেখানে হাই-আলা ড জারি করা রয়েছে ঠিক সেইখানে দাঁড়িয়ে ঘন্টা বিশেষ হোটেল ভাড়া দেওয়া থেকে শুরু করে মধুচক্রের ডেরা সবমিলিয়ে এলাকার মানুষ তারা খোবে ফেটে পড়েছেন ,তারা জানান এই অবৈধ কাজের ফলে এলাকার দূষিত হচ্ছে ছেলেমেয়ে বউকে নিয়ে বেরোতে তারা সাহস পাচ্ছেন না কিন্তু প্রশাসনের নাকের ডগায় রাজ্যের প্রশাসনিক ভবনের আড়ালেএই অবৈধ কাজ কি করে প্রশাসন চোখের নজর এড়িয়ে এই হোটেলের ব্যবসা চলছে সেটা নিয়েও প্রশ্ন চিহ্ন। তবে স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন এই হোটেলের মালিক অবিশ্বনার সিং এবং আব্দুর রাজ্জাক।

আব্দুল এলাকারই এক দুষ্কৃতী এই ব্যবসা ইতিমধ্যে আব্দুর রাজ্জাক কে আটক করেছে হাওড়া ডিডি। পাশাপাশি হোটেল থেকে আটক করা হয়েছে ৬ জন মহিলা এবং ৬ জন পুরুষকে। এখন দেখার বিষয় এই রাজ্যের প্রশাসনিক ভবন নবান্ন ,যেখানে হাই এলাট এলাকা সেখানে কিভাবে এই হোটেল ব্যবসা চলছে এবং কবেই হোটেল ব্যবসা থেকে মুক্তি পাবে এলাকার মানুষ সেটাই এখন দেখা।

গাইঘাটা খালের জলে তলিয়ে নিখোঁজ এক বৃদ্ধ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩ আগস্টঃ হাওড়া জেলার বাগনান এলাকার গাইঘাটা খালের জলে তলিয়ে নিখোঁজ এক বৃদ্ধ। নিখোঁজ বৃদ্ধের নাম পুষ্পপন্ন সাঁতরা। বয়স ৭৬ বৎসর। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়া বাগনান থানা এলাকার কড়িয়া চকে। জানা গিয়েছে শুক্রবার বিকেল তিনটে নাগাদ গাইঘাটা খালের ওপারে প্রতিদিনকার মত গরু আনতে গিয়েছিলেন পুষ্পপন্ন বাবু। এরপর থেকেই তারা কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি রাতেই বাগনান থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয় পরিবারের পক্ষ থেকে। ঘটনাস্থলে উদ্ধারকারী দল এবং বাগনান থানার পুলিশ। বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের পক্ষ হতেও তল্লাশি চালানো হয় তবে এখনও পর্যন্ত কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা সেঞ্চুরি পার দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকায়

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৩ আগস্টঃ এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সেঞ্চুরি পার করেছে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা। চিন্তা বাড়িয়েছে ক্যানিং মহকুমা ও ভাঙড়। কারণ জেলার মোট আক্রান্তের মধ্যে একটা বড় অংশই এই এলাকার। বারুইপুরেও গতবারের তুলনায় এবারে আক্রান্তের সংখ্যাতেও খুব একটা হেরফের হয়নি সেখানে। এদিকে চলতি মরশুমে ডেঙ্গির প্রাদুর্ভাব যাতে বৃদ্ধি না পায়, তার জন্য জেলায় প্রায় ৫০ লক্ষ গাপ্পি মাছ ছাড়া হবে বলে ঠিক হয়েছে। এই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে বলে খবর। স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে খবর, বারুইপুর ব্লকে এখনও ১৩জন আক্রান্ত হয়েছেন। সোনারপুর ও কুলতলি ব্লকে পাঁচ, জয়নগর ১ নম্বর ব্লকে ছয়জন, জয়নগর ২ ব্লকে একজন আক্রান্ত। এদিকে ভাঙড়ে ডেঙ্গি পরিস্থিতি কিছুটা হলেও উদ্বেগের বলে মনে করছেন স্বাস্থ্যকর্তারা। ভাঙড় ১ ব্লকে ১৬ এবং ২ ব্লকে আট জন আক্রান্ত হয়েছেন। অন্যদিকে, গত বছরে ক্যানিং মহকুমায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১৭। এই বছরে তা দ্বিগুণের বেশি হয়ে ৪৬ হয়েছে। কানিং ১ ব্লকে ইতিমধ্যেই আক্রান্ত ২১ জন। ক্যানিং ২ ও বাসন্তী ব্লকে ১১ জন করে এবং গোসাবা ব্লকে তিনজন আক্রান্ত হয়েছেন। বারুইপুর মহকুমায় গত বছরে ডেঙ্গি আক্রান্ত ছিল ৭০ জন। এবার তা ৭১। পুরসভাগুলির চিত্র কেমন? স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে খবর, বারুইপুর পুরসভায় গত বছরে আক্রান্ত ছিল এক জন। এবারে পুরসভার ৫ ও ১০ নম্বর ওয়ার্ডে দুজন আক্রান্ত হয়েছেন। রাজপুর-সোনারপুর পুরসভায় গত বছরে ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছিলেন ১২ জন। এবার তা বেড়ে হয়েছে ১৪। পুরসভার ৫, ৭, ১০, ১৫, ২৫, ২৭, ২৮, ৩১,৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছেন আক্রান্তরা। এই পুরসভায় তাই তিন লক্ষ ৭৫ হাজার গাপ্পি মাছ ছাড়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও জয়নগর-মজিলপুর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডে আক্রান্ত হয়েছেন ১ জন।

বার্জ ও নৌকার মুখোমুখি সংঘর্ষে নৌকো উল্টে নিখোঁজ এক মৎস্যজীবী

ডায়মন্ডহারবার, ৩ আগস্টঃ সংসারের হাল ধরতে নিজের জীবন বাজি রেখে হুগলি নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিল প্রভাকর ধারা। হুগলি নদীতে মাছ ধরার সময় ঘটল অঘটন । বার্জ ও নৌকার মুখোমুখি সংঘর্ষে নৌকো উল্টে হুগলি নদীতে পড়ে নিখোঁজ হল ওই মৎস্যজীবী। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার বিকেলে নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার পারুলিয়া উপকূল থানার অন্তর্গত রায়চক এলাকা বাসিন্দা প্রভাকর ও তার তিন সঙ্গী। মাছ ধরার সময় হঠাৎ মাছ নদীতে একটি পণ্যবাহী বার্জ এসে নৌকো টিকে ধাক্কা মারে । তখনই নৌকা থেকে ছিটকে নদীতে পড়ে যায় প্রভাকর ও তার সঙ্গীরা এই ঘটনা দেখে তড়িঘড়ি উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসে আশপাশে থাকা মাছ ধরার কিছু ছোট নৌকো। তড়িঘড়ি তিনজনকে উদ্ধার করা গেলেও প্রভাকরকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। নদীর স্রোতের কারণে মুহূর্তের মধ্যে তলিয়ে যায় প্রভাকর। ইতিমধ্যেই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায় ।

নিখোঁজ মৎস্যজীবীর খোঁজে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও পারুলিয়া থানার পুলিশের পক্ষ থেকে তল্লাশি অভিযানের পাশাপাশি হুগলি নদীতে নামানো হয়েছে ডুবুরিও । এ বিষয়ে প্রভাকরের স্ত্রী দিশা ধারা জানান, হুগলি নদীতে ছোট নৌকো নিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিল স্বামী । মাছ ধরার সময় একটি বার্জ নৌকাতে ধাক্কা মারে । এরপর নদীতে তলিয়ে যায় আমার স্বামী। পুলিশের পক্ষ থেকে নদীতে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। আমার স্বামী জীবিত রয়েছে কিনা তা জানিনা।

রামরাজাতলা-বেনারস রোডের জমা জল বের করতে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পাম্পের সহায়তা নেবে হাওড়া পুরসভা

সুমন আদক, হাওড়া, ৩ আগস্টঃ শহরের বর্ষার জমা জল সরাতে এবার উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পাম্পের ব্যবহার করতে চলেছে হাওড়া পুরসভা। রাজ্য সরকারের সহায়তায় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি পাম্পের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই পাম্প জমা জল দ্রুত নামাতে সহায়ক হবে। শনিবার দুপুরে এই নিয়ে হাওড়া পুরসভার প্রধান কার্য্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্য প্রশাসক ডা.সুজয় চক্রবর্তী জানান, গত তিনদিনের প্রবল বৃষ্টির কারণে হাওড়া পুর এলাকার বিক্ষিপ্ত কিছু জায়গায় জল জমেছে। কিন্তু কয়েক ঘন্টার মধ্যে সেই জল নামানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কিছু জায়গা রয়েছে যেখানে ২৪ ঘন্টা পরও জল দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই জায়গাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। কিছু জায়গায় বিশেষ করে রামরাজাতলা এলাকায় জল সরানোর জন্য যে পাম্প ব্যবহার করা হচ্ছিল তাতে সম্পূর্ণ জল সরছিল না। একই সাথে বেনারস রোডের ভাগাড়ের সামনে চেষ্টা সত্ত্বেও বেশ কিছুটা জায়গায় জল জমে রয়েছে। এই জল সরানোর ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে। সেই আবেদনের ভিত্তিতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দুটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পাম্পের ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে। এরমধ্যে ৩২ হর্স পাওয়ারের পাম্প ব্যবহার করা হচ্ছে রামরাজাতলা এলাকার জল সরানোর জন্য। দ্বিতীয় পাম্পটি ৫৫ হর্সপাওয়ারের। এটি বেলগাছিয়ার বেনারস রোড এলাকার জল বার করার জন্য ব্যবহার করা হবে। এই পাম্পটি খুব শীঘ্রই পাওয়া যাবে। এই পাম্প ব্যবহার করলে ওই এলাকা থেকে জল দ্রুত নামানো সম্ভব হবে। জল নেমে গেলে দ্রুত রাস্তা সারাইয়ের কাজ সম্ভব হবে। বহু জায়গায় জল দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেগুলো চিহ্নিত করার কাজ চলছে। আগে হাওড়ার টিকিয়াপাড়া, পঞ্চাননতলা মেন রোড, কাশীপুর অঞ্চলের জল ৩-৪ দিনের আগে নামত না। বর্তমানে অতি দ্রুত সেই জল নামানো সম্ভব হচ্ছে। এখন কোথায় কোথায় জল জমছে সেইসব জায়গা খোঁজার কাজ চলছে। রামরাজাতলা এলাকার জল নামানোর জন্য সেখানে একটা রিজার্ভারের মতো তৈরি করে সেখান থেকে জল পাম্পিং হাউসের মাধ্যমে পাইপে করে ড্রেনেজ ক্যানেলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হবে। উত্তর হাওড়ার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বিবির বাগান, সীতানাথ ঘোষ লেন প্রভৃতি কিছু জায়গায় জল জমে থাকে। সেখান থেকে জল নামানোর জন্য কাজ চলছে। আশা করা যাচ্ছে পুজোর আগেই রাস্তার কাজ শেষ হয়ে যাবে।

কাজ শেষ হয়ে গেলে ওই অঞ্চলের বাসিন্দাদের সমস্যা আগামী বছরে অনেকটাই কমানো যাবে। মৈনাক পোড়েল লেনে জল সরানোর জন্য কাজ করা হয়েছিল। কিন্তু তিন নম্বর কালভার্ট এলাকায় রেলের পক্ষ থেকে আমাদের না জানিয়ে হাওড়া পুরসভার একটি পাইপের উপর রেললাইন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে জল বেরোনোর রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে রেলের সঙ্গে কথা হয়েছে। পাইপটা সরানো হচ্ছে। যেসব পকেটে জল জমছে তার জন্য একটা প্ল্যানিং করা হচ্ছে। আশা করা যায় পরবর্তীকালে মানুষ জল সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন।

নববারাকপুরে কৃতী সংবর্ধনা

নববারাকপুর, ৩ আগস্টঃ নববারাকপুর পুরসভার ৫নং ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে শনিবার সন্ধ্যায় স্থানীয় রামকৃষ্ণ পাঠাগার বিবেকানন্দ মঞ্চে ওয়ার্ডের মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল কৃতী পড়ুয়া ও তাদের মায়েদের উৎসাহ প্রদানে সংবর্ধিত করা হয় এদিন। শুরুতে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর মূর্তিতে মাল্যদান করেন পুরপ্রধান প্রবীর সাহা । উপস্থিত ছিলেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, সমাজসেবী মৃদুলা সাহা, তনয় দাস, স্থানীয় পুর প্রতিনিধি নির্মিকা বাগচী সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গন । ওয়ার্ডের কৃতী পড়ুয়া ও তাদের মায়েদের উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো এদিন। ওয়ার্ডের শিল্পী কলাকুশলিদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শিল্পীরা সংগীত নৃত্য আবৃত্তি পরিবেশন করেন। পুর প্রতিনিধি নির্মিকা বাগচী জানান পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহার নেতৃত্বে প্রতিটি ওয়ার্ডে কৃতী ছাত্রছাত্রী ও তাদের মায়েদের সম্মানিত করা শুরু হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে পুরসভার ৫নং ওয়ার্ডে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পঞ্চাশ জন কৃতী পড়ুয়া ও তাদের মায়েদের সংবর্ধিত করা হয় মঞ্চে। আগামী প্রজন্মের কৃতী ছেলে মেয়েরা উচ্চ শিক্ষায় আরো বেশি করে এগিয়ে যেতে তাদের উৎসাহিত করা হল। ছেলে মেয়েদের এগিয়ে চলার পথে মায়েরাই প্রথম শিক্ষা গুরু মা। তাই মায়েদের ও সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন ওয়ার্ডের তৃণমূল যুব নেতা নীলাদ্রি শেখর মজুমদার ।

আরামবাগে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল মাটির দোতলা বাড়ি

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ হুগলি, ৩ আগস্ট ঃ চোখের পলকে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল মাটির দোতলা বাড়ি। ছোটাছুটি শুরু হতে না হতেই সব শেষ। সব মিশে গেল মাটিতে। তবে একটাই রক্ষা, হতাহতের কোনও খবর মেলেনি। বাড়ি টলমল হতেই বাড়ির ভিতরে থাকা লোকজন ছুটে বাইরে বেরিয়ে আসেন। তাতেই বেঁচে যায় প্রাণ। পাশেই আবার ছিল ইলেকট্রিকের পোল। ওই পোল থেকেই বাড়িতে এসেছিল ইলেকট্রিকের কানেকশন। সেই তারও ছিঁড়ে যায়। কিন্তু, বিদ্যুৎ না থাকায় বড়সড় কোনও বিপদ ঘটেনি। কিন্তু, বাড়ির ভেতর থাকা আসবাবপত্র থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সবই চাপা পড়ে গিয়েছে ভেঙে পড়া দেওয়ালের তলায়। এ ছবিই দেখা যায় খানাকুলের রায়বাড় এলাকায়। ওই এলাকাতেই ছিল কোহিনূর বেগমদের দোতলা মাটির বাড়ি। তাই মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান, যেভাবে প্রবল বৃষ্টি চলছে গত দু'দিন ধরেই। তাতেই পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। নড়ে গিয়েছে বাড়ির ভীত। তার ফলেই ভেঙে পড়েছে আস্ত বাড়ি। এদিকে রাতারাতি ছাদ হারা হয়ে উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছেন পরিবারের সদস্যরা। সরকারের কাছে করছেন সাহায্যের আবেদন। কোহিনূর বেগম বলছেন, ''বৃষ্টির কারণেই বাড়িটা ভেঙে গিয়েছে। এখন আমরা কোথায় যাব সেটাই ভাবছি। বাচ্চা বাচ্চা ছেলে আছে আমাদের। কিন্তু, মুহূর্তেই সব শেষ হয়ে গিয়েছে। বাড়িটা এখন সরকার করে দিলে খুব উপকৃত হব।

কলকাতা বিমানবন্দরের 'পার্কিং বে' জলমগ্ন

কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ বৃষ্টিতে শনিবার জলমগ্ন হয়ে যায় কলকাতা বিমানবন্দরের পার্কিং বে। জল জমে যায় বিমানবন্দরের অ্যাপ্রন এলাকাতেও। বিমানবন্দর থেকে যে ছবি এবং ভিডিও সামনে এসেছে, তাতে জল থৈ থৈ অবস্থা পার্কিং বে-র। সেই জলের উপরই দাঁড়িয়ে রয়েছে পর পর বিমান। তবে রানওয়েতে জল জমেনি বলে জানা গিয়েছে। ফলে বিমান ওঠানামায় কোনও সমস্যা হচ্ছে না বলে জানা গিয়েছে। কলকাতা বিমানবন্দরের যেখানে বিমান দাঁড় করানো থাকে, সেই জায়গাটি জলে ভরে গিয়েছে। পার্কিং এলাকার যতদূর চোখ যায়, জলই চোখে পড়ে। বিমান ওঠানামায় যদিও সমস্যা হচ্ছে না, কিন্তু বিমানবন্দরের কর্মীরা সমস্যায় পড়ছেন। জল ঠেলে ঠেলেই এগোতে হচ্ছে । যাবতীয় কাজ করতে হচ্ছে জল ভেঙেই। একটানা বৃষ্টিতেই এমন অবস্থা বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

টর্নেডো ঝড়ে লন্ডভন্ড তারকেশ্বর ও ধনিয়াখালি গ্রাম

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩ আগস্ট ঃ একে বৃষ্টি। নাজেহাল বঙ্গবাসী। তার উপর আবার টর্নেডো। এক মিনিটের ঝড়ে কার্যত লন্ডভন্ড তারকেশ্বর ও ধনিয়াখালির বেশ কয়েকটি গ্রাম। জানা যাচ্ছে, ঝড়ের দাপটে ভেঙে গিয়েছে বেশ কয়েকটি বাড়ি ও বড়-বড় গাছ। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ। রয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলার দল ও দমকল বাহিনী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধেয় ৬ টা নাগাদ একটি ঘূর্ণি ঝড় হয় তারকেশ্বরের দামোদর সংলগ্ন জিয়ারা গ্রামে। জিয়ারা থেকে ঝড় শুরু হয়ে সেটির শক্তি ক্ষয় হতে হতে ধনিয়াখালির নিশ্চিন্তপুর হয়ে বর্ধমানের দিক সরে যায়। ঘূর্ণি ঝড়ের প্রভাবে জিয়ারা গ্রাম বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও নিশ্চিন্তপুর ,হবিবপুর-মোহনপুর হয়ে সোনাগরিয়ার দিকে দুর্বল হতে হতে সরে যায়। স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, ''ঘুরপাক খেতে খেতে একটা বড় ঝড় এল। তারপর ভেঙে দিল গাছপালা। মাঠের মধ্যে একটা তেঁতুল গাছ ছিল। সেটা পুরো শিকড় সমেত উপড়ে গিয়েছে। এক মিনিটের ঝড়ে ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গিয়েছে প্রচুর। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান রাজকুমার সাঁতরা বলেন, ''আমি তখন পঞ্চায়েতে ছিলাম। হঠাৎ করে এল ঘূর্ণিঝড়। তার জেরে কমপক্ষে ২০টি বাড়ির চাল উড়ে গিয়েছে। গাছ পড়ে গিয়েছে। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আমি বিদ্যুতের অফিসে খবর দিয়েছি।

ফের খুলে দেওয়া হল অ্যাক্রোপলিস মল

কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ বেশ ক'দিন বন্ধ থাকার পর শনিবার অবশেষে পুনরায় খুলে গেল কসবার অ্যাক্রোপলিস মল। অগ্নিকাণ্ডের জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল মলটি। ৪৯ দিন পর খুললো শহরবাসীর অত্যন্ত প্রিয় মল। শপিং মলের তিনতলায় একটি ফুডকোর্ট ও চারতলায় একটি রেস্তোরাঁ রয়েছে। তার মাঝেই ছিল একটি বইয়ের দোকান। সেখানেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। তারপর থেকেই অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায় শপিং মলটি। পুনরায় মলটি খোলার ঘোষণা হতেই শনিবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন মলের দোকানিরা। কারণ মলটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছিলেন অনেকেই।

বিএসএফের হাতে ধৃত বাংলাদেশি নাগরিক

কদমতলা, ৩ আগস্ট ঃ বিএসএফের হাতে আটক এক বাংলাদেশী নাগরিক। বিএসএফের তরফ থেকে শুক্রবার উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ওই বাংলাদেশি নাগরিককে। জানা গিয়েছে, কদমতলা থানাধীন ইয়াকুবনগরস্থিত ক্যাম্পের বিএসএফ-এর জওয়ানরা যখন শুক্রবার রাতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় টহল দিচ্ছিলেন তখন জওয়ানদের হাতে আটক হয় ওই বাংলাদেশি নাগরিক। পরবর্তীতে তাকে ইয়াকুবনগরস্থিত বিওপিতে নিয়ে যাওয়া হয়। আজ শনিবার আইনি প্রক্রিয়া শেষে বিকেলে বিএসএফের তরফ থেকে ওই বাংলাদেশি নাগরিককে কদমতলা থানার পুলিশ হাতে তুলে দেওয়া হয়। ধৃত বাংলাদেশি নাগরিকের নাম বিশ্বকুমার দাস (৩১)। কদমতলা থানার পুলিশ ইতিমধ্যে ওই বাংলাদেশি নাগরিকের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তাকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃত বাংলাদেশি নাগরিককে আগামীকাল ধর্মনগর জেলা আদালতে প্রেরণ করবে পুলিশ।

গোঘাটের সাতবেড়িয়া এলাকায় টানা বৃষ্টিতে জল মগ্ন রাজ্য সড়ক, বন্ধ যানচলাচল

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ হুগলি, ৩ আগস্ট ঃ রাজ্য সড়ক না খরস্রোতা নদী দেখলে বোঝা দায়। একটানা বৃষ্টিতে এমনই অবস্থা গোঘাটের সাতবেড়িয়া এলাকায়। টানা বৃষ্টিতে জল মগ্ন রাজ্য সড়ক। যার জেরে বন্ধ করে দেওয়া হল যানচলাচল। পুলিশের পক্ষ থেকে ব্যারিকেডিং করে বন্ধ করে দেওয়া হয় রাজ্য সড়কের যান চলাচল। যার ফলে সমস্যায় তিন জেলার মানুষ। আরামবাগের উপর দিয়ে বয়ে গেছে দ্বারকেশ্বর, কংসাবতী। আর লাগাতার বৃষ্টিতে ফুঁসছে সেই সব নদীর জল স্তর। সেখানেই গোঘাটের কাছে কংসাবতীর শাখা নদী আমদরের জল উপচে গিয়েছে গোঘাটের সাতবেড়িয়া এলাকার রাজ্য সড়কের উপর। যার জেরে বন্ধ করে দেওয়া হয় যান চলাচল। চরম ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ। তার মধ্যেও বিপদসঙ্কুল পারাপার করছে সাধারণ মানুষ। হুগলির গোঘাট থেকে বদনগঞ্জগামী রুটের কামারপুকুর সাতবেড়িয়ে এলাকায় রাজ্য সড়কের এমনই অবস্থা। সাতবেড়িয়ে এলাকায় রাজ্য সড়কের উপর দিয়ে স্রোত বইছে জলের। স্থানীয়দের অভিযোগ, ঠিক মতো খাল সংস্কার না করা ও অন্যদিকে এই জায়গায় রাজ্য সড়ক অনেক নীচু হওয়ার জন্য এই সমস্যা প্রায় প্রতি বছরই ভুগতে হয় সাধারণ মানুষকে। এবারেও একই সমস্যা, একদিকে টানা দু'দিন বৃষ্টি ও অন্যদিকে বাঁকুড়ার দিক থেকে জল বিভিন্ন খাল হয়ে এই এলাকায় জমা হয়ে উপচে যায়। আর জেরেই জল বইতে শুরু করে রাজ্য সড়কের উপর দিয়ে। বৃহস্পতিবার রাত থেকেই জল উঠে যায় রাজ্য সড়কের উপর। শনিবার থেকে বন্ধ যান চলাচল। পুলিশের পক্ষ থেকে ব্যারিকেড দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয় যান চলাচল। সকাল থেকে ভীড় এলাকায়। চরম সমস্যায় সাধারণ মানুষ। এই রাজ্য সড়কের উপর দিয়ে খুব সহজেই আরামবাগের সঙ্গে পশ্চিম মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার একটা অংশ যোগাযোগ করা যায়। কিন্তু শনিবার জল উঠে যাওয়ার জেরে এই সমস্ত এলাকায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অনেকেই গন্তব্যে বেড়িয়েও পৌঁছাতেই পারলো না।আবার অনেকে ঘুর পথে পৌঁছাচ্ছে গন্তব্যে। তবে সকাল থেকেই পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা উপস্থিত রয়েছেন এলাকায়।

তারকেশ্বরে টানা দু'দিনের বৃষ্টিতে জলের তলায় সদ্য রোপন করা ধানের জমি

বনস্পতি দে, তারকেশ্বর হুগলি, ৩ আগস্টঃ চাষের জমি না পুকুর দেখে বোঝার উপায় নেই। টানা দু'দিনের বৃষ্টিতে জলের তলায় সদ্য রোপন করা ধানের জমি। তারকেশ্বর ব্লকে হাজার হাজার বিঘা ধান জমি এখন জলের তলায়। কয়েকদিন আগেও যেখানে অনাবৃষ্টির কারণে মাথায় হাত ছিল চাষীদের সেখানে অতিবৃষ্টিতে এবার বাড়ছে চিন্তা। এদিকে হাওয়া অফিস বলছে, ২ দিনের মুষলধারাতেই বড়সড় বৃষ্টির ঘাটতি কমে গিয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ১৬ শতাংশ পর্যন্ত ঘাটতি কমল দক্ষিণবঙ্গে। জুন-জুলাই মিলিয়ে বর্ষার ঘাটতি ছিল ৪০ শতাংশ। অগস্টের প্রথম দু'দিনের বৃষ্টিতে ঘাটতি কমে হল ২৪ শতাংশ। এদিকে সঠিক সময়ে বর্ষা না আসার কারণে এবছর জেলায় এমনিতেই দিন ১৫ পিছিয়েছিল আমন চাষ। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে চাষ শুরু করেছিলেন জেলার চাষীরা। অনেক জায়গায় সেচের মাধ্যমেই চলছিল কাজ। এবার টানা গত দু'দিনের অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে তারকেশ্বর-সহ বেশ কিছু ব্লকের হাজার হাজার বিঘা সদ্য রোপন করা ধান জমি জলের তলায় চলে যাওয়ায় ধান উৎপাদন কম হওয়ার আশঙ্কা করছেন চাষীরা। সদ্য রোপন করা ধান জমিতে জমা জল দু-তিন দিনের মধ্যে সরে না গেলে মাঠেই পচে যাবে রোপন করা বীজ। যার ফলে ওই জমিতে নতুন করে চাষ করার সম্ভবনা একেবারেই কম। কারণ নতুন করে বীজ বপন করে আবার চাষ শুরু করতে সময় লাগবে অনেকটাই।

ফলে নতুন করে চাষ করা একেবারেই অসম্ভব বলে মনে করছেন চাষীরা। ফলে স্বভাবিকভাবেই কমবে উৎপাদন। দাম বাড়বে চালের। শুধু তারকেশ্বর নয়, গোঘাটের বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষিজমি জলের তলায়। গোঘাটের শুনিয়া-ছুতুরিয়া প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা রাস্তার উপর দিয়ে স্রোত বইছে। গ্রামেও ঢুকে গিয়েছে জল। চাষীরা বলছেন পচতে শুরু করেছে সদ্য রোপন করা ধান বীজ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৪৫ সংখ্যা, রবিবার, ১৯ শ্রাবণ, ১৪৩১

জীববিজ্ঞানী গোপাল ভট্টাচার্য

১লা অগস্ট ছিল বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের জন্মদিন। তাঁর কথা জানতে হবে। জানাতে হবে। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রথার বাইরে গবেষণার আর এক নাম। ওঁর মতো বিজ্ঞানী বিরল। গোপালচন্দ্র ছিলেন স্বভাববিজ্ঞানী। আর্থিক কারণে ইন্টারমিডিয়েট অবধিই পড়াশোনা। ব্যাঙাচি থেকেই ব্যাঙ হয় কে না জানে! কিন্তু অনেকেরই অজানা, পেনিসিলিনের প্রভাবে এই রূপান্তর থেমে যায়। ব্যাঙাচি তখন বড় ব্যাঙাচি হয়, কিন্তু ব্যাঙ হয়ে ওঠে না; এই অদ্ভুত আবিষ্কারটি যাঁর কৃতিত্ব, তিনি প্রকৃতিবিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। সেই সময় বিখ্যাত বিজ্ঞানী জুলিয়ান হাক্সলে আসেন কলকাতা। তাঁকে দেখানো হল গবেষণার ফল। তিনি বললেন, ব্যাপারটা খুবই রহস্যজনক। একটা রিপোর্ট 'নেচার' পত্রিকায় দেওয়া উচিত। দুর্ভাগ্য, সেটা আর কখনওই করা হয়নি। গোপালচন্দ্র ছিলেন স্বভাববিজ্ঞানী। আর্থিক কারণে ইন্টারমিডিয়েট অবধিই পড়াশোনা। বাংলার গাছপালা, কীটপতঙ্গ, পশুপাখিদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে তিনি কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন, গবেষণা চালিয়ে ফলাফল লিখেছেন। ১৯২১ থেকে ১৯৭১; বসু বিজ্ঞান মন্দিরে তিনি গবেষণা চালিয়েছেন ব্যাঙ, পিঁপড়ে, মৌমাছি আর মাকড়সা নিয়ে। ১৯৩০ সালে বাংলার মাছখেকো মাকড়সা সম্বন্ধে তাঁর বিশদ পর্যবেক্ষণ বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ট্রানজ্যাকশনে বেরোয়। ১৯৩৪-৩৫ সালে পিঁপড়ে অনুকারী মাকড়সা, টিকটিকি-শিকারি মাকড়সা সম্পর্কে চারটি গবেষণাপত্র মুম্বইয়ের ন্যাচরাল হিস্ট্রি সোসাইটি, আমেরিকান সায়েন্টিফিক মান্থলি এবং কলকাতার সায়েন্স অ্যান্ড কালচার-এ প্রকাশিত হয়। স্বয়ং জগদীশচন্দ্রও আশা করেছিলেন, এই আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা নিবন্ধগুলি গোপালচন্দ্রকে বিদেশেও পরিচিতি দেবে। কিন্তু ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন পাল্টাচ্ছে। হিটলারের অভ্যুত্থান এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা সেই আশায় জল ঢেলে দেয়। সামান্য উপকরণ দিয়ে কত অসামান্য মণিমুক্তো যে খুঁজে বের করেছেন তিনি! যেমন, পিঁপড়ের ডিম থেকে রানি, পুরুষ না কর্মী; কোন ধরনের পিঁপড়ের জন্ম হবে, তা বুঝতে টবে রাখা আমগাছে বাসা বানিয়েছিলেন। যেখানে শুধুই থাকবে কর্মী পিঁপড়ে। টবের চার দিকে জল থাকায় সেখানে প্রবেশ নিষেধ অন্য পিঁপড়ের। ছ' সপ্তাহ পর দেখা গেল, ডিম পাড়া হয়েছে, লার্ভা রয়েছে এবং পিঁপড়ের সংখ্যাও বেড়েছে। স্ত্রী পিঁপড়ের অনুপস্থিতিতে কী করে সম্ভব হল এটা? ১৯৩৯ থেকে ১৯৪১ সাল অবধি খাবার, বাসা এবং পিঁপড়ের প্রকৃতি পাল্টে তিনি বুঝতে চাইলেন ডিম পাড়ার ধরন। তবে তাঁর সবচেয়ে আশ্চর্য আবিষ্কার বোধ হয় জৈব দ্যুতি। পরিত্যক্ত জায়গায় বৃষ্টির রাতে আগুন জ্বালায় কে? রহস্যভেদ করতে এক বৃষ্টিভেজা রাতে তিনি রওনা দিলেন 'পাঁচীর মার ভিটা'র দিকে। সে এক জঙ্গুলে, জনমানবহীন জায়গা। দেখলেন, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে জমাট-বাঁধা অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা অস্পষ্ট আলোর রেখা। কাছে যেতেই সেই আলো আরও স্পষ্ট, আরও উজ্জ্বল। হঠাৎই তা দপ করে নিভে গেল। ফের জ্বলে উঠল।

সুর সাধক তানসেন

মৃতসঞ্জীবনী সুরসুধা। ১৫৮৬ সালের প্রয়াত হন তানসেন।শেষ হল ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ইতিহাসের এক স্বর্ণালী অধ্যায়! আশি বছর বয়সে দেহ রাখলেন আকবরের 'নবরত্নসভা'র অন্যতম রত্ন মিঁয়া তানসেন। মৃত্যুর কারণ তাঁর সঙ্গীত ও স্বয়ং বাদশা আকবর। রাগ দীপক শোনার জন্য বায়না ধরে ছিলেন বাদশা। সে রাগের সঠিক প্রয়োগে শুধু প্রদীপের জ্বলে ওঠা নয়, খোদ গায়কেরও অগ্নিদগ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে পুরোমাত্রায়। তাই প্রথমে অরাজি হলেও, পরে জালালুদ্দিনের আবদার রাখতে গিয়ে দীপক রাগের প্রভাবে অগ্নিদগ্ধ হন তানসেন। মেয়ে সরস্বতী বাপের নির্দেশে মেঘ মল্লার গেয়ে বৃষ্টি নামিয়ে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু ততক্ষণে অনেকটাই দেরী হয়ে গেছিল! আজ সে সব কিংবদন্তি। একমাস ধরে শোকপালনের ফরমান জারি হল। কিন্তু তানসেনের শেষকৃত্য কিভাবে সম্পন্ন হবে, তা নিয়ে শুরু হল ব্যাপক বিক্ষোভ। হিন্দু সমাজ ঘোষণা করলেন, তানসেন হিঁদুর ঘরের ছেলে। নাম রামতনু মিশ্র, পিতা মুকুন্দ মিশ্র (মতান্তরে মকরন্দ পাণ্ডে) ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাক্ষণ ও সুগায়ক। মুসলিম রমনী হুসেইনি বেগমকে বিয়ে করে ধর্ম পরিবর্তন করলেও, তার শরীরে বইছে হিন্দুর রক্ত। তাই তাঁর শেষকৃত্য হিন্দুশাস্ত্রমতেই হওয়া উচিত। ইমাম-মৌলবীরা বললেন, ধর্ম বদল করে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন তানসেন। তাই ইসলাম মতেই পালন করা হোক সুরসম্রাটের শেষ যাত্রা। তানসেনের শেষকৃত্য নিয়ে বেকায়দায় পড়লেন আকবর। তানসেনের ছিল পাঁচ সন্তান - হামীরসেন, সুরটসেন, তানরস খান, সরস্বতী দেবী ও বিলাস খান। এরা প্রত্যেকেই উচ্চ মানের গায়ক ও বীনাবাদক। মেয়ে সরস্বতীর উপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতেন তানসেন। সরস্বতী বললেন, মৃত্যুর পর যে এহেন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তা তাঁর পিতা ঠিকই আঁচ করেছিলেন । তাই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা নিয়ে দিয়ে গেছেন বিস্ময়কর নির্দেশ। আর সেই নির্দেশ হল - গান। যে গায়ক তাঁর গানের প্রভাবে তানসেনের মৃত শরীরে সামান্য হলেও প্রাণের সঞ্চার করতে পারবেন, তাঁর ধর্মানুসারেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে আকবরের 'নবরত্নে'র অন্যতম এই 'রত্ন'টির। অবাক হলেন আকবর....এ তো অসম্ভব কাজ! গান গেয়ে মৃতের শরীরে প্রাণের সঞ্চার? কখনও সম্ভব নাকি? আশ্বস্ত করলেন তানসেন দুহিতা - হ্যাঁ সম্ভব! ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতে রয়েছে সে গুণ। দরকার আধ্যাত্মিক সাধনা, সুরজ্ঞান ও আন্তরিক পরিবেশনের। পরে তানসেনের মরদেহ সংরক্ষিত হয়।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

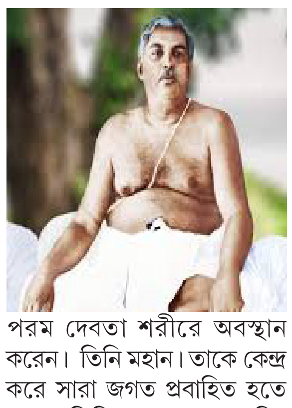

তিনি আছেন বলে সবাই সুস্থভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগ রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। ঠাকুর বলতেন, মা এর পুজো করতে হবে। জগতমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তবেই তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন। পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণের জোরে সবাই জগতে টিঁকে রয়েছে। না হলে এই পৃথিবীতে কেউই চিরকারে জন্য বসবাসহীন হতো। মা হচ্ছেন সেই মধ্যাকর্ষণ। তাঁকে ঘিরে সবাই চলাফেরা করে। কাজ করতে হবে।

পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জগত প্রবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত পতি।

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

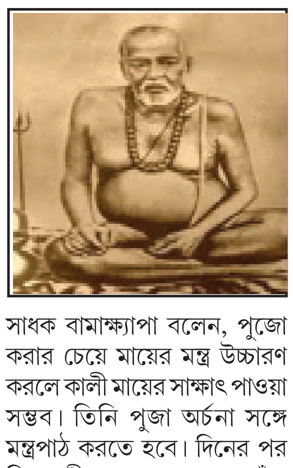

তন্ত্র সাধনা করতে শুরু করে দিলেন মায়ের সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য। তারাপীঠ তন্ত্র সাধকদের পীঠস্থানে পরিণত হলো । দুর্গা চণ্ডী পাঠ বা মা কালীর তন্ত্রপাঠ। বাংলায় বহু তান্ত্রিক ছিল। বাংলা তন্ত্র সাধনার জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু মা কালীকে ভক্তি রসে নিয়ে এলেন বামাক্ষ্যাপা। তারাপীঠের মা কালীই হচেছন বিশ্ব মাতা। তিনি শক্তিরূপিনী। ভক্তিধারিনী। তিনি ধ্যান। তিনি ধারক এবং বাহক। তিনি সাধনা। তিনি মন্ত্র। তাঁর মতো শক্তি আর কারোর নেই। মা শ্যামা হচ্ছেন শক্তি আধার। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে মা শ্যামা। তিনি হচ্ছেন রাতাপীঠের মায়ের শক্তিই হচ্ছে জগত শক্তি। জীবনে চলতে গেলে শক্তির প্রয়োজন।

সাধক বামাক্ষ্যাপা বলেন, পুজো করার চেয়ে মায়ের মন্ত্র উচ্চারণ করলে কালী মায়ের সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব। তিনি পুজা অর্চনা সঙ্গে মন্ত্রপাঠ করতে হবে। দিনের পর দিন কালী নাম মন্ত্র রচনা করে তাঁর নাম কীর্তন শুরু করতে হবে। তারাপীঠে শ্মশানে কালী মায়ের মন্দিরে জবা ফুল দিয়ে পুজো সারতে হবে। সাধক বামাক্ষ্যাপা

কাশী বা বারাণসীর গঙ্গার পাড়ে অতীতে যেসব সংস্কৃত চর্চার টোল গড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই তৈরি হয় ঐতিহ্যবাহী-ঘাট

রবীন্দ্রকুমার শীল

(তৃতীয় পর্ব)

কাশীর প্রতিটি ঘাটের সঙ্গে এক একটি পুরাণ গল্প এমনভাবে জড়িয়ে রয়েছে যা ভারতীয় ধর্মীয় দর্শনকে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। ভারতীয় ধর্মের মূল দর্শন কাশীর প্রতিটি ঘাটের সঙ্গে জড়িত। বাংলার সঙ্গে কাশীর যোগসূত্র তৈরি হয়ে গিয়েছিল সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই। কাশীর বা বারাণসীর সঙ্গে বাংলার যোগ একেবারে অঙ্গাঙ্গিক। বাংলার ধর্মপ্রাণ মানুষ থেকে শুরু করে বিপ্লবীরা কাশীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে ফেলেছিল। কাশীর সঙ্গে বিপ্লবীদের সম্পর্ক নিয়ে একটি বিশেষ প্রবন্ধ রচনা করার ইচ্ছা থাকলো ভবিষ্যতে। তখন কাশীতে বাংলার বিপ্লবীরা উপস্থিত হয়ে গুপ্ত সমিতি তৈরি করেছিল। সেখানে ব্রিটিশ পুলিশ হানা গিয়ে বিপ্লবীদের গ্রেফতার করে শুরু করে ছিল যা বেনারস মামলা নামে খ্যাত। যাক সেই সব কথা। এই নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। এখন কাশী বা বেনারসের ঘাটগুলির সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। বিশেষ করে দশাশ্বমেধ ঘাট এর নাম অতি অবশ্যই করতে হবে। **দশাশ্বমেধ ঘাট ঃ** শীতলা ঘাট পেরিয়ে বারাণসীর শ্রেষ্ঠ ঘাট হচ্ছে দশাশ্বমেধ ঘাট। পুরাণে লেখা রয়েছে যে যখন রাজা দিবোদাস কাশীতে রাজত্ব করতেন তখন ব্রহ্মা ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারন করে কাশীতে এসে যজ্ঞ করার অভিপ্রায় জানালেন রাজাকে। রাজা তাঁকে সব রকমের সহযোগিতা করার আশ্বাস দিলেন। তখন এখানে রুদ্র সরোবর নামে একটি সরোবর ছিল। শিবের আদেশে ব্রহ্মা এই সরোবরের তীরে দশটি অশ্বামেধ যজ্ঞ করেছিলেন। এমন যজ্ঞ ইতিপূর্বে এখানে আর কেউ করেন নি। প্রসন্ন হল দেবতারা। যজ্ঞ সমাপ্ত হল। ব্রহ্মা দশাশ্বমেধ নামে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করলেন। তারপর থেকেই এই ঘাটের নামকরণ হল দশাশ্বমেধ ঘাট। সবাই মনে করেন এই ঘাটে ভক্তি দিয়ে দানধ্যান, পূজাফাট, শ্রাদ্ধ, সৎকর্ম করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করা যায়। এখানে স্নান করলে জীবনের সব পাপ থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। সারা দিন ধরে এই ঘাটে ভিড় থাকে। ভারতের প্রত্যেক রাজ্যের বাসিন্দাদের কাছে এই ঘাটের গুণকীর্তন শুনতে পাওয়া যায়। ভক্তরা আজও বিশ্বাস করে যে পরম ব্রহ্মা এবং শিবের আর্শীবাদ লাভ করা যায় যদি এই ঘাটে এসে ধ্যান তপস্যা করা যায়। স্নান করলে সব পাপ থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব বলে বিশ্বাস করে সবাই। ঘাটের ওপরে রয়েছে শূলটঙ্কেশ্বর মহাদেব। লাল পাথরের মন্দির। মন্দিরের ভিতরে রয়েছে কালো পাথরের শিবলিঙ্গ। সবাই দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করে এই মন্দিরে পূজা সমাপন করে থাকে। বর্ষার সময়ে গঙ্গার জল বৃদ্ধি লাভ করলে জলের তলায় শিব চলে যান। সবাই তখন উলু ধ্বনি দিতে থাকে। আবার শিবলিঙ্গ যখন প্রকাশ লাভ করে তখন সবাই ভক্তিভরে প্রণাম এবং উলু ধ্বনি দিয়ে থাকে। 'হর হর মহাদেব' ধ্বনিও শুনতে পাওয়া

যায়। এই মন্দিরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের মা সারদার স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। রামকৃষ্ণদেবের পত্নী মা সারদা যখন কাশীতে এসে বসবাস করতেন তখন এই ঘাটে তিনি নিয়মিত স্নান করতেন। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে পুজো দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না। তাই মা সারদা স্নান সমাপ্ত করে শূলটঙ্কেশ্বর মহাদেব মন্দিরে এসে বাবার মাথায় জল ঢালতেন। পুজো করতেন আর বলতেন এই আমার বাবা বিশ্বনাথ। মা সারদা যখন দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে বসবাস করতেন তখন তিনি নরেনকে (বিবেকানন্দ) খুবই ভালোবাসতেন। নরেনের নাম ছিল বিশ্বনাথ দত্ত। শিবের নামে নরেনের নাম হওয়ার ফলে মা সারদা বিবেকানন্দকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসতেন। স্বামী বিবেকানন্দ আবার ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে পিতার মতো শ্রদ্ধা করতেন। মনে হতো পিতাপুত্র। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তাঁর শিষ্যদের সন্তান বলে মনে করতেন। সেই কারণে মা সারদাও তাদেরকে নিজের সন্তান বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। দশাশ্বমেধ ঘাটের প্রান্তে রয়েছে লাল পাথরের তৈরি বড় মন্দির। চারদিকে রেলিং দেওয়া। এই মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন বাংলার পুঁটিয়া রাজবংশের রানি ভুবনময়ী। সেই কারণে আগেই বলেছিলাম যে কাশী সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে বাংলার যোগ নিবিড় ছিল। বাংলার বাসিন্দারা কাশী যেতেন। বিশেষ করে বিধবা মহিলা থেকে শুরু করে বয়স্ক পুরুষ এবং মহিলাদের আশ্রয় স্থল ছিল কাশী। সেখানে বহু ধনী বাঙালিরা আশ্রম তৈরি করেছিল এই সব বাংলার মহিলা এবং বয়স্কদের বাসবাসকে সুনিশ্চিত করতে। আগে বাংলায় বহু বয়স্ক মহিলা এবং পুরুষরা সংসারের মায়া ত্যাগ করে কাশী বাসী হতেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর মা ভগবতী দেবী কাশী এসেছিলেন। বিশ্বনাথ দর্শন লাভ করেছিলেন। রানি রাসমনিও কলকাতায় বসে কাশীর নাম স্মরণ করতেন। কাশী এমন একটি স্থান যেখানে ভারতবাসীরা না গিয়ে থাকতে পারে না। **রাজেন্দ্র প্রসাদ ঘাট এবং মানমন্দির ঘাট ঃ** পাশাপাশি দুটো ঘাট। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের নামে উৎসর্গিত রাজেন্দ্র প্রসাদ ঘাট। মানমন্দির ঘাটে রয়েছে বারাণসীর বিখ্যাত মানমন্দির। প্রচলিত ধারণা এই মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জয়পুরের রাজা মানসিংহ। বাস্তবে সেটা নয়। মান সিংহের মৃত্যুর বহু বছর পর ১৬৯৯ সালে অম্বরের রাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ সিংহাসন লাভ করেন। তাঁর মন্ত্রী ছিলেন সেই যুগের বিখ্যাত স্থপতি, জ্যোতিষ শাস্ত্র বিশারদ বাঙালি পণ্ডিত বিদ্যাধর চক্রবর্তী। রাজা জয়সিংহ মন্ত্রীকে পাঁচটি মানমন্দির নির্মাণ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেন? রাজা জয়সিংহের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং তাঁর সাহায্য নিয়ে পণ্ডিত বিদ্যাধর চক্রবর্তী দিল্লি, জয়পুর, উজ্জয়িনী, মথুরা ও বারাণসীসহ পাঁচটি মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তাঁকে সাহায্য করেছিলেন বিদেশি পণ্ডিত সেভিয়ার ডি সিলভা। তখনও বিদেশি পণ্ডিতেরা ভারতের রাজাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতেন। বিদেশি বহু পণ্ডিতেরা কাশীতে এসেছেন এবং এখান মন্দির স্থপতি নিয়ে চর্চাও করে গিয়েছেন। কেন কাশী হিন্দুদের তীর্থ ক্ষেত্র হিসাবে সুনাম অর্জন করলো এবং কাশীকে কেন মন্দির নগরী বলে মনে করা হয়ে থাকে তা সঠিক উত্তর খোঁজার চেষ্টা এখন চলছে। বারবার কাশী বিদেশি শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়েও তার সুনামকে বজায় রাখতে পেরেছে এটা একটি আশ্চর্য বিষয় বলে মনে করে থাকেন গবেষকেরা। কাশীকে বহুবার ধ্বংস করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। তা কিন্তু বিফলে গিয়েছে। কাশী সুনামের সঙ্গে আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বারাণসীর মানমন্দিরে ছাদে সাজানো রয়েছে জয় প্রকাশ, রামযন্ত্র, সূর্যঘড়ি, বা সম্রাচযন্ত্র, ভিত্তিযন্ত্র যা দিয়ে সময়, দিনরাত এবং আবহাওয়া সহ নানান কিছু দেখা সম্ভব হয়। সেই যুগেও ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা প্রাধান্য লাভ করেছিল তার প্রমাণ এই পাঁচটি মান মন্দির। একন থেকে গঙ্গার অর্ধাকৃতি চেহারাটা ধরা পড়ে। অপূর্ব সেই গঙ্গার দৃশ্য। এখান থেকে গঙ্গাকে দেখলে একটি অর্ধাকৃতি চাঁদের আকারে দেখতে পাওয়া যায়। এখানকার ঘাট এবং প্রাসাদ নির্মাণ করেন মানসিংহ। এখানে রয়েছে তালভ্যেশ্বর আর সোমেশ্বর শিব। কাশীতে শিব মন্দির অজস্র। শিব ছাড়া কাশীর কথা কেউ ভাবতে পারে না। **মীর ঘাট ঃ** ত্রিপুরাভৈরবী ঘাট পার হয়ে মীর ঘাটে এসে উপস্থিত হওয়া যায়। কাশীর ফৌজদার মীর রুস্তম আলি এক সময় এখানে দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর নামেই ঘাটের নাম হয় মীর ঘাট। পরে সেই দুর্গ ভেঙে ফেলে দিয়ে কাশীর রাজা বলবন্ত সিংহ এখানকার পাথর দিয়ে রামনগরের প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। মীর ঘাটে রয়েছে রাধাকৃষ্ণের মন্দির। এছাড়াও আছে দিবোদাসেশ্বর মন্দির। ভারতীয় শৈব ধর্মের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের প্রেম ধর্ম কাশীতে প্রাধান্য লাভ করতে শুরু করে দিয়েছিল। তবে শিব সংস্কৃতিকে অতিক্রম করতে পারেনি রাধাকৃষ্ণের প্রেম ধর্ম। কাশীর প্রধান ধর্মীয় রূপ গড়ে উঠেছিল শিবকে কেন্দ্র করে। তিনি কাশীর মূল আকর্ষণ। **ললিতা ঘাট ঃ** দেবী দুর্গার আর একটি নাম হচ্ছে ললিতা। ঘাটের ওপরে রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট মন্দির আর নেপালের পশুপতিনাথ মন্দিরের আদলে তৈরি এই মন্দিরের কারুকার্য। নেপালের সঙ্গে কাশীর যোগ ছিল। বহু নেপালের বাসিন্দারা কাশী এসে উপস্থিত হয়ে বিশ্বনাথের পুজো দিত। **মণিকর্ণিকা ঘাট ঃ** এখানে রয়েছে মণিকর্ণিকা কুণ্ড। বলা হয়ে থাকে এই কুণ্ড বারাণসীর প্রাচীন তীর্থস্থান। পুরাণে আছে একদিন দেবী পার্বতীকে নিয়ে বিশ্বনাথ আকাশপথে উড়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময়ে পার্বতীর কর্ণকুণ্ডল খসে পড়ল নীচের কুণ্ডতে। সেই থেকে এর নাম হল মণিকর্ণিকা কুণ্ড। কাশীখণ্ডে আছে বাবা বিশ্বনাথ অন্তিমকালে এই তীর্থে মৃত ব্যক্তির কানে তারক ব্রহ্ম নাম শোনান। তাই এই তীর্থের নাম মণিকর্ণিকা। বলা হয় অন্তিম কালে মানুষ মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য এখানে আসে। এই কুণ্ডের চারদিকে রেলিং দেওয়া আছে। ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গিয়েছে নীচের দিকে। দেওয়ালে নারায়ণের মূর্তি, এক পাশে শিব এবং অন্য দিকে পার্বতী। শিব পার্বীতর সঙ্গে নারায়ণ মূর্তি ভারতীয় ধর্মীয় সংস্কৃতির দেব বার্তা বহন করে থাকে। নারায়ণকে হিন্দুরা ভগবান বলে গ্রহণ করে থাকে। হিন্দুদের পুজো নারায়ণ শিলা ছাড়া হয় না। নারায়ণ শিলা আবার শুধু মাত্র ব্রাহ্মণরা স্পর্শ করতে পারেন। আর কোনও জাতি বা বর্ণ ব্যক্তিরা তা গ্রহণ করতে পারে না। ভগবান নারায়ণ ছাড়া দেবী দুর্গা বা শিবের পুজো সম্পূর্ণ হয় না। নারায়ণ শিলাকে সঙ্গে করে নিয়ে ব্রাহ্মণরা শিব পার্বতীর পুজো করে থাকেন। সেই কারণে নায়ারণকে মধ্যে খানে রেখে একদিকে শিব এবং অন্য দিকে পার্বতীকে রাখা হয়েছে। কাশীর ঘাটগুলির সঙ্গে বেশ কয়েকটি মন্দির যুক্ত রয়েছে। এই সব মন্দির কেন সেখানে নির্মিত হল তা জানার আগ্রহ বিশেষজ্ঞদের এখনও রয়েছে। বহু পণ্ডিত ব্যক্তিরা এক কারণ সন্ধান করে থাকে। প্রতিটি ঘাটের দেব দেবী কেন তৈরি করা হল কী কারণে সেই দেবী দেবীর অবস্থান হলো তা নিয়ে এখনও চুলচেরা গবেষণা চলছে। **সিন্ধিয়া ঘাট ঃ** সিনধিয়া রাজবংশের কোনও রাজপুরুষ এই ঘাট নির্মাণ করেন। মণিকর্ণিকার গা ছুঁয়ে এই ঘাটের প্রধান আকর্ষণ অর্ধেক জলে ডুবে থাকা অপূর্ব সুন্দর লাল পাথরের এক মন্দির। জনশ্রুতি গোয়ালিয়রের রানি নিজের মায়ের স্মৃতিমন্দির তৈরি করে বলেন আজ মায়ের ঋণ শোধ হল। সেই রাতেই গঙ্গার মাটিতে বসে মন্দিরটি। মায়ের ঋণ কোনওকালে শোধ করা যায় না এই বোধটা রানির ছিল না। তার ফলে এই ধরনের অঘটন ঘটল। মাতৃঋণ কোনও কালে শোধ করা যায় না। মাতৃঋণ শোধ এটা যিনি তা বলেন তা তিনি মাতার প্রতি কোনও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে শেখেননি সেটা স্পষ্ট হয়ে যায়। **সংকট ঘাট ঃ** বরদার মহারানি ১৯২৩ সালে এই ঘাট সংস্কার করেছিলেন। বলা হয় ভাইফোঁটার দিন এখানে বোন যমী তাঁর ভাই যমকে ফোঁটা দিয়েছিলেন। তাই একে যমঘাট বলা হয়ে থাকে। ভাইফোঁটার দিন মেলা বসে। আগেকার দিনে এখানে প্রতিদিন ভোরবেলায় পালোয়ানরা কুস্তি করতো। বর্তমানে তা আর দেখা যায় না। **গঙ্গামঙ্গল ঘাট ঃ** গোয়ালিয়রের রাজাদের তৈরি গঙ্গামঙ্গল ঘাটের শিল্প সৌন্দর্য চোখে পড়ার মতো। কাশীর ঘাটগুলির বৈশিষ্ট হচ্ছে এক নজরে বহু ঘাট দর্শন করা যায়। পাশাপাশি লাগোয়া ঘাটগুলি থাকার ফলে এক ঘাট থেকে আর এক ঘাটে অতি সহজে চলে যাওয়া যায়। কোনও কষ্ট হয় না। এখনকার ঘাটগুলিকে কেন্দ্র করে যেসব পুরাণ গল্প প্রচলিত রয়েছে তা সবাইকে অবাক করে দেওয়ার ব্যাপার। কীভাবে এই গল্প কথা রচিত হয়ে গেল ঘাটগুলির সঙ্গে তা কল্পনার বাইরে। ভারতে বহু গঙ্গা ধারে ঘাট রয়েছে। সেই সব ঘাটের ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু কাশীর ঘাটের মতো এত পুরাণ কাহিনী আর কোনও গঙ্গার ঘাটের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তা সন্দেহ। কাশী হচ্ছে ভারতের একটি ধর্মীয় দর্শন। যিনি তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁর পক্ষে কাশী দর্শন করে লাভ হয়েছে। কাশীতে শুধু ভ্রমণ করলে হবে না। কাশীর প্রতিটি পুরাণ কথাকে মন দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। তবেই কাশীর মর্ম বুঝতে পারা সম্ভব হবে। গঙ্গার সঙ্গে ঘাটগুলির নিবিড় যোগসূত্র তৈরি হয়ে গিয়েছে। তার ওপরে রয়েছে বাবা বিশ্বনাথের মন্দির ।

যক্ষ্মামুক্ত ভারত গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি

ডঃ মনীষা ভার্মা

(পূর্ব প্রকাশের পর)

নাম নথিভুক্ত করেছে। দেশে যে ১৩ লক্ষ ৪৫ হাজার যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসা হচ্ছে, তাঁদের মধ্যে ৮ লক্ষ ৬৬ হাজার সম্প্রদায়গত সাহায্য নিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক 'নিক্ষয় মিত্র' হিসেবে এগিয়ে আসার জন্য সমাজের নানা স্তরের মানুষের মধ্যে প্রচারাভিযান জোরদার করেছে। ২৭টি রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রাজ্যপাল / লেফটেন্যান্ট গভর্নর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, বিভিন্ন রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্বাস্থ্যমন্ত্রীরা যক্ষ্মা রোগীদের দত্তক নিতে এগিয়ে এসেছেন। অনেক বিধায়ক এবং আঞ্চলিক পরিষদও 'নিক্ষয় মিত্র' হয়েছে। কেন্দ্রীয় সচিবালয় এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অনেক পদস্থ আধিকারিক যক্ষ্মা রোগীদের দত্তক নিয়েছেন। যে সমস্ত যক্ষ্মা রোগীদের এখনও শনাক্ত করা যায়নি, তাঁদের চিহ্নিত করতে জাতীয় যক্ষ্মা নির্মূলকরণ অভিযানে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বেশি ঝুঁকিপূর্ণ যে সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে এই রোগের প্রবণতা বেশি, তাঁদেরকে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত কেউ আছেন কিনা তা দেখা হচ্ছে। বিশেষত, এইচআইভি, মধুমেহ, অপুষ্টিতে আক্রান্ত এবং কারাগার, আশ্রয় শিবির, বৃদ্ধাবাস, অনাথ আশ্রম, আদিবাসী এলাকা, প্রান্তিক জনসংখ্যার মধ্যে এঁদের খোঁজা হচ্ছে। এই উদ্যোগের ফলে প্রায় ৩ লক্ষ যক্ষ্মা রোগী চিহ্নিত করা গেছে। 'বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রা'য় যক্ষ্মা শনাক্তকরণের বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। ২০২৩ সাল থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচিতে দেশজুড়ে স্বাস্থ্য শিবির, প্রচারাভিযান, রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে আইইসি ভ্যানের সংখ্যা বাড়ানো যাতে গ্রামস্তরে এসে এই যক্ষ্মা রোগ শনাক্ত করা যায় তার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য শিবিরগুলিতে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ ব্যক্তির যক্ষ্মা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১০ লক্ষ মানুষকে যক্ষ্মা শনাক্তকরণের জন্য রেফারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। গ্রামস্তরে ১ লক্ষ মানুষ 'নিক্ষয় মিত্র' হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। যক্ষ্মামুক্ত

পঞ্চায়েত অভিযান গড়ে তোলা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল, যক্ষ্মা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের সশক্তিকরণ ঘটানো। পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে একটি প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা যাতে করে তারা এই রোগ দূরীকরণের কাজে সক্রিয়ভাবে যোগদান করতে পারে। দক্ষতা বৃদ্ধির অঙ্গ হিসেবে রাজ্য / জেলাস্তরের আধিকারিকদের উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করা ও সেখানে যক্ষ্মা শনাক্তকরণ। এর ফলশ্রুতি হিসেবে এ পর্যন্ত দেখা গেছে, অনেকেই স্বতঃপ্রণোদিতভাবে আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরগুলিতে পরীক্ষা করাতে আসছেন। এর ফলে যক্ষ্মা প্রতিরোধমূলক ওষুধের ৫০ লক্ষেরও বেশি কোর্স দেওয়া হয়েছে।

বেসরকারি ক্ষেত্রকে যক্ষ্মা নির্মূলকরণ অভিযানের সঙ্গে যুক্ত করার ফলে এক ইতিবাচক ফল চোখে পড়ছে এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে গত ৯ বছরে আটগুণেরও বেশি যক্ষ্মা রোগ শনাক্ত হয়েছে।

যক্ষ্মা চিকিৎসায় সাফল্যের হার ক্রমবর্ধমান। বর্তমানে এই সাফল্যের হার ৮০ শতাংশের ওপর পৌঁছেছে। ২০২১-এ এই সংখ্যা ছিল ৮৪ শতাংশ, আংশিক বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-এ তা দাঁড়ায় ৮৫.৫ শতাংশ। ২০২৩-এ এই সংখ্যা অনেকটা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৮৬.৯ শতাংশে। নতুন যক্ষ্মা প্রতিরোধক ওষুধের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। এই ওষুধগুলি খাওয়া যায় বা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে দেওয়া হয়। 'নিক্ষয় পোষণ যোজনা'র আওতায় যক্ষ্মা রোগীদের পুষ্টিগত সহায়তা দেওয়ায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অপুষ্টিজনিত কারণে এই রোগের প্রবণতা বাড়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১৭ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, অপুষ্টিতে আক্রান্ত যক্ষ্মা রোগীদের ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার অধিক। ২০১৮-তে চালু হওয়া 'নিক্ষয় পোষণ যোজনা'র আওতায় যক্ষ্মা রোগীদের পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য মাসিক ৫০০ টাকা সরাসরি সুবিধা হস্তান্তরের মাধ্যমে দেওয়া হয়। তাঁদের চিকিৎসার পুরো সময়কাল ধরে এই সাহায্য প্রদান করা হয়। ২০২৪-এর মার্চ পর্যন্ত এতে প্রায় ১ কোটি যক্ষ্মা রোগী উপকৃত হয়েছেন এবং ২,৮৬৯.৯৬ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। যক্ষ্মা রোগ থেকে আরোগ্যের পর রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল / জেলাস্তরে শংসাপত্র প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রক এই অভিনব উদ্যোগ চালু করেছে। বেসরকারি ক্ষেত্রে যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই উদ্যোগ বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছে। রোগ চেপে রাখার প্রবণতাও অনেকখানি দূর করা গেছে। যেসব রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল / জেলা যক্ষ্মা দূরীকরণের ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে কেরালা এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাক্ষাদ্বীপ ও পুদুচেরি উল্লেখযোগ্য। ২০২০ সালে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাক্ষাদ্বীপ এবং জম্মু-কাশ্মীরের বদগাম জেলা প্রথম স্থানাধিকারী হয়েছে। যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা এখানে ৮০ শতাংশ কমিয়ে আনা হয়েছে। ২০২২ সালে কর্ণাটক এবং জম্মু-কাশ্মীর যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ৪০ শতাংশ এবং ২০ শতাংশে কমিয়ে এনেছে। জি-২০-তে ভারতের সভাপতিত্বকালে যক্ষ্মা রোগের ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়। ডিজিটাল সমাধানসূত্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে কার্যকরভাবে মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি ওষুধ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক বাতাবরণকে শক্তিশালী করা হয়েছে। ২০২৩-এর নভেম্বরে গুজরাটের গান্ধীনগরে স্বাস্থ্য কর্মীগোষ্ঠী এবং মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে 'এক স্বাস্থ্য' এবং অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সের ওপর জোর দেওয়া হয়। যক্ষ্মা প্রতিরোধে সারা বিশ্বের সঙ্গে ভারতের পূর্ণ যোগদান এক্ষেত্রে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছে।

(লেখক অতিরিক্ত মহানির্দেশক (মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন), কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক)

সম্পাদক সমীপেষু

কমিক অভিনেতা রবি ঘোষ

(পূর্ব প্রকাশের পর)

অরণ্যের দিনরাত্রি (১৯৭০), হীরক রাজার দেশে (১৯৮০), গুপী বাঘা ফিরে এলো (১৯৯১), পদ্মা নদীর মাঝি (১৯৯৩) সহ বেশকিছু উপমহাদেশখ্যাত চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। তিনি নিধিরাম সর্দার চলচ্চিত্রটি পরিচালনাও করেন। তিনি একজন বিখ্যাত থিয়েটার অভিনেতাও বটে। ১৯৭০ সালে তিনি 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য বিখ্যাত বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভালেও অংশ নেন।

আড্ডাবাজ, পরোপকারী মানুষটি খেতে ভালবাসলেও খুবই পরিমিত আহারে অভ্যস্ত ছিলেন। প্রিয় খাবার ছিল লুচি ও পাঁঠার মাংস। প্রথম স্ত্রী অনুভা গুপ্তর সঙ্গে সম্পর্কের শুরু 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' ছবি করার সময়। সেই সময় হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন রবি ঘোষ। অনুভাদেবীর শুশ্রুষায় সুস্থ হয়ে ওঠেন। নানা টানাপোড়েনের পর তাঁরা বিয়ে করলেও, ১৯৭২ সালে অনুভাদেবীর অকাল মৃত্যুতে সেই সম্পর্ক দীর্ঘ হয়নি। এই ঘটনার এক দশক পর ১৯৮২ সালে রবি ঘোষ বিয়ে করেন বৈশাখিদেবীকে। তখন তিনি মহিম হালদার স্ট্রিটের বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছেন গল্ফগ্রিনের ফ্ল্যাটে। ১৯৫৯ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত প্রায় ২০৬টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলেন রবি ঘোষ উ প্রায় ৩৯টি নাটক করেছিলেন। উল্লেখ্য শ্রীমতী ভয়ঙ্করী ১০০০ রজনী, বিজন থিয়েটারে ৯০০ ও সুজাতা সদনে ১০০, কনে বিভ্রাট ৬৩৫ রজনী, সারকারিনায় ৫৩৫ ও সুজাতা সদনে ১০০, নব সংস্করণ, শোধবোধ, ঠগ, ধনপতি গ্রেফতার, অলীকবাবু, ছায়ানট ইত্যাদি। হিন্দিতে অভিনয় করেন সত্যকাম, সব সে বড়া সুখ, আজ কি রবিনহুড, পতঙ্গ সিনেমায় উ গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর জন্য পেয়েছেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার উ 'গুপীবাঘা ফিরে এল' ছবিতে অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতার বিএফজে পুরস্কার। ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭ জীবনাবসান হয় এই চরিত্রাভিনেতার।

পরিচালক সন্দীপ রায় বলছেন, তকমেডিয়ান হিসেবে তাঁর খ্যাতি হলেও আদতে তিনি ছিলেন চরিত্রাভিনেতা।দ আসলে রবি

ঘোষ এমনই একটা নাম, বাঙালি যাঁকে এক জন কমপ্লিট অভিনেতা হিসেবেই চেনে। আসলে রবি ঘোষ মনটা একেবারে সহজ সরল ছিল। সেই কারণে সত্যজিৎ রায় তাঁকে খুবই পচ্ছন্দ করতেন। রবি গোষ যেভাবে অভিনয় করতেন তা আর কারোর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত স্বীকার করে গিয়েছিলেন যে রবি ঘোষ যে ধরনের কমিক চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলেন তা তার পক্ষে করা একেবারে অসম্ভব। জহর রায় পর্যন্ত রবি ঘোষের অভিনয়ের খুবই ভক্ত ছিলেন। স্বয়ং উত্তম কুমার পর্যন্ত রবি ঘোষের অভিনয়ের প্রশংসা করেছিলেন। লাল পাতর ছবিটা যখন তৈরি হয়েছিল তখন উত্তম কুমার সেই ছবি দেখে তাঁর অভিনয় নিয়ে কোনও কথা না বলে রবি ঘোষের অভিনয়ের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন একমাত্র রবি ঘোষ এই ধরনের অভিনয় করতে পারেন। সত্যজিৎ রায় সেই কারণে তাঁর গুপি গাইন বাঘা বাইন ছবিতে রবি ঘোষকে নিড়য়ে এসেছিলেন বাঘা চরিত্রকে ফুটিযে তুলতে। সত্যিকারের উন্নতমানের চবি করতে সত্যজিৎ রায় কারোর সঙ্গে কোনও রকমভাবে আপোষ করে চলতেন না। তিনি বহু নতুন চরিত্রকে দিয়ে তাঁর সিনেমা তৈরি করেছিলেন। রবি ঘোষ নতুন করে আবিস্কার হল।

মনরেগা থেকে আবাসের কাজ শুরুর আগে রাজ্যের উদ্যোগে রিভিউ, কমাতে হবে প্রসূতির মৃত্যুর হার, বললেন কাজল

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৩ আগস্ট ঃ মহিলাদের সশক্তিকরণের কথা বলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আই সি ডি এস, স্বনির্ভর গোষ্ঠী থেকে সবাইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে যেন প্রসুতির মৃত্যুর হার কমে। পাশাপাশি, আঠারো বছরের আগে কোনো মেয়ের বিয়ে না হয় - শনিবার নলহাটি পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে প্রশাসনিক বৈঠকে জানালেন জেলা সভাধিপতি কাজল সেখ। পাশাপাশি, অন্যরাজ্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ পেলেও। বাংলা বঞ্চিত। কিন্তু এই বঞ্চনার মধ্যে হাত গুটিয়ে না থেকে রাজ্য স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে বাংলার মানুষের মাথায় ছাদ এবং হাতে কাজ দিতে রাজ্যের তরফে তোড়জোড় শুরু হলো। মনরেগা থেকে আবাসের সেই কাজ শুরুর আগে রাজ্যের উদ্যোগে প্রশাসনিক রিভিউ শুরু হলো। নলহাটি এক ও দুই ব্লকে ছিল রিভিউ বৈঠক। শনিবার বেলা ১১ টা নাগাদ নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের সভাকক্ষে প্রশাসনিক পর্যালোচনা সভা। প্রশাসন সূত্রে খবর, এই সভা বীরভূমের প্রত্যেক ব্লকে ব্লকেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেলার উন্নয়ন নিয়ে সভা। উপস্থিত ছিলেন বীরভূমের অতিরিক্ত জেলা শাসক, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রজত রঞ্জন দাস, সহ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক প্রবীর কুমার দত্ত, জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ নাগর চন্দ্র কোনার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বরুন ভট্টাচার্য্য সহ আরো অনান্য আধিকারিকরা প্রত্যেক পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধানরা ও পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষরা। দুপুর ২ টো নাগাদ সভা শেষে জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল সেখ ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে প্রসূতি মৃত্যুর হার কমানোর উপর জোর দেন। এই রিভিউ বৈঠকের আগে জেলা শাসক বিধান রায় বলেন আমি রাস্তায় আছি। বৈঠকে যাচ্ছি। তিনি বলেন, নির্বাচনের ফলে চার পাঁচ মাস কাজটা ধীর গতি পেয়েছিল। সেই জন্য আমরা কাজগুলোতে এখন গতি দিচ্ছি। আবাস যোজনায় বাড়ি নেই। প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনায় রাস্তা হচ্ছে না। জব কার্ড হোল্ডারদের অন্য কাজ দিয়ে কাজ দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে হবে। তার জন্য কোথায় কী টাকা পড়ে আছে। কোথায় কাজটি ত্বরান্বিত করতে হবে। এটা দেখার জন্য রিভিউ মিটিং। বাজেটে অসুবিধা থাকা সত্বেও মুখ্যমন্ত্রী অনেকটাই করছেন। সেই পর পর কাজগুলো কিভাবে সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারি সেইজন্য এই বৈঠক। পাশাপাশি, অতিবর্ষণের কারণে যে বিপত্তি সেই ব্যাপারে সবাইকে এ্যালার্ট করে দেওয়া হয়েছে। কন্ট্রোল রুম খুলতে বলেছি। চাষবাসের ক্ষেত্রে জমি থেকে জল নেমে গেলে চাষ আবার হবে। বীজতোলা, ধান রোয়া সহ চাষের ক্ষতি, হাঁস - মুরগি, গবাদি পশুর যা ক্ষতি হচ্ছে। তার রিপোর্ট আমরা নবান্নে পাঠাচ্ছি। সোমবারেও যাবে।

টোটো ছিনতাই করে পালাল দুস্কৃতিরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩ আগস্ট ঃ যাত্রী সেজে টোটো ছিনতাই করে পালাল দুস্কৃতিরা। খড়িবাড়ির সোনাচান্দি চা বাগান এলাকার ঘটনা। গতকাল রাতে খড়িবাড়ির হাওদাভিটা থেকে ৩ যুবক যাত্রী সেজে ললিত বর্মন নামক এক টোটো চালককে ভাড়া করলে ঘোষপুকুর যাওয়ার মাঝপথে সোনাচান্দি চা বাগানে টোটো চালকের মাথায় বন্দুক রেখে টোটো থামিয়ে টোটো চালককে মারধর করে গাছে বেঁধে টাকা, ফোন ও টোটো লুট করে পালিয়ে যায় দুস্কৃতিরা। স্থানীয়দের সহায়তায় পরিবারের সদস্যদের ফোন করলে জখম চালককে উদ্ধার করে খড়িবাড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গোটা ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করেন জখম চালকের বাবা। ঘটনায় আতঙ্কে জখম চালক। ঘটনার তদন্তে নেমেছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ।

বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল দুই মহিষের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩ আগস্ট ঃ বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল দুই মহিষের এবং প্রাণে বাঁচলেন ওই মহিষ মালিক। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা পৌরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের কালাচাঁদ হাই স্কুলের পেছনে বাগানপাড়া এলাকায়। টানা দুদিন বৃষ্টির এবং কখন রাস্তায় বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়ে গেছে। এরই মধ্যে ভোর পাঁচটার নাগাদ চার নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা গণেশ যাদব কয়েকটি মহিষ নিয়ে ফাঁকা মাঠে ছড়াতে যাচ্ছিলেন কিন্তু রাস্তায় যেতে যেতে আচমকা দুটি মহিষ মাটিতে পড়ে ছটফট করতে থাকে, এই ঘটনা দেখে মহিষের মালিক এগিয়ে যেতেই তিনিও বিদ্যুতের ছিঁড়ে পড়া তারে বিদ্যুৎপৃষ্ট হন কোনক্রমে সেখান থেকে পালিয়ে প্রাণে রক্ষা পান। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন পুরাতন মালদা পৌরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নির্মল অধিকারী। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ দপ্তরে খবর দেন এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা এসে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। অসহায় গণেশ যাদব জানান, ভাবতে পারিনি এরকম দুর্ঘটনার কবলে পড়বো তবে এই দুটি মহিষের মৃত্যুর ফলে আমি বিশাল ক্ষতির মুখে পড়লাম। কারণ মহিষ পালন করেই আমার সংসার চলে। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার নির্মল অধিকারী জানান ,ঘটনার খবর পেয়ে আমি সঙ্গে ঘটনাস্থলে এসে দেখি দুটি মহিষ বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে। ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক। তাই প্রশাসনিক ভাবে গনেশ যাদবকে যদি সহযোগিতা করা যায় তবে সে কিছুটা হলেও উপকৃত হবে।

মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে বিবাদ, আহত তিন

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৩ আগস্ট ঃ মাঠের মধ্যে আড়ায় মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে তিন আদিবাসী যুবককে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠলো বোলপুর পুরসভার অন্তর্গত এক নম্বর ওয়ার্ডের বনে ডাঙায়। ঘটনার জেরে আহত শ্যাম মুর্মু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শ্যাম মুর্মু জানান, শুক্রবার রাত দশটা নাগাদ মাঠের মধ্যে পাতা আড়ায় মাছ পড়েছে কিনা দেখতে তারা শ্যাম মুর্মু সহ তিনজন যান। বারোটার সময় আড়ার মাছ নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় স্থানীয় যুবক অমিত এবং তার বন্ধু বিমান, এই তিনজনের পথ আটকিয়ে দাবি করে যে তারা তাদের পুকুরের মাছ চুরি করেছে। অভিযোগ, তারপরই তারা লাঠি বাঁশ দিয়ে তাদের বেধড়ক মারধর করে। বাঁশের আঘাতে শ্যাম মুর্মুর মাথা ও পায়ে চোট লাগে। বর্তমানে সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শনিবার তুলসী হাঁসদা সহ বনডাঙার অন্যান্য আদিবাসীরা শান্তিনিকেতন থানায় হাজির হন। তাদের দাবি, অতি বর্ষণের ফলে পুকুরের জল বানভাসি হতে পারে। তারা পুকুরে নামে নি। পুকুর থেকে দূরে মাঠের মধ্যে আড়া পেতে পুঁটি মাছ ধরেছে। কোনো বড় মাছ ধরে নি। তবুও তাদের মারধর করেছে। বিচার চাই।

জলপাইগুড়িতে কমছে সবজির দাম

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩ আগস্ট ঃ জলপাইগুড়িতে কমছে সবজির দাম, খুশি আমজনতা। কিছুটা হলেও খুশি প্রকাশ করছেন ক্রেতারা। বেশ কয়েকদিন থেকেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন সবজির বাজারগুলিতে সবজির দাম আকাশ ছোঁয়া ছিল । বর্তমানে সবজির আমদানি অনেকটাই বেশি হওয়ার দরুন সবজির দামে কিছুটা হলেও পতন রয়েছে। ফলে ক্রেতা থেকে বিক্রেতা সকলেরই মনে কিছুটা হলেও খুশির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বিক্রেতারা বলেন বর্তমানে সবজির দাম অনেকটাই কমেছে। আলু ও পেঁয়াজ ছাড়া অন্যান্য সবজির দামে কিছুটা পতন রয়েছে। এক ক্রেতা বলেন আগে ৫০০ টাকা আনলে ব্যাগ ভর্তি হতো না। এখন সেই টাকা দিয়ে মোটামুটি ব্যাগ ভরে যাচ্ছে। ফলে কিছুটা হলেও আমাদের মনে স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস সংখ্যা. এপি-ইএল-টিআরডি-০৫ - ২৪-২৫-আরটি১। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. এপি-ইএল-টিআরডি-০৫-২৪-২৫-আরটি১। কাজের নামঃ** একই সময়ে দুটি রেকের পরিচালন এবং নিয়ন্ত্রিত করা এবং একই সময়ে লোডিং, আনলোডিঙের জন্যে ধুপগুড়িতে অতিরিক্ত গুডস লাইনের ব্যবস্থা করার জন্যে ওএইচই নবীকরণ কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৯০,৪৯,৫২১.০৩ টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৮১,০০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৭-০৮-২০২৪ তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ২৭-০৮-২০২৪** তারিখের **১৫.৩০** ঘন্টায় ডিআরএম (ইলেক্ট) (টিআরডি)/আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সহায়ক ডিইই (টিআরডি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

RASAPUNJA GRAM PANCHAYAT
THAKURPUKUR MAHESHTALA DEV. BLOCK
RASAPUNJA,BISHNUPUTR, SOUTH 24 PGS
E-Tender Notice

Application are invited from bonafied contractors/agencies vide NIT bearing memo nos are- 531/RGP/24, 532/RGP/24, 533/RGP/24, 534/RGP/24, 535/RGP/24, dated-03/08/2024 of the undermentioned for "CONSTRUCTION OF ROAD, CONSTRUCTION OF DRAIN, & SUBMERSIBLE PUMP" works under Rasapunja Gram Panchayat, TM Block., South 24 Parganas. Last Date of Bid Submission: 09/08/2024, 11:00 am, Date of Opening 12/08/2024, 11:00 am. For details, please see **www.etender.com**. And office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Rasapunja Gram Panchayat
T/Maheshtala Dev. Block
South 24 Parganas

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

Azadi Ka Amrit Mahotsav

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: পিসিএমএম/সিএলডব্লিউ/এইচডব্লিউএইচ/ই-প্রকিউরমেন্ট/২৪/৪৭ তারিখ: ৩০/০৭/২০২৪। পিসিএমএম/সিএলডব্লিউ/এইচডব্লিউএইচ ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত বস্তুগুলি সরবরাহের জন্য প্রতিষ্ঠিত নির্ভরযোগ্য প্রস্তুতকারদের কাছ থেকে ইলেকট্রনিক বিডের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার/গুলি ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ তৈরির উপকরণ সরবরাহের জন্য। সম্ভাব্য/প্রত্যাশিত সরবরাহকারীদের বিস্তারিত নির্দেশাবলীর জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই ই-টেন্ডারগুলির জন্য শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক অফার বিড গ্রহণ করা হবে। **ক্রম. নং.; টেন্ডার নং.; স্টোরের বর্ণনা; পরিমাণ; বকেয়া তারিখ; টেন্ডারের মূল্য** নিম্নরূপ: **[২৫৪]; ২৩২৩৫০৪৯ডি;** কর্ডলেস স্ট্রিপিং টুল কিট, ডিআইএ-তে ৪ ইঞ্চি পর্যন্ত স্ট্রিপিং ক্ষমতা,দ্রুত রিলিজ বুশিংগুলি প্রতিটি তারের আকারের জন্য দ্রুত বুশিং পরিবর্তন করতে সক্ষম, গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য রিভার্স সহ ভ্যারিয়েবল স্পিড ট্রিগার, অন্ধকার বা কম আলোর পরিস্থিতিতে আলোকিত করতে সহায়ক নিয়ন্ত্রণযোগ্য বোর্ড এলইডি, এইচএসএন কোড: ৮২০৩২০০০, পছন্দের মেক/ব্র্যান্ড এবং: ডিওয়াল্ট মডেল নং. ডিসিই১৫১টিডি১ বা সমতুল্য। বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন:- (i) ৪ ইঞ্চি পর্যন্ত তামার তারের স্ট্রিপিং। (ii) কুইক রিলিজ বুশিং (iii) গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য রিভার্স সহ ভ্যারিয়েবল স্পিড ট্রিগার (iv) নিয়ন্ত্রণযোগ্য বোর্ড এলইডি, (v) স্ট্রিপিং ক্ষমতা # ৬-৭৫০ এমসিএম তামার তার (বর্গ মিমি ১৩ থেকে ৪০০); **টেন্ডার/নথি অনুযায়ী; ২০/০৮/২০২৪; ₹** ০.০০। **[২৫৫]; ২৯২৪২৫১৯;** স্যান্ডিং ডিস্ক ৬ ইঞ্চি., গ্রেড-৮০, প্রিমিয়াম অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড। মিনারেল, এন্টি লোডিং ও ডাস্ট ফ্রি স্টেরাইট ইমপ্রেগ্রেটেড পেপার ব্যাকড ভলক্রিটাইপের জন্য ওপেন কোটেড। এইচএসএন কোড: ৬৮০৫। (শেল্ফ লাইফ ১২ মাস); **টেন্ডার/নথি অনুযায়ী; ২০/০৮/২০২৪; ₹** ০.০০। **[২৫৬]; ৩১২৪২৫০৪বি;** স্পেসিফিকেশন নং. সিএলডব্লিউ/ইএস/০৩/০৬৪৬/ডি অনুযায়ী ডব্লিউএজি-৯এইচসি লোকোমোটিভের জন্য হার্নেনেসেড তারের সেট; **টেন্ডার/নথি অনুযায়ী; ২৮/০৮/২০২৪; ₹** ০.০০। **[২৫৭]; ৩০২৪৩০১৭;** অবিচ্ছিন্নভাবে প্রি- প্রিন্টেড ষ্টেশনারী সাদা কাগজ, ৬০ জিএসএম % বি ১ ২.৫% কম্পিউটারের কাগজ আইএস: ১২৭৬৬/১৯৯৭ অনুসারে শীটগুলির মধ্যে আন্তঃ পাতার কার্বন সহ, আকার: ৩৮.১ সেমি. X ৩০.৫০সেমি X ২ পার্ট, (১৫ ইঞ্চি X ১২ইঞ্চি X ২পিটি.) এইচএসএন কোড: ৪৮০২; **টেন্ডার/নথি অনুযায়ী; ২২/০৮/২০২৪; ₹** ০.০০। **[২৫৮]; ২৯২৩৫০৫২এ;** ০৯ (নয়টি) আইটেম আনগ্যালভানাইজড ইস্পাত তারের রোপ স্লিং আইএস: ২৭৬২ অনুযায়ী উভয় প্রান্তের আই ফেরুলড সহ, ফাইবার কোর, টনসিল ই স্ট্রেংথ : ১৭৭০ এন/মিমি২, ৬ x ৩৬ বিভিন্ন আকারের নির্মাণ: i) ডিআইএ ১২ মিমি x ৩' লম্বা, আই ডিআইএ ৬", ii) ডিআইএ ১২ মিমি x ৫' লম্বা, আই ডিআইএ ৬", iii) ডিআইএ ১৪ মিমি x ৮' লম্বা, আই ডিআইএ ৬", iv) ডিআইএ ১৪ মিমি x ১২' লম্বা, আই ডিআইএ ৬", v) ডিআইএ ১৬ মিমি x ১০' লম্বা, আই ডিআইএ ৮", vi) ডিআইএ ১৬ মিমি x ১২' লম্বা, আই ডিআইএ ৮", vii) ডিআইএ ২০ মিমি x ১৮' লম্বা, আই ডিআইএ ১০", viii) ডিআইএ ২৪ মিমি x ৩০' লম্বা, আই ডিআইএ ১২" এবং ix) ডিআইএ ২৪ মিমি x ৪০' লম্বা, আই ডিআইএ ১২"। মেক/ব্র্যান্ড: উষা মার্টিন/ওরিয়ন/স্যাটি, এইচএসএন কোড: ৭৩১২; **টেন্ডার/নথি অনুযায়ী; ২৩/০৮/২০২৪; ₹** ০.০০।

PR6/558 **পিসিএমএম/সিএলডব্লিউ/হাওড়া**
Like us on : www.facebook.com/clwrailways

পুলিশের হাতে ধরা পড়লো ৩ দুস্কৃতি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩ আগস্ট ঃ স্কুটি চুরি করার পর নম্বর প্লেট খুলে বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল দুস্কৃতিরা। সেইসময় পুলিশের হাতে ধরা পড়লো ৩ দুস্কৃতি। ধৃতদের নাম কৃষ্ণ সিংহ, গোপাল বর্মন ও বিজয় বর্মন। জানা গেছে, শুক্রবার রাতে খালপাড়া ফাঁড়ি অন্তর্গত এলাকায় টহলরত ছিল একটি পুলিশ ভ্যান। সেইসময় পুলিশ কর্মীদের নজরে আসে তিন যুবক একটি নম্বর প্লেটহীন স্কুটি নিয়ে যাচ্ছে। এরপরই তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে কথায় অসঙ্গতি মেলে। পরে তাদের খালপাড়া ফাঁড়িতে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তিন যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে স্কুটিটি চুরি করেছিল তারা। বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল।এরপরই তিন যুবককে গ্রেফতার করে খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, মাটিগাড়া থানা অন্তর্গত পাথরঘাটা এলাকা থেকে স্কুটিটি চুরি করা হয়েছিল। শনিবার ধৃতদের শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

ভারী বর্ষণের মাঝেই জল ছাড়ছে ডিভিসি, বাংলায় প্লাবনের আশঙ্কা

দুরন্ত বার্তা, ৩ আগস্ট ঃ বৃষ্টি হয়েই চলেছে। রয়েছে বৃষ্টির পূর্বাভাসও। জল বাড়ছে নদীগুলোর। দুর্ভোগের শেষ নেই দক্ষিণবঙ্গের বাসিন্দাদের। এসবের মধ্যেই এবার জল ছাড়তে শুরু করল ডিভিসি। দুর্গাপুর ব্যারাজ, পাঞ্চেত ও মাইথন জলাধার থেকে জল ছাড়া হচ্ছে। ফলে একাধিক নদীর জলস্তর বাড়ছে। আশঙ্কা, ভাসতে পারে হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমানের বিস্তীর্ণ অংশ। শনিবার মাইথন ও পাঞ্চেৎ জলাধার থেকেই জল ছাড়া শুরু হল। সেচ দফতর সূত্রের খবর, দুই জলাধার থেকে মোট ৪৮ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। মাইথন জলাধার থেকে ১২ হাজার ও পাঞ্চেৎ জলাধার থেকে ৩৬ হাজার কিউসেক জল ছেড়েছে ডিভিসি। লাগাতার বৃষ্টির জেরে দুর্ভোগ বাড়ছে বাংলার। ডুবছে একাধিক এলাকা। এবার ডিভিসি জল ছাড়ার ফলে একাধিক নদীর জলস্তর বাড়ছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে ডুবতে পারে হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমানের নিচু এলাকাগুলি। ময়ূরাক্ষী নদীতে জল বাড়ার ফলে ভেসে গেল বীরভূমের সাঁইথিয়ার ফেরিঘাট। যার ফলে সাঁইথিয়ার সঙ্গে কার্যত যোগাযোগ বন্ধ অন্যান্য অংশের। বহরমপুর, মহম্মদবাজার এমনকী সিউড়ি যেতে প্রায় ৪০ কিলোমিটার পথ ঘুরতে হচ্ছে স্থানীয়দের। চরম দুর্ভোগে পড়েছেন তাঁরা। অন্যদিকে, বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের ডিঙাল খালের উপর সেতু ভেঙে যাওয়ায় যোগাযোগ বন্ধ। শুধু যোগাযোগ ছিন্ন নয় ভয়ঙ্কর খাল গিলে খাচ্ছে দুপাড়ের তিন ফসলি জমি। দুর্গাপুর ব্যারাজ থেকে ইতিমধ্যে ৭০ হাজার কিউসেক জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। মাইথন জলাধার থেকে ১২ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। ৩৬ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে পাঞ্চেত জলাধার থেকে। বীরভূমের তিলপাড়া বাঁধ থেকে ৫,৫৫৮ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গের তিস্তা-গজলডোবা ব্যারেজ থেকে ২৫৯৯.৫৩ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। ভোরে ঘন্টা দু'য়েকের ভারী বৃষ্টির পরও অচেনা কলকাতা, জল জমেনি ঠনঠনিয়া, আমহার্স্ট স্ট্রিটে ডিভিসি আরও জল ছাড়লে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা একাধিক জেলায়। ইতিমধ্যেই রাজ্যের শাসক দলও একই শঙ্কা প্রকাশ করে নিশানা করেছে ডিভিসি-কে। জটিল অবস্থা উত্তরবঙ্গেরও। ফুঁসছে তিস্তা। তিস্তায় জলস্তর বাড়ায় অবস্থা জটিল হচ্ছে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোরও। এদিকে আগামী কয়েক দিন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। এই পরিস্থিতিতে তিস্তা নদীর সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে। দোমহনী এবং মেখলিগঞ্জে বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সর্তকতা জারি করা হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের উপরে একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। তার প্রভাবে রাজ্যে বৃষ্টি হচ্ছে। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি আরও বাড়তে পারে। তবে দক্ষিণবঙ্গে শনিবার বিকেল থেকেই বৃষ্টি কমবে। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত কোনও জেলায় আবহাওয়া সংক্রান্ত সতর্কতা নেই। উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং কালিম্পং- এই পাঁচ জেলাতেই বুধবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস।

OFFICE OF THE RAMSAGAR GRAM PANCHYAT
Ramsagar, Onda, Bankura
e-mail ID- wbregs.ramsagar@gmail.com

Notice Inviting e-Tender No. 06/2024-25 (ID- 2024_ZPHD_726444), 07/2024-25 (ID- 2024_ZPHD_726570), 08/2024-25 (ID- 2024_ZPHD_726601) & 09/2024-25 (ID- 2024_ZPHD_726919) Pradhan Ramsagar GP has invited percentage rate e-Tender for total 10 (ten) nos. works. Last date of documents download and bid submission is 12 th August, 2024 at 18.00 hrs. For details please visit website https://wbtenders.gov.in.

Sd/-
Pradhan
Ramsagar Gram Panchayat

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে এটি সরবরাহের ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এপি-ইএল-টিআরডি-০৭-২৪-২৫, তারিখ: ০১-০৮-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **টেন্ডার নং.:** এপি-ইএল-টিআরডি-০৭-২৪-২৫; **কাজের নাম:** আলিপুরদুয়ার জং. ডিভিশনে এমএসিএলএস -এর ব্যবস্থা সহ ০৬টি ইঞ্জিনিয়ারিং চালিত এলসি গেট ইন্টারলকিংয়ের সাথে সম্পর্কিত একক লাইন সেকশনের ছয়টি ভিন্ন এলসি গেটে (সিএ-১৩, সিএ-১৮, এনজে-৩৩, এনজে-৩৬এ, এনজে-৪৩ এবং এসকে- ১৭৮) ০৬টি এটি সরবরাহের ব্যবস্থা। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য:** ৪২,৭৭,১৮৫.৩২/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৮৫,৬০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫:০০** ঘন্টায় এবং **খোলা ২৩-০৮-২০২৪** তারিখে **১৫:৩০** ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম/ইলেক্ট.(টিআরডি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

লিগাল নোটিশ

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেলগণ আসমাউল হক্ ও রেশমাউল হক্, রহিনূল হক্ ২২/০৪/২০২৪ বাঁকুড়া A.D.S.R Office-এর ২০১৫০৩/২০২৪ ও ২০১৫০৪/২০২৪ নং কোবালা দলিল মূলে নরেন্দ্রনাথ মন্ডল ও ধীরেন্দ্রনাথ মন্ডল এর ওয়ারিশগণ-১) অভিজিৎ মন্ডল ২) অরিজিৎ মন্ডল ৩) অনিতা সাহা ৪) সুমন মন্ডল ৫) সিঞ্চন মন্ডল ৬) সীমা পাল উক্ত দাতাগণের পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার বেনীমাধব কুণ্ডু এর দ্বারা দলিল মূলে বাঁকুড়ার A.D.S.R Office ২০৪৯১৮/২০২১ ও ২০০৬৬২/২০২৪ নং আমোক্তার দ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, আইল্যাকুন্দি মৌজায় (২১৭) ৯৬ ও ৯১ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৪০১ নং দাগে ০.০৪১২৯ একর (আসমাউল হক্ ও রেশমাউল হক্) ও ০.০৬৫৪ একর (রহিনূল হক্) জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L. & L.R.O.-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

অভিষেক চৌধুরি
(অ্যাডভোকেট)
জজ কোর্ট, বাঁকুড়া
এনরোল নং. এফ/৪২৩/৬৫২/২০১৭

অন্ডাল বিমানবন্দরে বাতিল একাধিক বিমান

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৩ আগস্ট ঃ অন্ডাল বিমানবন্দর থেকে জল নেমেছে। তবুও শনিবার স্বাভাবিক হয়নি পরিষেবা। এদিন একাধিক বিমান বাতিল করা হয়েছে। ভারী বৃষ্টিতে অন্ডালের কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দর জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল শুক্রবার। সারা দিন বিমান চলাচল বন্ধ রাখতে হয়েছিল। বিমানের রানওয়ে থেকে শুরু করে বিমানবন্দরে প্রবেশের রাস্তা, সর্বত্র জল দাঁড়িয়েছিল। বিমান ওঠানামা করার মতো পরিস্থিতি সেখানে ছিল না। শুক্রবারের জন্য বিমানবন্দর বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরিষেবা স্বাভাবিক হয়নি শনিবার। এদিন বাতিল করা হয়েছে একাধিক বিমান। রবিবার পরিষেবা স্বাভাবিক হওয়ার আশায় কর্তৃপক্ষ।

রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী বিপজ্জনক রেলওয়ে ট্র্যাক স্টান্টের জন্য গ্রেপ্তার ইউটিউবার

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট ঃ বেপরোয়া আচরণের উপর একটি বড় ক্র্যাকডাউনে, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী প্রচারের জন্য রেলওয়ে ট্র্যাকের সাথে অপরাধমূলক কারসাজি করে জননিরাপত্তা বিপন্ন করার জন্য একজন ইউটিউবারকে গ্রেপ্তার করেছে। টুইটারে ভাইরাল হওয়া ভিডিওগুলিতে একজন ব্যক্তিকে রেলওয়ে ট্র্যাকের উপর বিভিন্ন ধরণের বস্তু স্থাপন করতে দেখা গেছে, জরুরী তদন্তের অনুরোধ জানানো হয়েছে। অপরাধী, গুলজার শেখ তার ইউটিউব চ্যানেলে ২৫০ টিরও বেশি ভিডিও আপলোড করেছে এবং ২ লাখেরও বেশি সাবস্ক্রাইবার রয়েছে। তার অনক্যামেরা ক্রিয়াকলাপ রেলওয়ে নিরাপত্তা এবং অপারেশন উভয় ক্ষেত্রেই একটি উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি তৈরি করেছে। শেখের ইউটিউব প্রোফাইল এবং সোশ্যাল মিডিয়া উপস্থিতির বিশদ বিশ্লেষণের মাধ্যমে,আরপিএফ উনচাহার, উত্তর রেলওয়ে ০১০৮২০২৪ তারিখে রেলওয়ে আইনের বিভিন্ন বিধানের অধীনে অপরাধটি নথিভুক্ত করেছে। একই দিনে,আরপিএফ এবং স্থানীয় পুলিশের একটি যৌথ দল সৈয়দ আহমেদের ছেলে গুলজার শেখকে উত্তরপ্রদেশের সোরাওঁ (এলাহাবাদ) খান্দ্রাউলি গ্রামে তার বাসা থেকে গ্রেফতার করে। দ্রুত এবং কার্যকর পদক্ষেপের জন্য আরপিএফ , লক্ষ্ণৌ বিভাগের প্রশংসা করার সময়,ডিজি, আরপিএফ জোর দিয়েছিলেন যে গুলজার শেখের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ ভারতীয় রেলের নিরাপত্তার সাথে আপস করার চেষ্টাকারী ব্যক্তিদের জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করবে। তিনি রেলওয়ে নিরাপত্তার গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করেন এবং জনসাধারণকে আশ্বস্ত করেন যে রেলের নিরাপত্তাকে ক্ষুন্ন করার যে কোনো প্রচেষ্টা দৃঢ় সংকল্প এবং কঠোর আইনি পদক্ষেপের সাথে মোকাবিলা করা হবে এবং যারা এই ধরনের কার্যকলাপে জড়িত তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য বিচার করা হবে। ডিজি, আরপিএফ জনসাধারণকে এই ধরনের ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত না হওয়ার জন্য এবং রেলের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তার সাথে আপস করে এমন কোনও কাজের রিপোর্ট করার জন্য আবেদন করেছে। এই ধরনের তথ্য টোলফ্রি হেল্পলাইন নম্বর ১৩৯-এর মাধ্যমে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী বা রেল মাদাদে দেওয়া যেতে পারে।

KHATOD INVESTMENTS & FINANCE CO LTD
Regd.Office : 1, Ramesh Mitra Road, Third Floor, Kolkata - 700 025
Phone : 033 4450 0500,
E mail: khatodinv@gmail.com, Website : www.khatodinv.com
CIN : L65993WB1990PLC084695

৩০ জুন, ২০২৪ এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০.৬.২৪ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩০.৬.২৩ অনিরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১.৩.২৪ পরীক্ষিত
১.	মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	০.০০	৪১০.১৯	১৯.২৯
২.	নিট লাভ সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী / অথবা অতি অসাধারণ আইটেম)	-১.৪১	-১১.৫৫	-২৪.৭২
৩.	নিট লাভ সময়ের জন্য (করের আগে, আগের ব্যতিক্রমী / অথবা অতি অসাধারণ আইটেম)	-১.৪১	-১১.৫৫	-২৪.৭২
৪.	নিট লাভ সময়ের জন্য (করের পরে, আগের ব্যতিক্রমী / অথবা অতি অসাধারণ আইটেম)	-১.৪১	-১১.৫৫	-২৪.৭২
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মিলিত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	১১৬১.৭৩	৬৩৫.৫২	২৬৫৪.০৭
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩০.০২২	৩০.০২২	৩০.০২২
৭.	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (বার্ষিক নয়) (অসাধারণ আইটেমের আগে)			
	মূল	-০.০৫	-০.৩৮	-০.৮২
	মিশ্র	-০.০৫	-০.৩৮	-০.৮২
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতি ১০ /- টাকা) (অসাধারণ আইটেমের পরে)			
	মূল	-০.০৫	-০.৩৮	-০.৮২
	মিশ্র	-০.০৫	-০.৩৮	-০.৮২

বিঃদ্রঃ
উপরে SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস।
উল্লিখিত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ৩ আগস্ট, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
ত্রৈমাসিক সমাপ্ত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় যেখানে কোম্পানির শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে অর্থাৎ www.khatodinv.com -এ।

বোর্ডের আদেশ দ্বারা
স্বা /- মনীষা পিঞ্চা
সমগ্র সময়ের পরিচালক
DIN: 07143031

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ৩ আগস্ট, ২০২৪

নদীতে ভেসে যাওয়া গাড়ি-সহ এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম বর্ধমান, ৩ আগস্ট ঃ পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের কল্যাণপুর হাউজিং ব্রিজ পার হওয়ার সময় শুক্রবার সন্ধ্যায় নুনি নদীর প্রবল স্রোতে ভেসে যাওয়া গাড়ি সহ একজন ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করেছে এনডিআরএফ। নিহতের নাম চঞ্চল বিশ্বাস (৫৯)। তিনি আসানসোলের ধড়কা সুগম পার্কের বাসিন্দা ছিলেন। জানা গেছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় এক চালক গাড়ি নিয়ে জলমগ্ন সেতুর উপর দিয়ে নদী পার করার চেষ্টা করার সময় প্রবল স্রোতে জলে তলিয়ে যায়। কেউ কেউ এই ঘটনার একটি ভিডিও করেছেন যা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরালও হচ্ছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গাড়িটির খোঁজ শুরু করে। এবং এনডিআরএফ উদ্ধারকারী দল নৌকা নদীতে নামিয়ে দেয় এবং ১২ ঘন্টা পর গাড়ি সহ ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

চাকরি পাইয়ে দেওয়ার টোপ দিয়ে প্রতারণা, গ্রেফতার অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৩ আগস্ট ঃ চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণার অভিযোগ উঠল এক সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে। গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তকে। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। অভিযুক্তকে শনিবার কৃষ্ণনগর জেলা আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে কোতোয়ালি থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারকে। গত ৩১ জুলাই কোতোয়ালি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন দীপঙ্কর হালদার নামে এক টোটো চালক। অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানা পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ধৃতর নাম তারক দে। সে সিভিক ভলেন্টিয়ারের চাকরি দেওয়ার নাম করে ১১ হাজার ৩৭০ টাকা নেয় বলে অভিযোগ।

প্রকৃতির কোলে শিক্ষা দেখতে, স্পেন থেকে শান্তিনিকেতনে তিরিশ শিক্ষক

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৩ আগস্ট ঃ ক্লাসরুমের চার দেওয়ালে শিক্ষা দান দেখতে অভ্যস্থ গোটা বিশ্ব। স্পেন তার ব্যতিক্রম নয়। সে কারণে

প্রকৃতির কোলে শিক্ষাদান কেমন দেখতে, সরাসরি স্পেন থেকে শান্তিনিকেতনে একদিনের ভ্রমণে এলেন তিরিশ জন শিক্ষক। প্রতুল কুণ্ডু নামে একজন বিশ্বভারতীর প্রাক্তনী। তিনি জানান, তিনি স্পেনের এক শহরে থাকেন। ওখানকার এক অধ্যাপক শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে স্পেনের বেশ কয়েকজন অধ্যাপকদের আগ্রহ জন্মায়। তাঁরা পাঠভবনে প্রকৃতির কোলে কিভাবে শিক্ষা লাভ করেন সেটা দেখার। তাঁরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আমি উনাদের নিয়ে আসি। গোটাদিন ক্যাম্পাস ঘোরার পর উনাদের রবীন্দ্রভবন নিয়ে যাব। উনারা ওখানে অনেক কিছু জানার সুযোগ পাবেন। ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে উনারা কাজ করছেন। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আছে। আগত জোস ম্যানুয়েল জানান, আমি স্পেন থেকে এখানে স্কুল দেখতে এসেছি, এসেছি শিখতে।

ভিস্কো ট্রেড অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড
রেজি অফিসঃ পি-৪৫ গোরাগাছা রোড, নিউ আলিপুর, কলকাতা- ৭০০০৫৩, পশ্চিমবঙ্গ
ওয়েবসাইট ঃ www.viscotradeassociates.in ই-মেইল আইডি ঃ tradevisco@gmail.com
GIN: L57339WB1983PLCO35628

৩০ জুন, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র এবং একত্রিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং.	বিবরণ	স্বতন্ত্র				অস্বতন্ত্র			
		৩ মাস শেষে ৩০।৬।২৪ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১।৩।২৪ পরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩০।৬।২৩ অনিরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩০।৬।২৪ পরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩০।৬।২৪ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১।৩।২৪ পরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩০।৬।২৩ অনিরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩০।৬।২৪ পরীক্ষিত
১.	মোট আয় কারবার থেকে	৩,৪৩১.৫৩	৩,৭৩৫.৯৭	৪,০৬৩.৩৭	২১,১৫৫.২৭	৩,৭১০.২৯	৩,৯৭৬.৩৪	৪,৩০১.৯৫	২২,০৮৮.৩৫
২.	নিট লাভ সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী / অথবা অতি অসাধারণ আইটেম)	২,২৮২.৬৪	৬৭৫.০২	৭৮৮.৫৯	৩,৯১৬.৬৫	২,২৮২.৮১	৬৮৫.০৪	৭৮৮.৬৬	৩,৯৪৩.৪২
৩.	নিট লাভ সময়ের জন্য (করের আগে, আগের ব্যতিক্রমী / অথবা অতি অসাধারণ আইটেম)	২,২৮২.৬৪	৬৭৫.০২	৭৮৮.৫৯	৩,৯১৬.৬৫	২,২৮২.৮১	৬৮৫.০৪	৭৮৮.৬৬	৩,৯৪৩.৪২
৪.	নিট লাভ সময়ের জন্য (করের পরে, আগের ব্যতিক্রমী / অথবা অতি অসাধারণ আইটেম)	১,৮৭৩.৩৯	৫২৭.৪২	৭৮৮.৬৬	৩,৩১২.৭২	১,৮৭৩.০৬	৫৩৭.০৬	৭৮৮.১০	৩,৩২০.৮৩
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মিলিত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	১,৮৭৩.৩৯	৫৪০.৭৩	৭৮৮.৬৬	৩,৩৪৩.৯৯	১,৮৭৩.০৬	৫৫০.৩৬	৭৯৯.৩৩	৩,৩৫২.১০
৬.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস মূল্য প্রতিটি ২ টাকা)	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮	৪৮০.২৮
৭.	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় মূল ও মিশ্র	৭.৮০	২.২০	৩.২৮	১৩.৭৯	৭.৮০	২.২৪	৩.২৮	১৩.৮৩

মন্তব্যঃ
১) উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছিল এবং ২ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদ তাদের মিটিংয়ে রেকর্ডে নিয়েছিল।
২) উপরেরটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ৩০ জুন, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস ৩০ জুন, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে উপলব্ধ। www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.viscotradeassociates.in

ভিসকো ট্রেড অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেডের জন্য
পরিচালন অধিকর্তা
স্বা / -রাজীব গোয়েঙ্কা
DIN: 03472302

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২ আগস্ট, ২০২৪

হাওড়া ডিভিসনে এটিভিএম সুবিধাদাতা নিয়োগ

অ্যাপ্লিকেশন বিজ্ঞপ্তি নং : কম/সিএফ/এটিভিএম-ফেস/এইচডব্লুএইচ/২৪-২৫ তারিখ ০২.০৮.২০২৪
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া ডিভিসন, পূর্ব রেলওয়ে, রেল যাত্রী নিবাস ভবন (৫ম তল), হাওড়া-৭১১১০১, নিম্নলিখিত কাজের জন্য অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মী এবং সাধারণ জনগণের নিকট থেকে আবেদন আহ্বান করছেন : **কাজের বিবরণ:** হাওড়া ডিভিসনের স্টেশনগুলিতে অটোমেটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিনের (এটিভিএম) মাধ্যমে অসংরক্ষিত টিকিট ইস্যু করার জন্য সুবিধাদাতা নিয়োগ। **(১)** সুবিধাদাতা নিযুক্ত করার অগ্রাধিকার নিম্নরূপ : (i) অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মী, (ii) অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মীর পত্নী/প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান। **(২)** সুবিধাদাতা হিসেবে নিয়োগের জন্য সাধারণ জনগণের সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করার সময় যদি অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মীরাও ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহলে সুবিধাদাতা হিসেবে নিয়োগের জন্য অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। **(৩)** প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত আবেদন গৃহীত হলে **লট ড্রয়ের মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। (৪)** এটিভিএম সুবিধাদাতার মেয়াদকাল **৩১.০৩.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত** হবে যা রেলওয়ে বোর্ডের নির্দেশানুসারে বছরভিত্তিক বাড়ানো হতে পারে। **(৫)** রেলওয়ে কর্তৃক কোনও পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে না। প্রযোজ্য নিয়মাবলী সাপেক্ষে সুবিধাদাতা বিক্রীত টিকিট মূল্যের ৩ শতাংশ কমিশন হিসেবে পাওয়ার যোগ্য। **(৬)** আবেদনকারী কেবলমাত্র একটি স্টেশনের জন্যই আবেদন করতে পারবেন। একাধিক আবেদন সরাসরিভাবে প্রত্যাখ্যান করা হবে। **(৭)** যদি সাধারণ জনগণ সুবিধাদাতা হিসেবে নিযুক্ত হন তাহলে কাজ শুরুর আগে তাঁকে নিম্নলিখিত রাশি ফেরতযোগ্য নিরাপত্তা জমা হিসেবে জমা রাখতে হবে - এনএসজি-১ ও এনএসজি-২-এর জন্য ৫০,০০০ টাকা এবং অন্যান্য স্টেশনের জন্য ২৫,০০০ টাকা। **(৮)** এটিভিএম সুবিধাদাতা হিসেবে নিয়োগ রেলওয়ের অভ্যন্তরে কোনও কর্মসংস্থানের অধিকার প্রদান করে না। নিয়োগটি সম্পূর্ণ চুক্তিভিত্তিক এবং সুবিধাদাতাকে রেলওয়ে পরিষেবায় যোগদান, কর্মসংস্থানের নিয়মিতকরণ, বোনাস অথবা রেলওয়ে পাসের সুবিধা ইত্যাদির অধিকার প্রদান করে না। **(৯)** নিয়োগের সাধারণ শর্তাবলী, প্রতিটি স্টেশনে কজন করে সুবিধাদাতা নিয়োগ করা হবে, আবেদনপত্র, যোগ্যতার শর্তাবলী, মেয়াদ, নির্বাচন প্রক্রিয়া ইত্যাদি টেন্ডার ফর্মে পাওয়া যাবে ও সেটি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in**-এর 'টেন্ডার' ট্যাব থেকে ডাউনলোড করা যাবে এবং সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া (রেল যাত্রী নিবাস ভবন), ৫ম তলের কার্যালয় থেকেও পাওয়া যাবে। **(১০)** উপরোক্ত কার্যালয়ে এই উদ্দেশ্যে রাখা বাক্সে সিল করা কভার জমা করতে হবে। পোস্টের মাধ্যমে গৃহীত আবেদন বাতিল করা হবে। **(১১) গুরুত্বপূর্ণ তারিখ :** ওয়েবসাইটে আবেদনপত্রের প্রকাশ এবং ডাউনলোডিং **০৫.০৮.২০২৪ তারিখ থেকে** শুরু হবে। সিনিয়র ডিসিএম/হাওড়ার কার্যালয় থেকে আবেদনপত্রের প্রাপ্যতা এবং আবেদনপত্র জমা **০৫.০৮.২০২৪ তারিখ থেকে** শুরু হবে। আবেদনপত্র জমা করার শেষ তারিখ ও সময় **২০.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো।** আবেদনপত্র খোলার তারিখ **২০.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে।**

(HWH-199/2024-25) **সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/হাওড়া**
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

খাওয়া- দাওয়া

অলিম্পিক রেস্টুরেন্টে অ্যাথলেটদের জন্য প্রতিদিন পরিবেশন করা হচ্ছে প্রায় ৬০ হাজার খাবার

কথায় আছে, ফ্রান্সের প্রতিটি গ্রামই যেন একেকটি বেকারি। কথাটা মিথ্যা নয়, তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ ফ্রান্সের সেন্ট ডেনিসের 'অলিম্পিক ভিলেজ'। ভিলেজ দিয়ে প্রবেশ করতেই প্রথম যে ঘ্রাণ নাকে এসে লাগবে, তা ফ্রান্সের বিখ্যাত খাবার ব্যাগেটের।

অলিম্পিকে অংশ নিতে প্যারিসে পাড়ি জমিয়েছেন প্রায় সাড়ে ১০ হাজার অ্যাথলেট। কলাকুশলী মিলিয়ে সংখ্যাটা প্রায় ১৫ হাজারের কাছাকাছি। এই সুবিশাল আয়োজনে খেলোয়াড়দের যেমন প্রয়োজন বিশ্রাম, তেমনই বিশেষ নজর রাখা হয় খেলোয়াড়দের ডায়েটের দিকে। প্যারিস অলিম্পিকও তাই অলিম্পিক ভিলেজের রেস্টুরেন্ট সাজিয়েছে মহাসমারোহে। যাতে শুধু ফরাসি নয়, খেলোয়াড়েরা চাইলে চেখে দেখতে পারবেন পুরো বিশ্বের খাবারের স্বাদ। ফিল্ম স্টুডিওকে বানানো হলো ডাইনিং হল

এবারের অলিম্পিক ভিলেজের মূল আকর্ষণ হচ্ছে অলিম্পিক রেস্টুরেন্ট। রেস্টুরেন্ট না বলে এটাকে ডাইনিং হল বললেই ভালো হবে। কারণ, একই ছাদের নিচে একটি-দুটি নয়, রয়েছে মোট ছয়টি আলাদা আলাদা রেস্টুরেন্ট। ছয়টি রেস্টুরেন্ট মিলে তৈরি করা হয়েছে একটি হাব। যেখানে খেলোয়াড়দের জন্য রয়েছে ২৪ ঘণ্টা বিরতিহীন সেবার ব্যবস্থা। সেন্ট ডেনিসের পুরোনো এক ফিল্ম স্টুডিওকে বদলে ফেলা হয়েছে বিশাল ডাইনিং হলে। প্রায় ৪৬ হাজার বর্গমিটার আয়তনের ডাইনিং হলে একসঙ্গে খাবার গ্রহণ করতে পারবেন প্রায় তিন হাজার লোক। শুধু তাই নয়, ডাইনিং হলের বিশাল জানালা দিয়ে তাকালে উপভোগ করা যাবে সিন নদীর সৌন্দর্যও। বাইরে থেকে বিশাল আয়োজন মনে হলেও ভেতরটা বেশ সাধারণ। যেন দামি কোনো রেস্টুরেন্টের বুফে এরিয়া। সারি সারি করে সাজানো খাবারের পদ, সেখান থেকে বেছে বেছে যেটা পছন্দ, সেটাই পাতে তুলে নিচ্ছেন অ্যাথলেটেরা।

৬টি রেস্তোরাঁয় কী আছে

অলিম্পিকজুড়ে ক্রীড়াবিদদের খাওয়াদাওয়ার দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে বিখ্যাত ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি সুডেক্সু লাইভ। পুরো ডাইনিং হলকে তারা ভাগ করেছে আলাদা আলাদা ছয়টি আলাদা রেস্তোরাঁয়। প্রথমটি আন্তর্জাতিক, যেখানে পাওয়া যাচ্ছে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় সব খাবার। দুটি ফরাসি রেস্তোরাঁ, যেখানে ফ্রান্সের বিখ্যাত খাবারগুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে সবাইকে। দুটি এশিয়ান, যেখানে এশিয়ার বিখ্যাত খাবারগুলো থাকবে অ্যাথলেটদের জন্য। শেষটি হালাল রেস্টুরেন্ট, যেখানে মুসলিম অ্যাথলেটদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে হালাল খাবারের। রেস্টুরেন্টের বাইরেও পুরো এলাকাজুড়ে তৈরি করা হয়েছে ২০০টি জল ও জুসের ফাউন্টেইন। সেখান থেকে রিইউজেবল কাপ দিয়ে পছন্দসই জুস খেতে পারবেন অ্যাথলেটরা।

পরিবেশন করা হবে ১ কোটি ৩০ লাখ খাবার

বিশাল এই কর্মযজ্ঞ সফল করতে প্যারিসে জমায়েত হয়েছেন প্রায় ২০০ শেফ। পুরো আয়োজনের দেখাশোনা করছেন সুডেক্সু লাইভের প্রধান শেফ চার্লস গিলয়। তাঁর অধীনে রয়েছেন আরও তিন জনপ্রিয় শেফআমাদিন চেগনট, অ্যালেকজেন্দ্রে মাৎিসয়া ও আকরাম বেনালাল। চার ফ্রেঞ্চ শেফের প্রত্যক্ষ নির্দেশনাতেই তৈরি হচ্ছে অলিম্পিয়ানদের জন্য সুস্বাদু খাবার। অলিম্পিক রেস্টুরেন্টে অ্যাথলেটদের জন্য প্রতিদিন পরিবেশন করা হচ্ছে প্রায় ৬০ হাজার খাবার। গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক ও প্যারা অলিম্পিক মিলিয়ে মোট ১ কোটি ৩০ লাখ প্লেট খাবার পরিবেশন করা হবে খেলোয়াড় ও কলাকুশলীদের।

শুধু অলিম্পিকেই খাবার দেওয়া হবে এক কোটি প্লেট। তবে অ্যাথলেটদের জন্য তো আর যে সে খাবার বানালে চলবে না, তা হতে হবে পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ। আবার পেট পূজা করতে গিয়ে যাতে অসুস্থ না হয়ে পড়েন, সেদিকেও থাকছে আলাদা নজর। সুডেক্সু লাইভের পুষ্টিবিশেষজ্ঞ ক্রস্তেলে লেমোতের মতে, '২০৬টি দেশের অ্যাথলেটদের জন্য মেনু তৈরি করা মানে প্রতিটি সংস্কৃতি, প্রত্যেক মানুষের অভ্যাস, পছন্দ-অপছন্দের দিকে আলাদা আলাদা করে নজর দেওয়া। আমরা চেষ্টা করছি এমন মেনু তৈরি করার, যাতে প্রত্যেকেই তাঁদের ''কমফোর্ট ফুড খুঁজে পান।' এ কারণেই অলিম্পিক ডাইনিং হলে অ্যাথলেটদের জন্য রয়েছে ৫০০ পদের খাবার। প্রতিটি রেস্টুরেন্টেই রয়েছে সালাদের ব্যবস্থা। সেই সঙ্গে থিম অনুযায়ী বিভিন্ন পদের খাবার। তবে বিশাল মুভি স্টুডিওকে রেস্তোরাঁয় বদলে ফেলায় সমস্যায়ও পড়তে হয়েছে তাঁদের। কিচেনে ফ্রায়ার ইনস্টল করতে না পারায় পুরো ডাইনিং হলে নেই কোনো ফ্রায়েড ফুড।

পরিবেশবান্ধব ডাইনিং

ডাইনিং হলে নেই কোনো প্লাস্টিকের ছোঁয়া। শুধু অলিম্পিকের জন্য তৈরি করা হয়েছে ৩৫ হাজার প্লেট। ব্যবহার করা হচ্ছে পুনরায় ব্যবহার করা যায় এরকম ক্রোকারিজ এবং কাপ। প্লাস্টিক বর্জ্য পরিহারের সব ব্যবস্থাই নিয়েছেন আয়োজকেরা। শুধু প্লাস্টিক বর্জ্য নয়, পুরো আয়োজনের ৮০ ভাগ উপকরণই এসেছে প্যারিসের আশপাশের গ্রাম থেকে। অলিম্পিক ভিলেজের ২৫০ কিলোমিটারের মধ্যে পাওয়া যাবে খাবার তৈরির প্রায় সব উপাদান।

তবে অলিম্পিক ভিলেজে যে শুধু আয়োজকদের রান্না করা খাবার খেতে হবে, ব্যাপারটা তেমন নয়। অনেক দেশই তাদের অ্যাথলেটদের সঙ্গে নিজেদের শেফ ও খাবার নিয়ে আসে। খেলোয়াড়দের সুস্বাস্থ্য রক্ষায় বিভিন্ন নিয়মের বেড়াজালেও বেঁধে দেওয়া হয় খেলোয়াড়দের। যেমন মার্কিন খেলোয়াড়েরা তাঁদের খেলা শেষ হওয়ার আগে অলিম্পিক ভিলেজের কোনো পানীয় পান করতে পারবেন না। আবার দক্ষিণ কোরীয় অ্যাথলেটদের জন্য রয়েছে আলাদা পুষ্টিবিদ। তাঁর বেঁধে দেওয়া নিয়ম অনুযায়ী খাওয়াদাওয়া করছেন অ্যাথলেটরা।

রয়েছে সমালোচনাও

এত কিছুর পরও সমালোচনা এড়াতে পারেননি আয়োজকেরা। অলিম্পিক শুরুর দুই দিনের মাথায় ডাইনিং হলজুড়ে দেখা যায় ডিম ও মাংসের সংকট। এ ছাড়া মাংসের রান্না নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন গ্রেট ব্রিটেনের অ্যাথলেটরা। যে কারণে অলিম্পিকের মাঝপথেই নতুন ক্যাটারিং সার্ভিসের সঙ্গে চুক্তি করেছে গ্রেট ব্রিটেনের অলিম্পিক কমিটি। এ ছাড়া নিরামিষ খাবারের আধিক্য নিয়েও কথা উঠেছে কিছু জায়গায়। যদিও আয়োজকেরা দাবি করেছেন, খেলোয়াড়দের সব অভিযোগই আমলে নিচ্ছেন তাঁরা। ডিম ও মাংসের জোগান ইতিমধ্যে দ্বিগুণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে সেটাও বিবেচনায় নেবেন আর যত দ্রুত সম্ভব সাধ্যমতো তার সমাধানও করবেন।

গত দুই অলিম্পিকেই খেলোয়াড়দের খাবার নিয়ে বেশ বড়সড় অভিযোগ ছিল। বিশেষ করে ৩২তম টোকিও অলিম্পিকে জাপানিজ খাবারকে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছিল, সে তুলনায় বাকি ডিশের পরিমাণ ছিল উল্লেখযোগ্য হারে কম। খেলোয়াড়েরা তাঁদের পছন্দসই খাবার খেতে পারেননি বলেও অভিযোগ ছিল আয়োজকদের ওপরে। সেদিক থেকে প্যারিস অবশ্য এগিয়েই আছে। প্রায় ৫০০ পদের আয়োজন, সেই সঙ্গে পুরো ডাইনিংকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা। সব মিলিয়ে খাবারের বৈচিত্র্যে কমতি রাখেননি আয়োজকেরা। ভোজনরসিকেরা ফ্রান্সে এসে খাবারের স্বাদ নিয়ে সমালোচনা করলে কী বেইজ্জতিই না হতে হতো বলুন!

খানাকুলের বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এলেন মন্ত্রী এবং প্রশাসনিক কর্তারা

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা, হুগলি, ৩ আগস্ট ঃ কয়েকদিনের অতিবৃষ্টি এবং হঠাৎ করে ডিভিসি জল ছেড়ে দেওয়ার ফলে আরামবাগ মহকুমার খানাকুলের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে আজ প্লাবিত এলাকাগুলি পরিদর্শনে আসেন রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না আরামবাগের সাংসদ মিতালী বাগ হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহ-সভাধিপতি যথাক্রমে রঞ্জন ধাড়া ও কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা তারকেশ্বরের বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায় হুগলি জেলা শাসক মুক্তা আর্য সহ জনপ্রতিনিধিগণ ও প্রশাসনিক আধিকারিক বৃন্দ। পরে এক পর্যালোচনা বৈঠকের পর মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন কয়েকদিনের অতি বর্ষণ এবং ডিভিসি থেকে জল ছাড়ার ফলে আরামবাগ মহকুমার নিচু এলাকাগুলি প্লাবিত হয়ে পড়েছে। এর সাথে সাথে নদীতে জল বাড়ছে ফলে এই পরিস্থিতি সামাল দিতে আমরা আজ প্লাবিত এলাকা গুলি পরিদর্শন করলাম এবং একটি পর্যালোচনা বৈঠকের মাধ্যমে স্থির হয়েছে যে,

বিপদজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার আগেই যাতে প্রশাসনিক ভাবে বয়স্ক, শিশু এবং গর্ভবতী মহিলাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া যায় তার ব্যবস্থা করার সাথে সাথে মাইকিং করে মানুষকে সচেতন করারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মন্ত্রী জানান মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ একটিও প্রাণ যাতে না যায় তার সব রকম ব্যবস্থা করতে হবে। সেই মতো আমরা যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করছি। ফ্লাড সেন্টার গুলি, স্কুল বাড়ি এমনকি বেসরকারি লজ গুলিকে ও তৈরি রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে সেখানে আপৎকালীন অবস্থায় মানুষকে সরিয়ে আনা যায়। এছাড়াও পর্যাপ্ত ত্রিপল এবং শুকনো খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি বলেন আরামবাগ এবং ঘাটাল মহকুমায় প্রতিবছর বন্যা থেকে মুক্তি পেতে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান তৈরির প্রস্তাব হলেও কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না দেওয়ায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করা যাচ্ছে না যদিও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নিজের প্রচেষ্টায় ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান অবিলম্বে শুরু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এদিকে ডিভিসির জল ছাড়ার ফলে হুগলির সঙ্গে মেদিনীপুরের যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে নৌকো করে মানুষ কোনক্রমে যাতায়াত করছেন। বিশেষ করে দারকেশ্বর, মুন্ডেশ্বরীর জলস্পিতিতে মানুষ আতঙ্কিত রয়েছেন।

৩৪.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে পুনর্বিকাশিত হচ্ছে অসমের ফকিরাগ্রাম স্টেশন

মালিগাঁও, ৩ আগস্টঃ উত্তর পূর্বাঞ্চল ও অসমে রেলওয়ে সা-সুবিধাগুলি আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ২০২৪-২৫-এর অন্তর্বর্তী বাজেটে রেলওয়ে পরিকাঠামোর প্রকল্পগুলির জন্য ১০,৩৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৬০টি রেলওয়ে স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম (এবিএসএস)-এর অধীনে বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধাযুক্ত করে পুনর্বিকশিত করা হবে। নির্বাচিত স্টেশনগুলির মধ্যে অসমের ফকিরাগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে ৩৪.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে এক উল্লেখযোগ্য নতুন রূপ লাভ করবে। এই স্টেশনটির পুনর্বিকাশের ফলে নিকটবর্তী অঞ্চলগুলির রেল ব্যবহারকারীরা অত্যাধুনিক সুবিধা লাভ করবেন। অসমের কোকরাঝাড় জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন হলো ফকিরাগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে নিউ জলপাইগুড়ি-নিউ বঙাইগাঁও সেকশনের মধ্যে স্টেশনটি অবস্থিত। রিটায়ারিং রুম এবং ওয়েটিং রুম সহ যাত্রীদের সুবিধার্থে সর্বশেষ সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি বিদ্যমান স্টেশন ভবনটি উন্নত সম্মুখ অংশ সহ সম্প্রসারণ করা হবে। দিব্যাঙ্গজনদের জন্য অনুকূল রেম্প এবং লিফট ও একটি ৫ মিটার চওড়া ফুট ওভার ব্রিজের মতো অন্যান্য আধুনিক সুবিধা সহ শৌচালয়ের সুবিধাও প্রদান করা হবে। নতুন টয়লেট ব্লকটি পুরুষ ও মহিলা যাত্রীদের জন্য পৃথকভাবে নির্মাণ করা হবে। চারপাশের সৌন্দর্যায়ন সহ উন্নতমানের পার্কিং সুবিধার পরিকল্পনাও করা হয়েছে। যাত্রীদের সহজ চলাচলের জন্য প্রত্যেকটি প্ল্যাটফর্মে শেল্টার প্রদান করা হবে এবং মার্বেল পাথর, টাইল্‌স ইত্যাদি দিয়ে নতুনভাবে সারফেস নির্মাণ করা হবে। আগমন ও প্রস্থান পথের উন্নয়ন করা হবে, যার ফলে যাত্রীরা উন্নতমানের পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করতে পারবেন। উপরোক্ত সকল কাজের জন্য ইতিমধ্যেই টেন্ডার প্রদান করা হয়েছে।

নতুন স্টেশন ভবনের ফাউন্ডেশনের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। যাত্রী সুযোগ-সুবিধার জন্য অন্যান্য কাজ যেমন কোচ গাইডেন্স বোর্ড স্থাপন, ট্রেন ইনফরমেশন ডিসপ্লে সিস্টেম, প্ল্যাটফর্মের সম্প্রসারণ, দিব্যাঙ্গজনের জন্য সহজলভ্য ওয়াটার বুথের ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্যও কাজ চলছে। এই স্টেশনটির উন্নয়নের ফলে নতুন কর্মসংস্থানের পাশাপাশি ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হবে এবং শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির যাত্রীদের ভ্রমণ সহজ করে তুলবে এবং পর্যটনের ব্যাপক প্রসার ঘটবে।

কমলাক্ষ ও অনুরাগের কুশপুতুল দাহ কংগ্রেসের

করিমগঞ্জ, ৩ আগস্ট ঃ কংগ্রেসের সঙ্গে মাদ্রাসার তুলনা বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের এবং সংসদে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে অনুরাগ ঠাকুরের মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে দুজনের কুশপুতুল দাহ করেছে করিমগঞ্জ কংগ্রেস।

আজ শনিবার জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীরা। কংগ্রেস কার্যালয় মাদ্রাসায় পরিণত হয়েছে বলে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের মন্তব্যের তীব্র ধিক্কার জানিয়ে জেলা সভাপতি রজত চক্রবর্তী বলেন, কংগ্রেস কার্যালয় হচ্ছে সব ধর্মের সমন্বয়স্থল।

তিনি কমলাক্ষকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ভবিষ্যতে এ ধরনের মন্তব্য থেকে বিরত থাকতে। এছাড়া তিনি বলেন, সাহস থাকলে অবিলম্বে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য।

এদিকে সংসদে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে অনুরাগ ঠাকুরের মন্তব্যেরও তীব্র প্রতিবাদ জানান তাঁরা। এদিন অনুরাগ ঠাকুরেরও কুশপুতুল দাহ করা হয়েছে।

শহর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ সহ অনেকে আজকের প্রতিবাদী কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। উল্লেখ্য, গুয়াহাটিতে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেছিলেন, করিমগঞ্জে কংগ্রেস কার্যালয়ে প্রবেশ করলে মনে হয় মাদ্রাসার ভেতরে প্রবেশ করেছেন।

সমালোচনার মুখে পড়েছেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৩ আগস্টঃ যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস ডেমোক্রেটিক পার্টির সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা আসার পর থেকেই ট্রাম্প শিবিরে একের পর ধাক্কা আসছে। জনপ্রিয়তায় কমলা এরই মধ্যে ট্রাম্পকে ছাড়িয়ে গেছেন বলে জরিপে উঠে এসেছে। তহবিল সংগ্রহেও একই অবস্থায়। সর্বশেষ কমলার বর্ণ পরিচয় নিয়ে আক্রমণ করে সমালোচনার মুখে পড়েছেন ট্রাম্প। এ পরিস্থিতিতে রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প কমলার সঙ্গে টেলিভিশন বিতর্কে অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানান। কিন্তু অবশেষে কমলার সঙ্গে বিতর্কে অংশ নিতে সম্মত হয়েছেন ট্রাম্প। গত শুক্রবার ট্রাম্প নিজেই এ তথ্য জানিয়েছেন। এক পোস্টে লেখেন, 'কমলা হ্যারিসের সঙ্গে বিতর্ক করতে আমি ফক্স নিউজের সঙ্গে গত বুধবার সম্মত হয়েছি। ৪ সেপ্টেম্বর আমরা বিতর্কে অংশ নেব।'শুক্রবার ট্রাম্পের এ ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা আগে নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির দলীয় প্রার্থিতা নিশ্চিত করেছেন কমলা। ডেমোক্রেটিক পার্টির দলীয় প্রার্থী হতে কমলার প্রতিনিধিদের (ডেলিগেট) যে পরিমাণ ভোট দরকার, তিনি এরই মধ্যে তার চেয়ে বেশি পেয়েছেন। ডেমোক্রেটিক পার্টির 'ন্যাশনাল কমিটি চেয়ার' জেইম হ্যারিসন শুক্রবার এ ঘোষণা করেন। সিএনএন জানায়, প্রেসিডেন্ট প্রার্থী চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার থেকে ই-মেইলে ভোট গ্রহণ শুরু করে ডেমোক্রেটিক পার্টি। সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিরা আগামী সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রার্থী বাছাইয়ে ভোট দিতে পারবেন। কিন্তু ভোট গ্রহণ শুরুর ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে কমলা মনোনয়ন পাওয়ার জন্য তাঁর প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ভোট পেয়ে গেছেন।

প্রতিনিধিদের ভোটে প্রার্থিতা নিশ্চিত করলেও কমলার ডেমোক্রেটিক পার্টির দলীয় মনোনয়ন চূড়ান্ত হবে দলের জাতীয় সম্মেলনে। চলতি মাসের শেষের দিকে শিকাগোতে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। তবে সেটার আগেই আগামী সপ্তাহে আনুষ্ঠানিকভাবে দলীয় প্রার্থীর মনোনয়ন গ্রহণ করবেন কমলা। মনোনয়ন নিশ্চিত করার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে কমলা বলেন, 'ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেয়ে আমি সম্মানিত বোধ করছি। আগামী সপ্তাহে আমি আনুষ্ঠানিক মনোনয়ন গ্রহণ করব।' এদিকে ট্রাম্প বিতর্ক করতে সম্মত হলেও এ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কমলার মতামত জানা যায়নি। তবে কমলা এতে সম্মত হবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। কমলার কপাল ঘুরে গিয়েছিল গত ২১ জুলাই।

Name Change

I KOUSHIKI GHOSH, D/O SUBRATA BAGCHI, R/O 5, BIRCHAND GOSWAMI LANE, HATKHOLA, KOLKATA -700005, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KOUSHIKI BAGCHI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/08/2024, THAT KOUSHIKI GHOSH AND KOUSHIKI BAGCHI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Khodeja (old name) W/O Abutaleb Molla, residing at Vill. - Murarisaha, P.O.- Murarisah, P.S.- Hasnabad, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743456, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Khodeja Bibi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 02/08/2024. Khodeja Bibi (new name) and Khodeja (old name) both are same identical person.

Name Change

I SAMAD SEKH, S/O LATE SEKH ABDUR RASID, R/O 106/92, KHANRO MUSLIMPARA, PO & PS MEMARI, PURBA BARDHAMAN -713146, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEAKH SAMAD, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE EXECUTIVE MAGISTRATE AT PURBA BARDHAMAN ON 09/07/2024, THAT SAMAD SEKH AND SEAKH SAMAD ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Abutaleb (old name) S/O Mofijoddin Molla, residing at Vill.- Murarisaha, P.O.- Murarisah P.S.- Hasnabad, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743456, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Abutaleb Molla (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 02/08/2024. Abutaleb Molla (new name) and Abutaleb (old name) both are same identical person.

Name Change

I RIMA BANERJEE, D/O SAMIR DEY, R/O MINA BHAVAN, 6, K B BASU ROAD, BARASAT, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700124, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RIMA DEY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/08/2024, THAT RIMA BANERJEE AND RIMA DEY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Gobinda Chakraborty (old name) S/O Birendra Nath Chakraborty @ Dhirendra, residing at Vill.- Teghoria, P.O.- Gandharbbapur, P.S.- Baduria, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743427, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Gobinda Prosad Chakraborty (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 02/08/2024. Gobinda Prosad Chakraborty (new name) and Gobinda Chakraborty (old name) both are same identical person.

Name Change

I UMA RANI DAS GIRI, D/O KANAI LAL DAS, R/O JAGANNATH PUR ROAD, KUMARPUR, PO & PS CONTAI, EAST MEDINIPUR, PIN-721401, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS UMA RANI GIRI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/08/2024, THAT UMA RANI DAS GIRI AND UMA RANI GIRI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Sk Moynur Ali & Sk Maynur Ali (old name) S/O Sk Mansur Ali, residing at Vill.- Iswarbaha, P.O.- Sahaganj, Dist.- Hooghly, Pin- 712104, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sekh Moynur Ali (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 02/08/2024. Sekh Moynur Ali (new name) and Sk Moynur Ali & Sk Maynur Ali (old name) all are same identical person.

Name Change

I MOHAMMED RAHUL, S/O SEKH NAZIMUL, R/O PEYARA BAGAN, MURAGACHA, PS GHOLA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700110, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAHUL SEKH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/08/2024, THAT MOHAMMED RAHUL AND RAHUL SEKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Bilkis Khatun Mohammad Kajem Gazi (old name) D/O Mohammad kajem Gazi, residing at Vill- Samsernagar, P.O.- Samsernagar, P.S.- Hemnagar, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743439, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Bilkis Khatun Gazi (new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 02/08/2024. Bilkis Khatun Gazi (new name) and Bilkis Khatun Mohammad Kajem Gazi (old name) both are same identical person.

Name Change

I PAWAN KHEMKA, S/O LATE MOTILAL KHEMKA, R/O 80, DR DEODAR RAHAMAN ROAD, KOLKATA -700033, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PAWAN KUMAR KHEMKA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KOLKATA ON 29/05/2024, THAT PAWAN KHEMKA AND PAWAN KUMAR KHEMKA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Nayeem Sk (old name) S/O Firoj Sekh, residing at Vill. & P.O.- Chak Enayetnagar, P.S.- Bishnupur, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 743503, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Naim Sekh (new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Alipore, South 24 Pgs, on 10/07/2024. Naim Sekh (new name) and Nayeem Sk (old name) both are same identical person.

Name Change

I SATYENDRA KISHORE SARKER, S/O LATE JATINDRA NATH SARKAR, R/O SALTEE SPACIO, BLOCK -A, 3RD FLOOR, FLAT NO A1, 1 MALL ROAD, PS DUMDUM, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700080, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SATYENDRA KISHORE SARKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/08/2024, THAT SATYENDRA KISHORE SARKER AND SATYENDRA KISHORE SARKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,MEHABUB ALAM, S/O LATE MD ALAUDDIN, RESIDING AT BOROPARA DINGALHAT , BANSBERIA , P.O. BANSBERIA , P.S. - MOGRADIST. HOOGHLY , PIN . 712502 , WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAHABUB ALAM,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/08/2024.THAT MEHABUB ALAM AND MAHABUB ALAM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন

আমি, MD. JAVED পিতার নাম MD. ALAM ঠিকানা- 75/C, Angus Line Near Spence Road, PO-Angus, PS Bhadreswar, Dist-Hooghly, Pin-712221, গত 15.07.2024 তারিখ হুগলীর জেলার নোটারি পাবলিক কোর্টের Affidavit দ্বারা MD. JAWED এর পরিবর্তে MD. JAVED নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 156 dated. 17.07.2024 MD. JAWED ও MD. JAVED একই ব্যক্তি।

Name Change

I SK AZIZUL JABBER, S/O SK DALILAR RAHMAN, R/O Y2/101/45/1, SATGHARA BYE LANE, BADARTALA, PS NADIAL, KOLKATA -700044, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK AZIZUL ZABBAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/08/2024, THAT SK AZIZUL JABBER AND SK AZIZUL ZABBAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, PRAMENDRA KUMAR SHARMA, SON OF JAINANDAN SHARMA, RESIDING AT 324, RAIL PARK,RISHRA KONNAGAR, CHANDANNAGAR-712250, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRAMENDRA SHARMA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/08/2024. THAT PRAMENDRA KUMAR SHARMA AND PRAMENDRA SHARMA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন

আমি, Pampa Kamila (পুরাতন নাম) পিতা Late Pasupati Paria, ঠিকানা- Contai, East Medinipur, West Bengal, India, আলিপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, Dated 06.02.2023 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Shivangi Kamila (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Shivangi Kamila (নতুন নাম) এবং Pampa Kamila (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I PRAVASH CHANDRA DAS & PRAVASH CH DAS, S/O KUKUNDA MOHAN DAS, R/O BHEKTAL, ULUBERIA, HOWRAH -711315, WEST BENGAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRABHAS CHANDRA DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/08/2024, THAT PRAVASH CHANDRA DAS & PRAVASH CH DAS AND PRABHAS CHANDRA DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, DHIRAJ CHOUDHARY,SON OF BHIM CHOUDHARY, RESIDING AT LOKE NATH APPARTMENT,SOUTH SUBHAS PALLY, PO & - DANKUNI, HOOGHLY-712311, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DHIRAJ CHOUDHURY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT SERAMPORE ON 01/08/2024. THAT DHIRAJ CHOUDHARY AND DHIRAJ CHOUDHURY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Anoyar Md (old name) S/O Maniuddin Mohammad, residing at 42/C/H/1, Tiljala Road, Kolkata-700046, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Anoyar Mohammad (new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 02/08/2024. Anoyar Mohammad (new name) and Anoyar Md (old name) both are same identical person.

Name Change

I Krishan Sonkar (Old Name) S/o late Shiv kumar sonkar residing at 18, Mukhram kanoria road, Howrah,Pin - 711101. Do hereby solemnly affirm & declare that i will be known as KISHAN KUMAR SONKAR (new name)with vide affidavit from 1st class judicial magistrate, howrah court dated 23rd July 2024. Henceforth Kishan kumar sonkar(new name) and krishan sonkar(old name) both are the same and one indentical person.

Name Change

I,UTPAL CHAKRABARTY, SON OF LATE SATYA RANJAN CHAKRABORTY, RESIDING AT K K RAM DAS ROAD, GOLABAGAN KOLKATA, NORTH 24 PARGANAS - 700049, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS UTPAL CHAKRABORTY,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/08/2024. THAT UTPAL CHAKRABARTY AND UTPAL CHAKRABORTY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Mohammad Firoz (old name) S/O Anoyar Mohammad, residing at 42/C/H/1, Tiljala Road, Kolkata-700046, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Firoz (new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 02/08/2024. Md Firoz (new name) and Mohammad Firoz (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Mortaba Bibi D/o. Golam Montaj R/o. South Paracentral Road, P.O. Kazipara, P.S. - Barasat, Dist. - 24 Pgs. (N), Pin- 700124 shall henceforth be known as Mortaba Khatoon. I declare that Mortaba Khatoon and Mortaba Bibi is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 02-08-2024.

Name Change

I MOHAMMAD FARUK MOLLAH,S/O ARJED ALI MOLLAH,R/O MONOHARPUR MOLLA PARA,PO & PS-DANKUNI,HOOGHLY,712311,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FARUK MOLLAH,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/07/2024,THAT MOHAMMAD FARUK MOLLAH AND FARUK MOLLAH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,MOUSUM BANERJEE, SON OF SUNIL BANERJEE, RESIDING AT C 7/2 DANKUNI HOUSING ESTATE, PS-DANKUNI (UNDER CHANDANNAGAR POLICE COMMSSIONERATE) HOOGHLY, 712311,WESTBENGAL ,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAUSUM BANERJEE,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/08/2024, THAT MOUSUM BANERJEE AND MAUSUM BANERJEE BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Aditi Devnath Sarkar alias Aditi Devnath W/o. Mintu Sarkar R/o. Boral Majher Para, P.O. - Boral, P.S. - Sonarpur, Dist. - 24 Pgs. (S), Pin- 700154 shall henceforth be known as Aditi Sarkaar. I declare that Aditi Sarkaar and Aditi Devnath Sarkar, Aditi Devnath is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 02-08-2024.

Name Change

I,CHANDRAMOULI PRABAT,SON OF SAMAR KRISHNA PARBAT, RESIDING AT VILL-PALASHI, BANSHDA,WEST MEDINIPUR-721160, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHANDRA MOULI PARBAT,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 02/08/2024. THAT CHANDRAMOULI PRABAT AND CHANDRA MOULI PARBAT BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

কাজের মানুষ আশীষ, বাদল অধিবেশন চলাকালীন খবর পেয়ে, ছুটে এলেন হাসপাতাল সরেজমিনে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৩ আগস্ট ঃ কাজের মানুষ ডেপুটি স্পীকার তথা রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাদল অধিবেশন চলাকালীন রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজে সিটি স্ক্যান বন্ধের খবর পেয়ে, ছুটে এলেন রামপুরহাট মেডিকাল কলেজ হাসপাতাল সরেজমিনে। তিনি ঘুরে দেখলেন সিটি স্ক্যান মেশিন, এক্সরে মেশিন। পাশাপাশি, মেশিনগুলো চালু রাখতে যা যা করণীয় তা নিয়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এম এস ভি পি পলাশ দাস সহ বিভাগীয় আধিকারিকদের সাথে কথা বলে সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। পাশাপাশি, কালকেই অধিবেশনের শেষে এই বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের সঙ্গে তিনি কথা বলবেন বলে জানান। সরেজমিনে পরিদর্শনের পর তিনি সাংবাদিকদের জানান, সিটি স্ক্যান রুমে বা এক্সরে মেশিন রুমে কোনো জল ঢোকে নি। বা কোনো মেশিন খারাপ হয়নি। মূলত চোদ্দ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে ড্রেনের উপর দোকান পাট সরিয়ে দেওয়ার পর নোংরায় ড্রেন কিছুটা বুজে যাওয়া থেকে বিপত্তি। ওই দুটি রুমে জলের সোঁত উঠছিল। যেহেতু বিদ্যুৎ চালিত ওই মেশিন। তাই সতর্কতা বশত সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছিল। মহকুমা শাসক সহ অন্যান্য বিভাগীয় আধিকারিকদের সাথে কথা বলা হয়েছে। জাতীয় সড়কের ধারে ড্রেন পরিষ্কার হলে এই সমস্যা থাকবে না। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, সিটি স্ক্যানের ব্যাটারি খারাপ হয়ে থাকতে পারে। সেটার ব্যবস্থা হবে। অন্যদিকে, সরকারি এক্সরে মেশিন হাসপাতালে চালু আছে। পিপিপি এক্সরে মেশিনটা বন্ধ আছে। তাই রোগীদের কোনো অসুবিধা হয় নি।

অসহযোগিতার অভিযোগ! মেখলিগঞ্জ পুরপ্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা ৭ কাউন্সিলারের

দুরন্ত বার্তা, মেখলিগঞ্জ,৩ আগস্ট ঃ পুরপ্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব। আর এই প্রস্তাব আনলো দলেরই বেশ কিছু কাউন্সিলার। ঘটনাটি কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ পুরসভার। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, ৯ ওয়ার্ড বিশিষ্ট এই পুরসভার ৭ কাউন্সিলার চেয়ারম্যানের বিপক্ষে সোচ্চার হন। ইতিমধ্যেই তাঁরা পুরপ্রধানের প্রতি অনাস্থা লিখিত আকারে পেশ করেছেন মহকুমা শাসক অতনু কুমার মণ্ডলের কাছে। এই অনাস্থার বিষয়ে আইন মেনেই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহনের আশ্বাস দিয়েছেন মহকুমা শাসক। জানা গিয়েছে, মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৯ টি আসনই তৃণমূলের দখলে। এই পুরসভার পুরপ্রধান কেশব দাস। তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছেন, পুরসভার ১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কৃষ্ণা বর্মন, ২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ভারতী বর্মন, ৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বাবলু বর্মন, ৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রঞ্জিত রায়, ৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সোমা ভৌমিক, ৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রভাত পাটনী এবং ৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দুলাল দাস। এদিন বিকেলে মহকুমা শাসকের দপ্তরে গিয়ে নিজেদের অনাস্থার কথা জানিয়ে এসেছেন।

মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রঞ্জিত রায় বলেন, সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করব বলে কাউন্সিলার হয়েছি। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে পুরপ্রধানের কারণে নানান বাধার সম্মুখিন হচ্ছি। তিনি কারও কথা শোনেন না। সাধারণ মানুষকে পরিষেবা পেতে হয়রানির শিকার হতে হয়। এই কারণেই আমরা সব কাউন্সিলররা মিলে অনাস্থা আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তিনি আরও বলেন, দলের প্রতি আমাদের আস্থা রয়েছে। দলকে ভালোবাসি। আমাদের যাবতীয় ক্ষোভ শুধুমাত্র পুরপ্রধানের বিরুদ্ধে। মেখলিগঞ্জ পুরসভার ২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ভারতী বর্মন বলেন, পুরপ্রধান সাধারণ মানুষ কে হয়রানি করান। এর বিরুদ্ধে আমরা সোচ্চার হয়েছি। পাশাপাশি চেয়ারম্যান নিজের ক্ষমতাবলে এককভাবে অনেক সিদ্ধান্ত নেন কাউন্সিলারদের না জানিয়ে। তাই আমরা অনাস্থা এনেছি। মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দুলাল দাস বলেন, বিগত আড়াই বছর ধরে পুরপ্রধানের জঘন্য কিছু নীতির কারণে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করছি। প্রতিটি বোর্ড মিটিংয়ে পুরপ্রধানের সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়। উনি ওনার নীতিতেই সচল থাকেন। আমি যে একজন কাউন্সিলর, আমার বক্তব্যকে পাত্তা দেন না। গরিব মানুষ রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট, ইনকাম সার্টিফিকেট, ত্রিপলের জন্য কাঠখড় পোড়াতে হয়। চেয়ারম্যান নিজে ইস্তফা দেবেন না জন্যই আজ আমি অনাস্থায় সই করেছি। একই সুর শোনা গিয়েছে মেখলিগঞ্জ পুরসভার কাউন্সিলর কৃষ্ণা বর্মন, বাবলু বর্মন, সোমা ভৌমিক, প্রভাত পাটনীর গলাতেও। এই বিষয়ে মেখলিগঞ্জ পুরসভার পুরপ্রধান কেশব দাসকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, অনাস্থা আনলে আস্থা ভোট হবে। তারা তাদের ভোট দেবেন, আমি আমার ভোট দেব। মেখলিগঞ্জের মহকুমা শাসক অতনু কুমার মণ্ডল বলেন, মেখলিগঞ্জ পুরসভার কাউন্সিলরদের অনাস্থা প্রস্তাব লিখিত আকারে পেয়েছি। নিয়ম অনুযায়ী আগামী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। প্রসঙ্গত, শুক্রবার মেখলিগঞ্জ পুরসভার বোর্ড মিটিং ছিল। এদিনের মিটিংয়ে পুরপ্রধান বাদে আর কোনও কাউন্সিলর সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

BFM INDUSTRIES LIMITED

Regd.Office : 1, Ramesh Mitra Road, Third Floor, Kolkata - 700 025; Phone: 9007077041; Fax: 033-22420588; Email id : bfmiltd@gmail.com; Website : www.bfmind.com;

CIN: L65993WB1918PLC000947

৩০ জুন, ২০২৪ এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০.৬.২৪ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩০.৬.২৩ অনিরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১.৩.২৪ পরীক্ষিত
১.	মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	৩.০০	৪.৮২	১৮.৪৫
২.	নিট লাভ সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী / অথবা অতি অসাধারণ আইটেম)	(২৯.৭৬)	১.৩৩	(০.১৭)
৩.	নিট লাভ সময়ের জন্য (করের আগে, আগের ব্যতিক্রমী / অথবা অতি অসাধারণ আইটেম)	(২৯.৭৬)	১.৩৩	(০.১৭)
৪.	নিট লাভ সময়ের জন্য (করের পরে, আগের ব্যতিক্রমী / অথবা অতি অসাধারণ আইটেম)	(২৯.৭৬)	১.৩৩	(০.১১)
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মিলিত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	১০৪৩.৮৭	৬৮৭.৮০	২৮৫৫.৮২
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০
৭.	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (বার্ষিক নয়) (অসাধারণ আইটেমের আগে)			
	মূল	(০.৯৯)	০.৪৫	(০.০৪)
	মিশ্র	(০.৯৯)	০.৪৫	(০.০৪)
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতি ১০ /- টাকা) (অসাধারণ আইটেমের পরে)			
	মূল	(০.৯৯)	০.৪৫	(০.০৪)
	মিশ্র	(০.৯৯)	০.৪৫	(০.০৪)

বিঃদ্রঃ
উপরেরটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাযের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টকে উপলব্ধ। এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.bfmind.com)

বোর্ডের আদেশ দ্বারা
স্বা /-সুশীল কুমার বান্থিয়া
সমগ্র সময়ের পরিচালক
DIN:00555169

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ৩ আগস্ট, ২০২৪

কাজ শেষ হওয়ার আগেই মাটি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৩ আগস্ট ঃ হঠাৎ করে বালিচক রেল ক্রসিংয়ের দক্ষিণ দিকে উড়ালপুল নির্মাণের জন্য পিলারের বেশ তৈরির যে গর্ত খোঁড়া হয়েছিল তার কাজ শেষ হওয়ার আগেই মাটি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। ধ্বস নামার আশঙ্কায় রেল কর্তৃপক্ষ এই কাজ করছে। হলে পুনরায় কবে কাজ শুরু হবে তার কোন ঠিক নেই। আমি পি ডব্লিউ

ডি দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং রেল আধিকারিক সঙ্গে কথা বলেছিলাম। রেল দপ্তরের বক্তব্য অক্টোবরের আগে বর্ষার সময় এই কাজ করা যাবে না। রাজ্যের বক্তব্য রেল বাধা দিয়েছে কিছু করার নেই। আমাদের বক্তব্য বর্ষার আগে দ্রুত কাজ না করে বর্ষার সময় কাজ করায় এই বিপত্তি। উত্তর দিকের মতো যদি দক্ষিণ দিকে গর্তের ধার গুলোতে গাড়ওয়াল দিয়ে কাজ করা হতো তাহলে কোন অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। রেল এবং পিডব্লিউডি দুই পক্ষের দায়িত্বজ্ঞানহীন ভূমিকার জন্য আজ এই অবস্থা! আমরা রেল এবং রাজ্যের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে যাব। যাতে দ্রুত এর সমাধান সূত্র বের করতে হবে। কাজ কোন মতেই বন্ধ করা চলবে না। দক্ষিণ দিকে আর একটি পিলারের কাজ রেল ট্র্যাক থেকে কিছুটা দূরে সেখানে কাজ শুরু করলে কোন অসুবিধে নেই। সে কাজ যাতে দ্রুত শুরু করা হয়. সে দাবি পিডব্লিউডি দপ্তরের কাছে আমরা জানিয়েছি। তারা কথা দিয়েছেন সে কাজ করবেন। আমরা মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, এই টালবাহানার জন্য বৃহত্তর আন্দোলনে সকলকে শামিল হতে হবে। এ মধ্য দিয়েই দ্রুত কাজ সম্পন্ন যাতে হয় তার জন্য বাধ্য করতে হবে আমাদের।

উত্তরবঙ্গ পিছিয়ে, ডুয়ার্সে পা রেখেই দাবী নওশাদ সিদ্দিকীর

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩ আগস্ট ঃ শনিবার ব্যক্তিগত কারনে কলকাতা থেকে ট্রেনে মালবাজার স্টেশনে এসে নামেন ভাঙ্গর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা আই এস এফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকী। এরপর স্টেশন সংলগ্ন একটি চায়ের দোকানে চা পান করে আলগাড়া হয়ে কালিম্পং এর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। স্টেশনে উপস্থিত সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, উত্তরবঙ্গ বঙ্গ সবটা পেয়ে যাচ্ছে এটাও যেমন ঠিক নয়, সেইরকম উত্তরবঙ্গ যে পিছিয়ে রয়েছে সেটিও বেঠিক নয়, এখানে এত ইউনিভার্সিটি, মেডিক্যাল কলেজ হয়েছে কিন্তু এদের মাথা গুলো কোথায় থাকছেন, প্রশ্ন তোলেন তিনি, সব শেষে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম এই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বলে যান, দার্জিলিং থেকে সাগর পর্যন্ত সব মানুষই যেন তাদের অধিকার পায়, এটাই দেখতে হবে।

মানসাই নদীতে দেখা মিলল শুশুকের, উৎসাহিত মৎস্যজীবীরা

দুরন্ত বার্তা, মাথাভাঙ্গা, ৩ আগস্ট ঃ শেষ দু'বছর তাদের দেখা মেলেনি। তবে বুধবার মাথাভাঙ্গা শহর লাগোয়া পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাট খাটেরবাড়ির মানসাই নদীতে দেখা মিলল শুশুকের। মাথাভাঙ্গায় মানসাই নদীতে শুশুকের দেখা মিলেছে খবর পেতেই তৎপর হয়ে উঠেছে বন দপ্তর। বুধবার থেকেই মানসাই নদীর যে এলাকায় শুশুকের দেখা মিলেছে ওই এলাকায় বনকর্মী মোতায়েন করেছে বন দপ্তর। মানসাই নদীতে একসময় বর্ষায় প্রচুর পরিমাণ শুশুকের দেখা মিলত। মানসাই (জলঢাকা) নদী হয়ে বাংলাদেশ পর্যন্ত ছিল এদের

গতিবিধি। তবে চোরাশিকারি ও মৎস্যজীবীদের জালে আটকে প্রচুর শুশুকের মৃত্যু হওয়ায় বর্তমানে কদাচিৎ শুশুকের দেখা মেলে। ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বড়াইবাড়িতে মানসাই নদীতে অল্প জলে চলে আসা সাত ফুট ১০ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ১ ফুট ৪ ইঞ্চি লম্বা ঠোঁটবিশিষ্ট একটি বিশালাকার শুশুককে বনকর্মীদের সামনেই গ্রামবাসীরা পিটিয়ে মেরে ফেলে বলে অভিযোগ উঠেছিল। সেসময় বিষয়টি নিয়ে বিস্তর হইচই হলেও অপরাধীদের কিনারা করতে পারেনি বন বিভাগ। বুধবার সকালে ছাট খাটেরবাড়ি গ্রামের মানসাই নদীর ১ নম্বর স্পার সংলগ্ন রেলসেতুর কাছে স্নান করতে গিয়ে এলাকার একদল কিশোরীর নজরে আসে নদীতে একটি শুশুক ডুবছে এবং ভেসে উঠছে। শুশুক ওই এলাকায় শিশু নামেই পরিচিত। ওই কিশোরীদের কাছে নদীতে শুশুকের কথা জানতে পেরে ঘটনাস্থলে এলাকার বাসিন্দারা ভিড় করেন। এলাকার বাসিন্দা জয়নাল দাস, ভগীরথ দাস, কমল দাস প্রমুখ বলেন, 'দু'বছর পর ওই এলাকায় মানসাই নদীতে ফের শুশুকের দেখা মিলল।' এলাকার বাসিন্দা তারামোহন দাসের কথায়, বর্ষায় মূলত নদীতে শুশুক দেখা যায়। বন বিভাগের কোচবিহার ডিভিশনের এডিএফও বিজন নাথ বলেন, 'শুশুক বন বিভাগের সিডিউল ওয়ানভুক্ত প্রাণী। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নদীতে বিভিন্ন সময় শুশুকের দেখা মেলে। গত বছর একটি সংস্থার পক্ষ থেকে শুশুক গণনায় ভালো পরিমাণ শুশুকের অস্তিত্ব মিলেছিল।' নদীতে শুশুক আসার খবরে উৎসাহিত এলাকার মৎস্যজীবীরা। নদীতে শুশুক থাকলে মৎস্যজীবীরা ধরেই নেন যে, নদীতে মাছের আনাগোনা বেশি রয়েছে। মাথাভাঙ্গা শহর থেকে প্রতিদিন প্রাতর্ভ্রমণে ছাট খাটেরবাড়ি এলাকায় যান পার্থসারথি দাস, পরেশ বর্মন, লক্ষজিৎ ভদ্রের মতো অনেকে। তাঁরা জানান, রেলসেতুর কাছে মানসাই নদীতে শুশুক দেখতে পেয়েছেন। মাথাভাঙ্গায় শুশুকের সাইটিং ভালো খবর। পরিবেশপ্রেমী সংগঠন গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট কনজারভেটিভ অর্গানাইজেশনের (জিকো) কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক তাপস বর্মন বলেন, 'শুশুকের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনে পুলিশের সঙ্গে একসঙ্গে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন বন বিভাগের।' বন বিভাগের মাথাভাঙ্গা রেঞ্জ অফিসার সুদীপ দাস বলেন, ছাট খাটেরবাড়ি মানসাই নদীতে গাঙ্গেয় ডলফিন সাইটিংয়ের খবর পাওয়া মাত্র ওই এলাকায় বন বিভাগের নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: কেআইআর/ইএনজিজি./৩২ অফ ২০২৪, তারিখ:৩১-০৭-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **টেন্ডার নং:১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** জোন নং. ১এ -তে: স্টাফ কোয়ার্টার, সার্ভিস বিল্ডিং, রাস্তা, ড্রেন এবং রেলওয়ে ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত: কাটিহারে ও.টি. রেলওয়ে হাসপাতাল সহ পাড়া, শিশুদের পার্ক, আরপিএফ 'সি' কোম্পানি, ইয়ার্ড অফিস, মনিহারি টার্মিনাল, ইয়ার্ড এফওবি, মঙ্গল বাজার আরওবি, এসএসই(ডাব্লু)/ডব্লিউ অফিস, এএমএম স্টোর, বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন, কোসি পাম্প স্টেশন ইত্যাদি এবং কাটিহার-তেজনারায়ণপুর সেকশনের মধ্যে সমস্ত সম্পত্তি, ০১.০৭.২০২৪ থেকে এসএসই/ডব্লিউ/ডব্লিউ/কাটিহার -এর অধীনে (কিমি ০.০০ থেকে ৩৪.৭৩ কিলোমিটার) এবং পি.ই ৩০.০৬.২০২৬ পর্যন্ত। **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ৪,৫৮,২৬,৯৮৭.৪৯/-; **বায়না মূল্য:** ₹ ৩,৭৯,১০০/-; **টেন্ডার নং:২; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** জোন নং. ১ বি -এ: স্টাফ কোয়ার্টার, সার্ভিস বিল্ডিং, ড্রেন ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত: ০১.০৭.২০২৪ থেকে এসএসই/ডব্লিউ/ডব্লিউ/কাটিহার -এর অধীনে নতুন কলোনি, ইমার্জেন্সি কলোনি এবং পরিষেবা ভবন যেমন রানিং রুম, এটিটিএস, ডিটিটিসি, জিআরপি ব্যারাক, আরপিএফ ব্যারাক ইত্যাদি এবং পি.ই ৩০.০৬.২০২৬ পর্যন্ত। **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ৩,৭৭,৯০,৪৯২.৯৪/-; **বায়না মূল্য:** ₹ ৩,৩৯,০০০/-; **টেন্ডার নং:৩; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** জোন নং. ২এ -তে : স্টাফ কোয়ার্টার, সার্ভিস বিল্ডিং, রাস্তা, ড্রেন ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত : কাটিহারে ০১.০৭.২০২৪ থেকে এসএসই/ডব্লিউ/ই/কাটিহার -এর অধীনে পূর্ণিয়ার রাস্তা এবং ডিআরএমের বিল্ডিং/কো-অপারেটিভ বিল্ডিং/বাংলো নং. ৫৬৫ -এর সামনের রাস্তার মধ্যে,ডিআরএম বিল্ডিং কমপ্লেক্স সহ কোয়ার্টার নং. ই/৬৫ ল্যাংড়াবাগান (সড়ক সহ) পর্যন্ত, সাহেবপাড়া, গিরজা কলোনি, ল্যাংড়াবাগান ও ফিল্টার হাউস কমপ্লেক্স ইত্যাদি এবং পি.ই ৩০.০৬.২০২৬ পর্যন্ত। **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ৩,৩৮,৩২,৯৫৫.৭৬/-; **বায়না মূল্য:** ₹ ৩,১৯,২০০/-; **টেন্ডার নং:৪; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** জোন নং. ২বি -এ: স্টাফ কোয়ার্টার, সার্ভিস বিল্ডিং, রাস্তা, ড্রেন ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত: ০১.০৭.২০২৪ থেকে এসএসই/ডব্লিউ/ই/কাটিহার -এর অধীনে কাটিহারে ডিআরএম -এর বিল্ডিং/ কো-অপারেটিভ বিল্ডিং বাংলো নং. ৫৬৫ -এর সামনের রাস্তার পূর্ব দিকে, অফিসার রেস্ট হাউস সহ কোয়ার্টার নম্বর ই/৬৫, নতুন স্টেশন বিল্ডিং ও ইয়ার্ড, পুরাতন হাসপাতাল পাড়া, গ্রেইন শপ কলোনি, ড্রাইভার টোলা, সন্তোষী কলোনি, গার্ড পাড়া, মঙ্গল বাজার আরওবি -এর উত্তর পাশে (আরওবি বাদে), মডেল স্টেশন পিআরএস, বিজি (সিএন্ডডব্লিউ) সহ গাঞ্জা গলির উত্তর পাশে এবং পণ্য অফিস, পুরাতন এবং নতুন পিট লাইন অফিস ইত্যাদি এবং রাস্তা যেখানে লেভেল ক্রসিং কেএম২ (কাটিহার এবং দান্দখোরার মধ্যে) ও লেভেল ক্রসিং কেকে ১ (কাটিহার-কুরেথার মধ্যে) যুক্ত হচ্ছে কাটিহার এবং কুরেথার মধ্যে ২.০০ কিমি পর্যন্ত প্রসারিত এবং পি.ই ৩০.০৬.২০২৬ পর্যন্ত। **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ২,১৫,৯২,৬৯৬.২৫/-; **বায়না মূল্য:** ₹ ২,৫৮,০০০/-; **টেন্ডার নং.:৫; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** জোন নং. ৩ -এ: ০১.০৭.২০২৪ থেকে এসএসই/ডব্লিউ/পূর্ণিয়া-এর অধীনে কাটিহার (বাদ) - জোগবানি সেকশনে মধ্যে স্টাফ কোয়ার্টার, সার্ভিস বিল্ডিং ড্রেন ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত, ০/৮ কিমি থেকে শুরু জোগবানি পর্যন্ত (সহ) এবং পূর্ণিয়া থেকে ১.১৩ কিমি পূর্ণিয়া কোর্টের দিকে (ই.সি. রেলওয়ে) এবং পি.ই ৩০.০৬.২০২৬ পর্যন্ত। **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ২,০৩,৩৯,৯৩৬.০৩/-; **বায়না মূল্য:** ₹ ২,৫১,৭০০/-; **টেন্ডার নং.:৬; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** জোন নং. ৪ -এ: ০১.০৭.২০২৪ থেকে এসএসই/ডব্লিউ/লাইন/কাটিহার-এর অধীনে কাটিহার (বাদ) থেকে ৩৪.০০ কিমি মুকুরিয়া (বাদ) -এর মধ্যে এবং বরসোই (বাদ) থেকে রাধিকাপুর এবং কাটিহার (বাদ) ও কুমেদপুর (বাদ) -এর মধ্যে কিমি ২.০০ থেকে ২৭.০০ পর্যন্ত স্টাফ কোয়ার্টার, সার্ভিস বিল্ডিং, ড্রেন ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত এবং পি.ই ৩০.০৬.২০২৬ পর্যন্ত। **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ১,২৮,২৭,০৮২.০৩/-; **বায়না মূল্য:** ₹ ২,১৪,১০০/-; **টেন্ডার নং.:৭; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** জোন নং. ৫ -এ: ০১.০৭.২০২৪ থেকে এসএসই/ডব্লিউ/নিউ জলপাইগুড়ির অধীনে স্টাফ কোয়ার্টার, সার্ভিস বিল্ডিং, রাস্তা, ড্রেন ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত : সমস্ত সম্পদগুলি কেএম ৯/৯ (রাঙ্গাপানি-নিজবাড়ির মধ্যে) থেকে জোড়াপানি নদী পর্যন্ত রাঙাপানি স্টেশন সহ এবং জোড়াপানি (সহ) থেকে আম্বারি ফালাকাটা প্রান্তে নিউ জলপাইগুড়ির আউটার সিগন্যাল পর্যন্ত হাসপাতাল, রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের সামনে দিয়ে যাওয়া রাস্তা (সহ) দ্বারা আবদ্ধ ডিএস কলোনি এলাকা সহ, কিমি ২/৬-৭ সেন্ট্রাল কলোনির পূর্ব অংশ, ব্যারাক কলোনি, আরপিএসএফ কমপ্লেক্স, স্টোর ডিপো, ফিল্টার হাউস কমপ্লেক্স, গ্যাং হাট সহ, ইনস্টিটিউট কমপ্লেক্স এবং নিউ জলপাইগুড়ি থেকে (বাদে) অর্থাৎ আম্বারি ফালাকাটার নিউ জলপাইগুড়ির সবচেয়ে বাইরের সিগন্যাল থেকে হলদিবাড়ি পর্যন্ত (বাংলাদেশ সীমান্ত) এবং রানি নগর জলপাইগুড়ি থেকে কিমি ৩০.৪৮ সমস্ত কাজ সহ জলপাইগুড়ি রাস্তার দিকে নিউ জলপাইগুড়ি (গুয়াহাটির প্রান্ত) সবচেয়ে বাইরের সংকেত থেকে ৩০.৪৮ কিমি পর্যন্ত রাণীনগর জলপাইগুড়ি-জলপাইগুড়ি রোডের মধ্যে এবং শিলিগুড়ি টাউনের দিকে কিমি ২.০ পর্যন্ত (বিজি/এনজি) নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন বিল্ডিং, ইয়ার্ড সার্কুলেটিং এরিয়া, স্টেশন সার্কুলেটিং এরিয়া, গুডস শেড, আরওএইচ, ট্র্যাক মেশিন ডিপো, ব্যালাস্ট সাইডিং, কংক্রিট স্লিপার প্ল্যান্ট ইত্যাদি সহ এবং পি.ই ৩০.০৬.২০২৬ পর্যন্ত। **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ৪,৯৫,৮২,৪০৪.৯৫/-; **বায়না মূল্য:** ₹ ৩,৯৭,৯০০/-; **টেন্ডার নং:৮; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** জোন নং. ৬ -এ: এনজি সেকশনে স্টাফ কোয়ার্টার, সার্ভিস বিল্ডিং, ড্রেন ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত, শিলিগুড়ি জং (০/০) থেকে (১১/০) বাগডোগরা এলাকায় সমস্ত কাজ বেংডুবি সাইডিং, কিমি ৯/০ -এ (বাদে) শিলিগুড়ি জং. থেকে সুকনা সহ। শিলিগুড়ি জংশন কিমি ৬/৪ থেকে ৯/০ পর্যন্ত বিজি সেকশনে গুমলার দিকে।০১.০৭.২০২৪ থেকে এসএসই/ডব্লিউ/শিলিগুড়ি জং.-এর অধীনে শিলিগুড়ি জংশন এলাকায় সমস্ত সম্পত্তি এবং পি.ই ৩০.০৬.২০২৬ পর্যন্ত। **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ৪,২৬,৯০,০৯২.৫৪/-; **বায়না মূল্য:** ₹ ৩,৬৩,৫০০/-; **টেন্ডার নং.:৯; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** জোন নং. ৭(এ) -তে : ০১.০৭.২০২৪ থেকে এসএসই/ডব্লিউ/কারসিয়ং-এর অধীনে স্টাফ কোয়ার্টার, সার্ভিস বিল্ডিং, ড্রেন ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত : কিমি ৯/০ -এ সুকনা থেকে এলাকার সমস্ত কাজ (সহ) মহানদীতে কিমি ৪২/০ (সহ) সমস্ত সম্পদ এবং পি.ই ৩০.০৬.২০২৬ পর্যন্ত। **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ১,৩২,৭১,৭৫৯.৮৯/-; **বায়না মূল্য:** ₹ ২,১৬,৪০০/-; **টেন্ডার নং:১০; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** জোন নং. ৭(বি) -এ: ০১.০৭.২০২৪ থেকে এসএসই/ডব্লিউ/কারসিয়ং-এর অধীনে দার্জিলিং-এর স্টাফ কোয়ার্টার, সার্ভিস বিল্ডিং, ড্রেন ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত: মহানদী থেকে কিমি ৪২/০ (বাদে) থেকে কিমি ৭৯/৬ -এ দার্জিলিং পর্যন্ত এলাকার সমস্ত কাজ (সহ) সমস্ত সম্পত্তি এবং পি.ই ৩০.০৬.২০২৬ পর্যন্ত। **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ১,৩৮,৮১,২৭৮.৬১/-; **বায়না মূল্য:** ₹ ২,১৯,৪০০/-; **টেন্ডার নং:১১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** জোন নং ৮ -এ: ০১.০৭.২০২৪ থেকে এসএসই/ডব্লিউ/শিলিগুড়ি টাউন ও ঠাকুরগঞ্জের অধীনে বিজি সেকশনে স্টাফ কোয়ার্টার, সার্ভিস বিল্ডিং, ড্রেন ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত। নিউ জলপাইগুড়ি কমপ্লেক্সে শিলিগুড়ি টাউন কমপ্লেক্স এবং কলোনি থেকে এলাকার সমস্ত কাজ শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন এবং বাঁধ কিমি ১/৯ থেকে ৬/৪ সহ। পশ্চিম কলোনি, কাশ্মীর কলোনি, দক্ষিণ কলোনি, সেন্ট্রাল কলোনির পশ্চিম অংশের সমস্ত সম্পত্তি আবদ্ধ এডিআরএম অফিস কমপ্লেক্স বাদে রাস্তা দ্বারা, সমস্ত সম্পত্তি সহ রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের সামনে দিয়ে গেট বাজার পর্যন্ত এলাকা অফিস ফিল্টার হাউস কমপ্লেক্স বাদে এবং বাগডোগরা (বাদ) থেকে কিমি ১১/০ থেকে আলুয়াবাড়ী (বাদ) কিমি ৭৬/০ অবধি এবং পি.ই ৩০.০৬.২০২৬ পর্যন্ত। **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ৪,৮৪,৪০,৭০০,৪৪/-; **বায়না মূল্য:** ₹ ৩,৯২,২০০/-; **টেন্ডার নং:১২; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** জোন নং. ৯ -এ: ০১.০৭.২০২৪ থেকে এসএসই/ডব্লিউ/বরসোই-এর অধীনে স্টাফ কোয়ার্টার, সার্ভিস বিল্ডিং, ড্রেন ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত : কিমি ৯৩/৯ থেকে ১৬৬/৭ পর্যন্ত হাটওয়ার (সহ) থেকে কুমেদপুরের মধ্যে (বাদে) এবং বারসোইঘাটে সম্পদগুলি এবং পি.ই ৩০.০৬.২০২৬ পর্যন্ত। **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ৩,২৮,৭৪,৮০৬.৮৪/-; **বায়না মূল্য:** ₹ ৩,১৪,৪০০/-; **টেন্ডার নং.:১৩; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** জোন নং. ১০ -এ: ০১.০৭.২০২৪ থেকে এসএসই/ডব্লিউ/ওল্ড মালদা -এর অধীনে স্টাফ কোয়ার্টার, সার্ভিস বিল্ডিং, ড্রেন ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত: কিমি ১৬৬/৭ থেকে ২৩১/০ খুড়িয়াল (বাদ) থেকে মালদা টাউন অবধি এবং কিমি ০/০ থেকে ৮৭/০ পর্যন্ত একলাখি থেকে বালুরঘাটের মধ্যে (সহ) এবং ০/০ থেকে ২৭/৫ পর্যন্ত পুরাতন মালদা বাংলাদেশ সীমান্তের মধ্যে এবং মালদহের সমস্ত সম্পদ এবং কলকাতার বেলিয়াঘাটায় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সম্পদ এবং পি.ই ৩০.০৬.২০২৬ পর্যন্ত। **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ৪,২৮,৬০,৯৯৪.৫৩/-; **বায়না মূল্য:** ₹ ৩,৬৪,৩০০/-; **টেন্ডার নং:১৪; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** জোন নং. ১১ -এ: ০১.০৭.২০২৪ থেকে এসএসই/ডব্লিউ/কিষাণগঞ্জের অধীনে স্টাফ কোয়ার্টার, সার্ভিস বিল্ডিং, ড্রেন ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত : হাটওয়ারের (বাদে) সমস্ত সম্পদ নিউ জলপাইগুড়িতে কিমি ৯৩/৯ থেকে ৯/৯ পর্যন্ত কিষাণগঞ্জের বিভিন্ন কলোনি সহ সব কাজ, ব্রিজ এবং পি.ই ৩০.০৬.২০২৬ পর্যন্ত। **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ৪,০৫,২৮,২০৭.৫৮/-; **বায়না মূল্য:** ₹ ৩,৫২,৬০০/-; **টেন্ডার নং:১৫; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** (ক) কাটিহার ডিভিশনের ধুমডাঙ্গীতে (ডিএমজেড) ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং -এর ব্যবস্থা। (খ) কাটিহার ডিভিশনের ডুমডাঙ্গিতে বাইরের স্থাপনা করা বস্তুগুলির প্রতিস্থাপন। টেন্ডার মূল্য: ₹ ৪৫,৭৯,০৪২.৫৮/-; বিড সিকিউরিটি: ₹ ৯১,৬০০/-; উপরের সমস্ত টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **২৭-০৮-২০২৪** তারিখে **১৫:০০** ঘন্টায় এবং **খোলা ২৭-০৮-২০২৪** তারিখে **১৫:৩০** ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৭-০৮-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

অনলাইনে স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করার জন্য যাত্রীদের সুবিধার্থে ক্যাম্প

কলকাতা, ৩ আগস্টঃ 'মেট্রো রাইড কলকাতা' অ্যাপটি প্রতিদিনই মেট্রো ব্যবহারকারীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। এই অ্যাপটি ব্যবহার

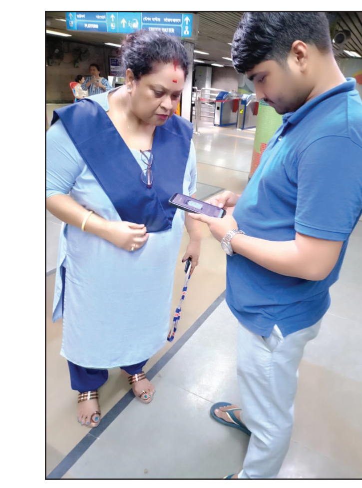

করতে আরও বেশি সংখ্যক যাত্রীদের সক্ষম করার জন্য, মেট্রো কর্মীরা নিয়মিত বিরতিতে সমস্ত মেট্রো স্টেশনে বিশেষ ক্যাম্প পরিচালনা করছে। উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো স্টেশনগুলির প্ল্যাটফর্ম টেলিভিশনগুলিতে বিশেষ প্রচারমূলক ফিল্মগুলি (কীভাবে এই গ্রাহক বান্ধব অ্যাপটি ডাউনলোড এবং ব্যবহার করতে হয়) দেখানো হচ্ছে। এই অ্যাপটিকে জনপ্রিয় করতে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিও ব্যবহার করা হচ্ছে। ০৩.০৮.২০২৪ তারিখে উত্তর-দক্ষিণ (ব্লু লাইন) মেট্রোর সমস্ত স্টেশনে মেট্রো কর্মীদের দ্বারা মেট্রো ব্যবহারকারীদের এই অ্যাপ এবং কীভাবে এটি ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কে সচেতন করার জন্য বিশেষ ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়েছিল। আশা করা হচ্ছে যে এই ধরনের ক্যাম্পগুলি মেট্রোর যাত্রীদের এই ব্যবহারকারী বান্ধব অ্যাপের সাথে পরিচিত হতে সাহায্য করবে। এটি মেট্রো যাত্রীদের তাদের মূল্যবান সময় বাঁচাতে সাহায্য করবে কারণ তাদের স্মার্ট কার্ড পুনরায় চার্জ করতে বা কিউআর কোড ভিত্তিক টিকিট কেনার জন্য বুকিং কাউন্টারের সামনে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে না।

বিজেপির অভ্যন্তরীণ কলহ প্রকাশ্যে এলো জটেশ্বরে

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৩ আগস্ট ঃ বিজেপির অভ্যন্তরীণ কলহ প্রকাশ্যে এলো জটেশ্বরে। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে, গত বুধবার রাতে জটেশ্বর দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩১৪২ নম্বর বুথের বিজেপি সমর্থক একসঙ্গে ৯টি পরিবার বিজেপি ছেড়ে যোগদান করেন তৃণমূলে। তার পরই সংশ্লিষ্ট বুথের একাধিক বিজেপি নেতা ও কর্মীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় মন্ডল নেতৃত্বকে দায়ী করে পোস্ট করেন। আর তাতেই শুরু হয় নানা রকম গুঞ্জন। জটেশ্বর দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩ ১৪৫ নম্বর বুথের বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য দিলীপ বর্মন অভিযোগ করে বলেন, বিজেপির ফালাকাটা ৪ নম্বর মন্ডলের কয়েক জন নেতার জন্য আজ কর্মীরা দল ছেড়ে দিচ্ছেন। জেলা নেতৃত্ব কে জানিয়েছিলাম কোন সুরাহা হয়নি।এদিকে ফালাকাটা গ্রামীন ব্লক তৃণমূলের সাধারন সম্পাদক দেবজিৎ পাল বলেন, জটেশ্বর দুই নম্বর অঞ্চলে বিজেপি যেদিন থেকে ক্ষমতা এসেছে সেদিন থেকে মানুষ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বহু বুথের বিজেপির কর্মীরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। এখন তো সবে টেইলার শুরু হয়েছে পিকচার এখনো বাকি আছে।জটেশ্বর দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য দিলীপ বর্মন বলেন, আমাদের যারা মন্ডল নেতৃত্ব আছে তাদের দু একজন নেতার জন্যই আমাদের দল ছেড়ে চলে যাচ্ছে আমাদের নেতা কর্মীরা, আমরা এই বিষয়ে মৌখিকভাবে আমাদের জেলা সভাপতি মনোজবিশ্বাকে জানিয়েছি কিন্তু কোন সুরাহা হয়নি, আমাদের নেতৃত্বের দোষে দল ছেড়ে চলে যাচ্ছে সকলে, এবং আস্তে আস্তে আরো সবাই দল ছেড়ে অন্য দলে যোগদান করবে, এর সমস্ত দোষী মন্ডল নেতৃত্ব এবং জেলা নেতৃত্ব কারণ জেলা সভাপতি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি অন্যদিকে বিজেপির ফালাকাটা ৪ নম্বর মন্ডলের সাধারন সম্পাদক সুব্রত সাহা বলেন, আমাদের বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য যা কি বলেছেন সেটা আমার জানা নেই ।

বাঁধাধরা রুটিনের বাইরে দিন কাটাতে চেয়েছিল হোমের শিশু কিশোরীরাঃ সাড়া দিল পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩ আগস্ট ঃ দৈনন্দিন গতানুগতিক রুটিন থেকে একটু আলাদা ভাবে একটা দিন কাটাতে চেয়েছিল পূর্ব বর্ধমান জেলা হোমের শিশু কিশোরীরা। তারা চেয়েছিল বাঁধাধরা নিয়মের বাইরে ছুটির আমেজে একটা দিন কাটাতে। তাদের সেই আবদার পৌঁছেছিল পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, সহ সভাধিপতি গার্গী নাহা সহ জেলা পরিষদের অন্যান্য কর্মাধ্যক্ষদের কানে। হোমের শিশু কিশোরীদের এই আবদারে সাড়া দিয়ে শনিবার বাঁধনছাড়া ছুটির মেজাজে একটু অন্যরকম ভাবে তাদের দিন কাটানোর সুযোগ করে দিল জেলা পরিষদ। শনিবার হোমের শিশু কিশোরীদের দেখানো হল 'চান্দু চ্যাম্পিয়ন' নামের একটি মজাদার মুভি। উল্লেখ্য, পূর্ব বর্ধমানের বামচান্দাইপুর গ্রামে একটি সরকারি হোম রয়েছে। এখানে নিরাপত্তার বলয়ে বেড়ে উঠছে ৫০ জন কন্যাসন্তান। এরা অনেকেই অনাথ বা পরিবারের দ্বারা পরিত্যক্ত। এছাড়াও নানাভাবে হোমে আসে আরো কিছু শিশু ও কিশোরী। পরিবারের স্নেহের ছায়ার বাইরে হোমটাই ওদের জগৎ। হোমের সুপার, মাদার বা দায়িত্বে থাকা কমিটির সদস্যেরা এদের জন্য দিনরাত রয়েছেন।শনিবার সকাল থেকেই হোমে সাজো সাজো রব। মেয়েরা দুপুরের আগেই এসে যায় সংস্কৃতি লোকমঞ্চে। ওদের দুপুরে বিরিয়ানি খাওয়ানো হবে যে! এদিন সংস্কৃতি মেট্রোতে চলছে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত 'চান্দু চ্যাম্পিয়ন' সিনেমাটি। ওদের জন্য স্পেশাল স্ক্রিনিং করা হয় ছবিটির। তার আগে ছোট্ট অথচ আবেগঘন একটি অনুষ্ঠান। ছোটদের হাতে ফুল আর চকোলেট দেওয়া হল। ওরাও অতিথিদের হাতে তুলে দিল নিজেদের হাতে তৈরি ভালবাসার কিছু উপহার। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, সহ সভাধিপতি গার্গী নাহা, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়, মাম্পী রুদ্র, নিত্যানন্দ ব্যানার্জি, জেলা পরিষদের মেন্টর মহঃ ইসমাইল। ওদের নিয়ে এসেছিলেন যারা তারাও খুশি। জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক সুদেষ্ণা মুখোপাধ্যায় বলেন,'যেভাবে সভাধিপতি সহ জেলা পরিষদ এগিয়ে এলেন সেটা একটা বড় পাওনা।' উপস্থিত ছিলেন, জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার অফিসার দীপালি প্রিয়ংবদা, হোমের সুপার রীনা ধাড়া। আর ওদের হাসিখুশি রাখতে আগোগোড়া মাতিয়ে রাখলেন ওদের শৌভিক স্যার। সারাদিন চুটিয়ে আনন্দে মাতলেন হোমের শিশু কিশোরীরা। জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার বলেন, খুব সুন্দর একটা সময় কাটল হোমের শিশুদের সাথে। হোমের কিছু দাবীদাবা রয়েছে সেগুলি গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করে কিভাবে মেটানো যায় তা দেখা হবে।

POWER OF ATTORNAY TRANSFER

We are 1) Asim Niyoggi, son of Late Ajay Krishna Niyoggi, 2) Bula Niyoggi, wife of Late Ajay Krishna Niyoggi, 3) Jhumpa Bhanja, (D/O- Late Ajay Krishna Niyoggi) wife of Shyamal Bhanja, 4) Maya Mitra (D/O- Late Ajay Krishna Niyogi) ,wife of Subhendu Mitra, resident of Vill and P.O.- Shyamsundar, P.S.- Raina, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, India-713424, do hereby jointly appoint and empower Manas Kapasi, son of Sushant Kapasi,Vill - Muktipur, P.O. - Sahajpur Hattala, P.S.- Raina, Dist- Purba Bardhaman, for maintaining and selling our property, Plot no- 4191,J.L NO-72,Khatian No- 49, Mauza -Shyamsundar, P.S.- Raina, Dist- Purba Bardhaman, by the Deed No I-0219-00885/2024 Dated- 13/03/2024 at the office of A.D.S.R. Raina, Purba Bardhaman, West Bengal , India

Office of the
Onda-II Gram Panchayat
Patrahati, Makarkole, Onda, Bankura

Notice inviting e-Tender No-1) NIeT-04/2024-25(Tender ID-2024_ZPHD_727473) Pradhan, Onda-II invites percentage rate e-Tender for 3 no works. Last date of documents download & bid submission in 11 th August 2024 at 6.30 p.m. for details please visit website: www.wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Onda-II Gram Panchayat

মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনে ৭৪ টি পরিষেবা সোমবার থেকে

কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ মনে আছে তো ৫ আগস্ট তারিখটা! ওইদিন অর্থাৎ আগামী সোমবার থেকে অরেঞ্জ লাইনে কবি সুভাষ ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশনের মধ্যে মেট্রো পরিষেবায় আসছে বড় বদল। অরেঞ্জ লাইনের পরিষেবার সংখ্যা ও পরিষেবার সময় দুটোই বাড়তে চলেছে ঐদিন থেকে। আর সকাল ৯ টায় নয় মেট্রো পরিষেবা দুই প্রান্ত থেকে পাওয়া যাবে সকাল ৮টা থেকেই। ফলে সকালে স্কুল, কলেজ, কর্মস্থলে পৌঁছোনোর ক্ষেত্রে বেশ বিশেষ সুবিধা, কারণ ৮ টা থেকে E. M. Bypass -এর ওপর দিয়ে মেট্রোয় চেপে অনায়াসে যাওয়া যাবে সামনের সপ্তাহের প্রথম দিন থেকেই। এখন দৈনিক ৪৮ টি পরিষেবা এই লাইনে চলে। ঐদিন থেকে মোট ৭৪ টি পরিষেবা (৩৭ টি আপ ও ৩৭ টি ডাউন) এই লাইনে চালানো হবে। পরিষেবাগুলি পাওয়া যাবে ২০ মিনিট অন্তর। প্রতিদিনের এই বর্ধিত পরিষেবাগুলি পরীক্ষামূলকভিত্তিতে সোমবার থেকে শুরু করে চালানো হবে। যাত্রীস্বার্থের কথা মাথায় রেখে দিনের শেষ মেট্রো পরিষেবার ক্ষেত্রেও আনা হচ্ছে বিরাট বদল। কবি সুভাষ ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় - এই দুই স্টেশন থেকে শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে বিকেল ৪.৪০ এর বদলে রাত ৮ টায়। প্রথম পরিষেবা - কবি সুভাষ থেকে ঃ সকাল ৯ টার পরিবর্তে সকাল ৮ টায়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে সকাল ৯ টার পরিবর্তে সকাল ৮ টায়। শেষ পরিষেবা ঃ কবি সুভাষ থেকে- বিকেল ৪.৪০ এর পরিবর্তে রাত ৮ টায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে বিকেল ৪.৪০ এর পরিবর্তে রাত ৮ টায়।

চতুর্থ সাঁতারু হিসেবে অলিম্পিকে ইতিহাস

প্যারিস, ৩ আগস্ট ঃ ফ্রান্সের সাঁতারু লিওঁ মারশাঁ। প্যারিস অলিম্পিকে চতুর্থ সোনা জিতে গড়েছেন নতুন রেকর্ড। ২২ বছর বয়সী এই ফরাসি ভাঙলেন কিংবদন্তি মার্কিন সাঁতারু মাইকেল ফেলপসের রেকর্ড। ২০০৮ সালের বেইজিং অলিম্পিকে ছেলেদের ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলিতে ১ মিনিট ৫৪.২৩ সেকেন্ড সময় নিয়ে সাঁতার শেষ করে রেকর্ড গড়েছিলেন মাইকেল ফেলপস। ১৬ বছর পর এবার প্যারিসে শুক্রবার ১ মিনিট ৫৪.০৬ সেকেন্ড সময় নিয়ে সে রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন মারশাঁ। অলিম্পিক ইতিহাসে চতুর্থ সাঁতারু হিসেবে এক আসরে তিনি ৪টি স্বর্ণপদক জিতলেন । এর আগে ২০০ মিটার বাটারফ্লাই, ২০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক ও ৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলিতে স্বর্ণপদক জিতেছিলেন মারশাঁ। এর আগে ২০০৪ ও ২০০৮ সালে মাইকেল ফেলপস, ১৯৭২ সালে মার্ক স্পিটজ আর ১৯৯৮ সালে আর ক্রিস্টিন ওটো এই কীর্তি গড়েছিলেন।

মহামেডান-শ্রাচীর চুক্তি ঘোষণা করবেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ ইতিমধ্যে নতুন ইনভেস্টর হিসাবে শ্রাচী স্পোর্টসের সঙ্গে 'মউ' স্বাক্ষর করে ফেলেছে মহামেডান স্পোর্টিং। তবে এখনই সরকারিভাবে এই চুক্তির বিষয়ে ঘোষণা করছে না কোনও পক্ষই। গত বৃহস্পতিবার রাতে 'মউ' স্বাক্ষর হয়। তার পর বিষয়টি মহামেডানের তরফে জানানো হয়েছে আইএসএল পরিচালনার দায়িত্বে থাকা এফএসডিএলকে। সেখান থেকে চুক্তি নিয়ে সবুজ সংকেত পাওয়ার পরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে এই চুক্তির কথা সরকারিভাবে ঘোষণা করা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে।

আসলে মহামেডান এবং শ্রাচী স্পোর্টসের এই চুক্তির পিছনে অনুঘটকের কাজ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়েক মাস আগে মুখ্যমন্ত্রীর স্পেন সফরে উপস্থিত ছিলেন এক মহামেডান কর্তা। সেখানেই মহামেডানের আইএসএল খেলার প্রসঙ্গ উঠে আসে। সেই সফরে থাকা প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মহামেডান আইএসএল খেলার যোগ্যতা অর্জন করলে তাদের সাহায্য করতে হবে। এরপর সৌরভের উদ্যোগেই আলোচনায় বসে শ্রাচী এবং মহামেডান। সেই বৈঠক ফলপ্রসূ হওয়ার পর মহামেডানের বর্তমান ইনভেস্টর বাঙ্কারহিলের হাতে থাকা ৬১ শতাংশ শেয়ারের অর্ধেক দেওয়া হয় শ্রাচীকে। অর্থাৎ ৩০.৫ শতাংশ শেয়ার আসে শ্রাচীর হাতে। অবশ্য শুধু স্পেন সফরই নয়, তার আগেপরেও বিভিন্ন সময়ে মহামেডানকে আইএসএল খেলার জন্য সাহায্য করার কথা শোনা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর মুখে। পুরো বিষয়টির সূত্রপাত যেহেতু মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরেই, তাই এই চুক্তির কথা মুখ্যমন্ত্রীই ঘোষণা করুন চাইছে সব পক্ষই।

কবে ফিরব বলা মুশকিল ঃ শামি

৩ আগস্ট ঃ গত ফেব্রুয়ারিতে গোড়ালিতে অস্ত্রোপচারের পর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ, আইপিএল ও সদ্য সমাপ্ত টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে পারেননি শামি। ৩৩ বছর বয়সী পেসার বর্তমানে ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে (এনসিএ) ফিটনেস নিয়ে কাজ করছেন। কিছুদিন আগে, বিসিসিআইয়ের একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র প্রকাশ করেছিল যে বোর্ড বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজে তাঁর প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা করছে তবে এখন শামি জানিয়েছেন যে তিনি এখনও পুরোপুরি ফিট নন। 'কবে ফিরব বলা মুশকিল। কঠোর অনুশীলন করছি, আশা করি ভারতের জার্সি পরার আগে আমাকে বাংলার হয়ে খেলতে দেখবেন। বাংলার হয়ে ২-৩টা ম্যাচ খেলতে যাবো এবং তার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত থাকতে হবে।' যাবো এবং তার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত থাকতে হবে।' শামি আরও বলেছেন, 'কখনো ভাবিনি চোট এতটা গুরুতর হবে।

প্যারিস অলিম্পিক ফুটবল

আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে সেমি ফাইনালে ফ্রান্স

প্যারিস, ৩ আগস্ট ঃ অলিম্পিকের কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে কাঁদিয়ে সেমিফাইনালে গেল ফ্রান্স। গতকাল রাতে স্টেড মাটমুট আটলান্টিক স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারিয়েছে স্বাগতিক ফ্রান্স। কাতার বিশ্বকাপে হারের পর আর্জেন্টিনার কাছে অনেক বিদ্রুপের শিকার হতে হয়েছে ফ্রান্সকে। ম্যাচের ৫ মিনিটে মাতেতার গোলে তারই জবাব অলিম্পিকে দিল স্বাগতিক ফ্রান্স। এরপর সারা ম্যাচে সময় পেয়েও আর্জেন্টিনা গোল করতে পারেনি। পুরো ম্যাচে আর্জেন্টিনা বল দখলে রেখেছিল ৭০ শতাংশ সময়। আর্জেন্টিনা শট নিয়েছিল ১৬টি, এবং ১০টি শট নিয়েছিল ফ্রান্স। আর্জেন্টিনার চারটি শট ছিল লক্ষ্যে। অপরদিকে ফ্রান্সের দুটি শট ছিল লক্ষ্যে। দিনের আরেক ম্যাচে প্যারাগুয়েকে টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে মিশর। ফ্রান্স মিশরের সঙ্গে সেমি ফাইনালে খেলবে।

অলিম্পিক টেনিসে রেকর্ড গড়ে ফাইনালে আলকারাস

প্যারিস, ৩ আগস্ট ঃ ১৯৯৮ সালের পর 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে' টেনিস আবার শুরু হয়েছে। এরপর সবচেয়ে কম বয়সে ফাইনালে উঠে রেকর্ড করলেন আলকারাস। গতকাল রাতে ফাইনালে ওঠার পথে কানাডার ফেলিক্স অগার-আলিয়াসিমেকে মাত্র ৭৫ মিনিটে সরাসরি ৬-১, ৬-১ গেমে হারালেন আলকারাস। আলকারাস সেমিফাইনালে খেলবেন দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নোভাক জোকোভিচ লরেঞ্জো মুসেত্তির মধ্যে যে জিতবে তার সঙ্গে। রবিবার হবে ফাইনাল। আর ফাইনাল যদি জিততে পারেন অলকারাস তাহলে তিনিই হবেন সর্বকনিষ্ঠ অলিম্পিকে সোনা জয়ী খেলোয়াড়। বর্তমানে এই রেকর্ডটির মালিক আছেন চেকোস্লাভিয়ার প্রাক্তন টেনিস খেলোয়াড় মিলোস্লাভ মেকির। ১৯৮৮র সিউল অলিম্পিকে ২৪ বছর বয়সে তিনি সোনা জেতেন।

কাছে এসেও তৃতীয় পদক না জিততে পারার যন্ত্রণা মনুর

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট ঃ আশা জাগিয়েও স্বপ্নভঙ্গ হল মনুর। অলিম্পিকে তৃতীয় পদক জিতে ইতিহাস তৈরি করা হল না মনুর। ২৫ মিটার পিস্তলে থামতে হল চতুর্থ স্থানে। কিন্তু এর আগেই দুটি ইভেন্ট ব্রোঞ্জ জিতে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন ভারতীয় শুটার। একদিকে দুটি পদকজয়ের সাফল্য, অন্যদিকে কাছে এসেও তৃতীয় পদক না জিততে পারার যন্ত্রণা। ইভেন্টের শেষে তাঁর মুখে শোনা গেল মায়ের কথা। বিশেষ ধন্যবাদ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। টোকিও অলিম্পিকে ব্যর্থ হয়েছিলেন মনু। সেখান থেকে প্যারিসে দুটো পদক। মনুর সাফল্যের রহস্য কী? তিনি বলছেন, প্রচুর পরিশ্রম করেছি। আমার জন্য অনেক মানুষই খেটেছেন। যাতে আমি পোডিয়ামে উঠতে পারি। ভারত পদক জিততে পারে। আমি খুব খুশি যে পুরো দল আমাকে সব সময় সমর্থন জুগিয়ে গিয়েছে। আমি তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। সাই টিম ও পুরো মন্ত্রককেও ধন্যবাদ জানাই। মোদিজির কাছে কৃতজ্ঞ, তিনি ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও আমাকে সময় দিয়েছেন। কোচ যশপাল সিং, বন্ধুরা তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই। পরের বার আরও ভালো করব। মনু কৃতজ্ঞ তাঁর মা সুমেধা ভাকেরের কাছেও। মনুর মা তাঁর খেলা দেখেন না। ২২ বছর বয়সি শুটার বলছেন, মার আত্মত্যাগের জন্য ধন্যবাদ। মার জন্য আমি বহু মানুষের ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছি। আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি মা। সুস্থ থাকো, বছরের পর বছর আমার সঙ্গে থাকো।

শেষ মুহূর্তের গোলে হার বাঁচাল মহামেডান, ড্র করেও লিগ শীর্ষে ডায়মন্ড হারবার

মহামেডান-১(বামিয়া সামাদপেনাল্টি)
ডায়মন্ড হারবার-১ (জবি জাস্টিন)

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ শেষ মুহূর্তের গোলে হার এড়াল মহামেডান স্পোর্টিং। নব্বই মিনিট পর্যন্ত ডায়মন্ড হারবার এগিয়েছিল ১-০ গোলে। কিন্তু রেফারির শেষ বাঁশি না বাজলে তো ম্যাচ শেষ হয় না। অ্যাডেড টাইমে হয়তো মনোসংযোগ হারিয়ে ফেলেছিলেন ডায়মন্ড হারবারের ডিফেন্ডাররা। তাই পেনাল্টি বক্সের ভিতরে অবৈধ ভাবে বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে সাদাকালো ফুটবলারের মুখের কাছে পা তুলে দিলেন। রেফারি পেনাল্টি দেন মহামেডান স্পোর্টিংকে। পেনাল্টি থেকে মহামেডানের হয়ে সমতা ফেরান বামিয়া সামাদ। তার পরে আর খুবই অল্প সময় বাকি ছিল। কোনও দলই আর গোল করতে পারেনি। মহামেডান স্পোর্টিং ও ডায়মন্ড হারবার ম্যাচ ড্রয়ের কোলে ঢলে পড়ে। খেলা শেষ হয় ১-১ গোলে। ম্যাচ ড্র হলেও কলকাতা লিগে এখনও অপরাজিত কিবু ভিকুনার দল। ম্যাচটা ড্র হলেও ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব কিন্তু টেক্কা দিয়ে গিয়েছে সাদাকালো ব্রিগেডকে। নিজেদের মধ্যে ছোট ছোট পাস খেলে আক্রমণের মাথা গেঁথেছে ডায়মন্ড হারবার। একাধিক বার মহামেডানের রক্ষণে কাঁপুনি ধরিয়ে দেন কিবু ভিকুনার ছেলেরা। ভাগ্য সহায় থাকলে এদিন তারা ম্যাচ জিততেই পারত। গোলের সুযোগ তৈরি করেও সাদাকালো ব্রিগেডের জালে বল জড়াতে পারেনি। কিন্তু মহামেডানের খেলা দেখে বিস্মিত হন সমর্থকরা। কোথায় গেল সেই কামড়? কোথায় গেল সেই গোল খিদে? শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি না পেলে এদিনও খালি হাতে ফিরতে হত মহামেডানকে। ডায়মন্ড হারবার প্রথমার্ধে গোল করে এগিয়ে যায়। কিবুর দলের হয়ে গোলটি করেন জবি জাস্টিন। কর্নার থেকে শূন্যে ভাসানো বলে হেড দিয়ে গোল করেন তিনি। কিন্তু জবিকে মার্কিং করছিলেন যে সাদাকালো ডিফেন্ডার, তাঁর ভুলেই গোল পান অভিজ্ঞ ফুটবলার। জবি জাস্টিন তাঁর সেরা সময় হয়তো ফেলে এসেছেন। কিন্তু ডায়মন্ড হারবারের হয়ে তিনি আলো ছড়াচ্ছেন। গোল করছেন, প্রতিপক্ষকে সবসময়ে চাপে রাখছেন। দ্বিতীয়ার্ধেও গোলের সুযোগ তৈরি করে ডায়মন্ড হারবার। কিন্তু গোল করতে না পারায় ভুগতে হয়েছে তাদের। খেলার একেবারে শেষ লগ্নে মহামেডান স্পোর্টিং পেনাল্টি থেকে গোল করে ম্যাচ ড্র করে। এক পয়েন্ট ঘরে তোলে। ড্র করেও লিগ শীর্ষে ডায়মন্ড হারবার।

জাপানকে হারিয়ে সেমিতে গেল স্পেন

প্যারিস, ৩ আগস্ট ঃ প্যারিস অলিম্পিকের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল স্পেন। তারা জাপানকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে সেমিফাইনালে গেল। আগামী ৫ আগস্ট মরক্কোর মুখোমুখি হবে স্প্যানিশরা। শুক্রবার রাতে ফার্মিন লোপেজের জোড়া গোলে জাপানকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে স্পেন। গত অলিম্পিকের সেমিফাইনালেও এই স্পেনের কাছেই হেরে বিদায় নিয়েছিল জাপান। বার্সেলোনার মিডফিল্ডার ফার্মিন লোপেজ করেন জোড়া গোল। আর জিরোনার আবেল রুইজ ওর্তেগার গোলে বড় জয় পায় স্পেন।

জয়ী হতে পারেননি তবুও আর্থিক পুরস্কার পাচ্ছেন বক্সার কারিনি

প্যারিস, ৩ আগস্ট ঃ ইটালির বক্সার অ্যাঞ্জেলা কারিনিকে বড় সড় অঙ্কের আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করল আন্তর্জাতিক বক্সিং সংস্থা। কারিনিকে পঞ্চাশ হাজার ডলার আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বক্সিং সংস্থা জানিয়েছে ২৫ হাজার ডলার দেওয়া হবে কারিনির দেশের সংস্থাকে। তাঁর কোচ পাবেন ২৫ হাজার ডলার আর্থিক পুরস্কার। কারিনি ও আলজেরিয়ান বক্সার ইমানে খেলিফের মুষ্টিযুদ্ধের পর থেকেই আন্তর্জাতিক বক্সিং সংস্থা ও আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির মধ্যে বিতর্ক তুঙ্গে।

প্যারিস অলিম্পিকে ওয়েল্টার ওয়েটের শেষ ষোলোয় নেমেছিলেন কারিনি ও খেলিফে। সেই ম্যাচ স্থায়ী হয় মাত্র ৪৬ সেকেন্ড। তার পরই রিং ছেড়ে বেরিয়ে যান ইটালির অ্যাঞ্জেলা কারিনি।

রিং ছেড়ে যখন অ্যাঞ্জেলা বেরিয়ে যাচ্ছেন তখন তাঁর চোখে জল। আলজেরিয়ার বক্সারের সামনে দাঁড়াতেই পারেননি তিনি। ম্যাচের ৩০ সেকেন্ডের মধ্যেই হেডগিয়ার ঠিক করতে কোচের কাছে আসেন অ্যাঞ্জেলা। তার পর রিংয়ে ফেরেন। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই চোখে জল নিয়ে রিং ছেড়ে বেরিয়ে যান তিনি। রেফারি খেলিফেকে জয়ী ঘোষণা করেন। তার পর থেকে খেলিফেকে নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে ওঠে।

কারিনিকে বিরাট অঙ্কের পুরস্কার মূল্য দেওয়ার ঘোষণার পরে আইবিএ (আন্তর্জাতিক বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন) প্রেসিডেন্ট উমর ক্রেমলেভ বলেন, মহিলাদের বক্সিংকে কেন মেরে ফেলা হচ্ছে তা বুঝছি না। নিরাপত্তার জন্য কেবলমাত্র যোগ্য অ্যাথলিটদেরই লড়াইয়ের সুযোগ দেওয়া উচিত। ওই মেয়েটার চোখের জলের দিকে আমি তাকাতে পারছি না। কারিনি ও খেলিফের লড়াই শেষ হলেও থামছে না বিতর্ক।

০-৬ গোলে হেরে ছিটকে গেল ইস্টবেঙ্গল

ইংল্যান্ড, ৩ আগস্ট ঃ ক্রিস্টাল প্যালেসের বিরুদ্ধে নেক্সট জেন কাপের ম্যাচে ০-১ গোলে পরাজয়। এরপর এভারটনের বিরুদ্ধে লজ্জাজনক স্কোরলাইন। ইস্টবেঙ্গল হারল ০-৬ গোলে। দুই ম্যাচে ৭ গোল হজম করে ইংল্যান্ডে আয়োজিত নেক্সট জেন কাপ থেকে ছিটকে গেল লাল হলুদ ব্রিগেড। বডিমুর হিথ ট্রেনিং গ্রাউন্ডে নেক্সট জেনারেশন কাপ ২০২৪-এর ফাইনালের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গল এবং পাঞ্জাব এফসি। ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারতীয় ক্লাবের পারফরম্যান্স এরকম হতাশজনক হবে অনেকেই অনুমান করতে পারেননি। প্রস্তুতি ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল, পাঞ্জাব এফসি দুই দলই ভাল খেলেছিল ও জিতেছিল। কিন্তু আসল ম্যাচে পরাজয়। ইস্টবেঙ্গল দুই ম্যাচে কোনও গোল করতে পারেনি। নির্ধারিত সময়ে ইস্টবেঙ্গলকে ৬-০ ও পেনাল্টিতে ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত করে লিটন বেইনসের ছেলেরা। অন্যদিকে টটেনহ্যাম হটস্পারের কাছে ০-৩ গোলে হেরে বোনাস পয়েন্ট বাঁচাতে ব্যর্থ হয় পাঞ্জাব। প্রথম ম্যাচে পিছিয়ে পড়া ইস্টবেঙ্গল একই গতিতে ম্যাচ শুরু করেছিল। এরই মধ্যে ভানলালপেকা গুইতে লুজ বল স্পট করে সুযোগ তৈরি করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু গত ম্যাচের মতো ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণের সেই তেজ ছিল না। প্যালেসের বিরুদ্ধে বিনো জর্জের প্ল্যান নির্ধারিত সময়ের অনেকাংশ জুড়ে কাজে দিয়েছিল। লাল হলুদের ডিফেন্স ছিল মজবুত। এভারটন সেই ডিফেন্স ভেঙে গোলের পর গোল দিল অবলীলায়।

আনোয়ার নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হল না

৩ আগস্ট ঃ আনোয়ার নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারল না ফেডারেশনের প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটি। এই কমিটির সদস্যরা দুই তরফেরই কাগজপত্র দেখেছেন। সেখানে আপাত দৃষ্টিতে দেখা গিয়েছে মোহনবাগানের সঙ্গে আনোয়ারের চুক্তি রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে যেহেতু আনোয়ার নিজে জানিয়েছেন তিনি এই চুক্তি বাতিল করতে চান, তাই দিল্লি এফসির সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটির সদস্যরা। ভালোভাবে শুনতে চান তাদের বক্তব্য। অন্যদিকে,দিল্লি এফসি ও আনোয়ারের পক্ষ থেকে মোহনবাগানকে পাঠানো একটি চিঠিতে দেখা গিয়েছে, সেখানে উল্লেখ রয়েছে এই জাতীয় ডিফেন্ডার ইস্টবেঙ্গলে খেলতে চান। কিছুদিন আগে আবার ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে দিল্লি এফসির একটি চুক্তি হয়েছে, যে চুক্তিতে রয়েছে, যদি আনোয়ার ফ্রি হন, তাহলে তাঁকে খেলতে হবে ইস্টবেঙ্গলে। যদিও আনোয়ার ইস্যুতে লালহলুদ কর্তারা কোনও কথা বলছেন না। প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটি দিল্লি এফসির সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলেরও কথা শুনতে চান।

অলিম্পিকে ভারতীয় প্রতিযোগীদের জন্য প্যারিসে এসি পাঠাল ক্রীড়া মন্ত্রক

প্যারিস, ৩ আগস্ট ঃ প্যারিসে চল্লিশ ডিগ্রি তাপমাত্রা ছাড়িয়েছে। ভারতীয় প্রতিযোগীরা বেশ সমস্যার মধ্যে পড়েছেন। প্রতিযোগীরা যাতে আরামে থাকতে পারেন তার জন্য ক্রীড়া মন্ত্রক ৪০ টি পোর্টেবল এসি পাঠিয়ে দিয়েছে গেমস ভিলেজে। ইতিমধ্যে আমেরিকা সহ বেশ কয়েকটি দেশ তাদের ক্রীড়াবিদদের জন্য এসি মেশিন পাঠিয়ে দিয়েছে গেমস ভিলেজে। ক্রীড়া মন্ত্রকের তরফে ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা হয়। এরপর প্যারিসে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে কথা বলে গেমস ভিলেজে জরুরী ভিত্তিতে এইসব এসি পাঠানো হয়েছে।

শংঙ্করলালের পরিকল্পনায় চাপে পড়েছিলেন টটেনহ্যাম কোচ!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ আগস্ট ঃ নেক্সট জেনারেশন কাপের দ্বিতীয় দিনটি অবশ্যই ভারতীয় দলগুলির জন্য স্মরণীয় ছিল না। বড় ব্যবধানে পরাজয়ের মুখে পড়তে হয়েছে ইস্টবেঙ্গল, পাঞ্জাব এফসির মতো দলকে। যদিও ম্যাচের পর পাঞ্জাব এফসি কোচ শংঙ্করলাল চক্রবর্তীর প্রশংসা করেছেন টটেনহ্যাম হটস্পার কোচ। টটেনহ্যাম হটস্পার ৩-০ গোলে হারিয়েছে পাঞ্জাব এফসিকে। ১১ মিনিটে গোলের খাতা খোলেন রনি মনকুর। একটি গোল হজম করা সত্ত্বেও পাঞ্জাব এফসি হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চালিয়ে যায়। তারা প্রতিপক্ষ দলের ওপর চাপ দিতে শুরু করেছিল। খেলা শেষ হওয়ার পর হটস্পার কোচ সে কথাই মনে করিয়ে দিয়েছেন । তবে ম্যাচের ৩৮ ও ৪৮ মিনিটে জোড়া গোল করে ব্যবধান ৩-০ করেন এলিস লেহানে।

বিশ্বরেকর্ড গড়ার সুযোগ পাবেন বিরাট কোহলি

কলম্বো, ৩ আগস্ট ঃ আজ রবিবার কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মুখোমুখি হবে ভারত-শ্রীলঙ্কা। এই ম্যাচে তিনটি বিশেষ বিশ্বরেকর্ড গড়ার সুযোগ পাবেন ভারতীয় তারকা ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলির সামনে। প্রথম ওয়ানডেতে ২টি চারের সাহায্যে ৩২ বলে ২৪ রান করেন কোহলি। এই ম্যাচে কোহলি যদি ৯২ রান করেন, তাহলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর ২৭ হাজার রান পূর্ণ করবেন। তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ৫৩১ ম্যাচ খেলে ৫৮৯ ইনিংসে কোহলি করেছেন ২৬৯০৮ রান। বর্তমানে শচীন তেন্ডুলকার, কুমার সাঙ্গাকারা ও রিকি পন্টিং এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। দ্রুততম এই পজিশনে পৌঁছানোর সুযোগ থাকবে কোহলির সামনে। দ্রুততম ৩৫০ ইনিংসে ১৪ হাজার ওয়ানডে রান পূর্ণ করেছেন তেন্ডুলকার, তার আগে ৬৮ ইনিংসে ১৪ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করার সুযোগ পাবেন কোহলি। কোহলি যদি এই ম্যাচে সেঞ্চুরি করেন, তাহলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এক ফরম্যাটে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি

করার নিরিখে এক নম্বরে পৌঁছে যাবেন তিনি। তেন্ডুলকার টেস্ট ক্রিকেটে ৫১টি সেঞ্চুরি করেছেন, আর ওয়ানডেতে কোহলির ৫০টি সেঞ্চুরি রয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, কলম্বোতে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যকার প্রথম ওয়ানডে ম্যাচটি টাই হয় । এছাড়া ওয়ানডে ক্রিকেটে ১৪ হাজার রান পূর্ণ করতে কোহলির প্রয়োজন ১২৮ রান। এই ফরম্যাটে ২৯৩ ম্যাচের ২৮০ ইনিংসে কোহলি করেছেন ১৩৮৭২ রান। ওয়ানডেতে এই অঙ্কে পৌঁছেছেন কেবল শচীন ও সাঙ্গাকারা। দ্রুততম ৩৫০ ইনিংসে ১৪ হাজার ওয়ানডে রান পূর্ণ করেছেন তেন্ডুলকার, তার আগে ৬৮ ইনিংসে ১৪ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করার সুযোগ পাবেন কোহলি। কোহলি যদি এই ম্যাচে সেঞ্চুরি করেন, তাহলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এক ফরম্যাটে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি করার নিরিখে এক নম্বরে পৌঁছে যাবেন তিনি। তেন্ডুলকার টেস্ট ক্রিকেটে ৫১টি সেঞ্চুরি করেছেন, আর ওয়ানডেতে কোহলির ৫০টি সেঞ্চুরি রয়েছে। টি-টোয়েন্টি সিরিজে সাফল্যে এসেছে গম্ভীর-সূর্য জুটিতে। এবার ওয়ানডে ক্রিকেটের পালা। ভারতের ক্রিকেটভক্তদের নজর ছিল রোহিত শর্মার সঙ্গে গম্ভীরের জুটির জয় দেখার জন্য। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর মাঠে নামলেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। কিন্তু সেই ম্যাচ অমীমাংসিত থেকে গেল। শ্রীলঙ্কার পর ভারতের ইনিংসও ছেমেছিল ২৩০ রানেই। বলা যায়, জেতা ম্যাচ মাঠেই ফেলে এল টিম ইন্ডিয়া। প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চরিথ আসালঙ্কা। কিন্তু শুরুতেই ধাক্কা দেন মহম্মদ সিরাজ। আবিষ্কা ফার্নান্দোকে তৃতীয় ওভারেই উড়িয়ে দেন ভারতীয় বোলার। পাথুম নিসঙ্কা একটা দিক ধরে রাখলেও রানের গতি একেবারেই বাড়েনি। অর্শদীপ সিং, অক্ষর প্যাটেল, শিবম দুবের আটসাঁট বোলিংয়ে ফাঁদে পড়ে যান শ্রীলঙ্কার ব্যাটাররা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com